এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

রাখিব যতনে
মডার্ন গিনিহাউস প্রাঃ লিঃ
নতুন তুমি প্রতিশ্রুতে
২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০১২
ফোন- ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১, ০৩৩ ২২৪১ ৮২০৩

৩ প্রাপ্তবয়স্কদের পছন্দমতো বিয়েতে ধর্ম বাধা নয়: হাইকোর্ট
শমীকের নিশানায় বামেদের মিছিল, ৩

কলকাতা ২৮ জুলাই ২০২৬ ১১ শ্রাবণ ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.07.2026, Vol. 20 Issue No. 48, 8 Pages, Price 3.00

উত্তরবঙ্গে শিল্পের জোয়ার আনতে উদ্যোগী মুখ্যমন্ত্রী

বন্ধ চা বাগান খোলা লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে উত্তরবঙ্গে শিল্প ও কর্মসংস্থান বাড়াতে একাধিক পরিকল্পনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ থেকে দুগ্ধ শিল্প, বন্ধ চা বাগান পুনরুজ্জীবন-সহ উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে একাধিক ক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়েছে বলে দাবি করলেন তিনি।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গের কৃষিপণ্যের উপর নির্ভর করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। মালদহের আম ও লিচুর পাশাপাশি মাখানা, আনারস, ভুট্টা এবং তুলাইপাঞ্জি চালকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রকল্প তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও দুগ্ধ শিল্পেও বিনিয়োগ আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর দাবি, আইসক্রিম কারখানা তৈরির জন্য 'আমূল'-কে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে ১৫ একর করে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোমবার উত্তরবঙ্গের চা শিল্প নিয়েও বড় পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। বন্ধ চা বাগানগুলিকে ফের চালু করার জন্য 'প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক যোজনা'-য় ৩৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর আরও দাবি, 'আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে বন্ধ থাকা ২৫টি চা বাগানের মধ্যে ১০ থেকে ১২টি ফের চালু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।' চা বাগানগুলির পুনরুজ্জীবনে শ্রম দপ্তর ও টি বোর্ড একসঙ্গে কাজ করছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, বন্ধ বাগান খুললে একদিকে যেমন শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ফিরবে, তেমনই উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিও গতি পাবে।

এ দিনের সফরে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে নিজের সরকারের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, গত ১০ সপ্তাহে একাধিক বার উত্তরবঙ্গে এসে তিনি এলাকার সমস্যা ও সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছেন। শিল্প, কৃষি এবং চা-শিল্পকে সামনে রেখে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিকে নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ থেকে সোমবার রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের জন্য ১২৫ দিনের কাজের সুযোগের কথা ফের জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার জলপাইগুড়ি সফরে গিয়ে তিনি বলেন, যাঁদের জব কার্ড নেই, তাঁরাও দ্রুত তা করিয়ে নিতে পারবেন। পুরনো জব কার্ড থাকা শ্রমিকদের পাশাপাশি নতুন আবেদনকারীদেরও কাজের সুযোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''আপনারা সবাই জব কার্ড করে ফেলুন। পুরনো জব কার্ড মানেই শুধু তাঁরাই কাজ পাবেন, নতুনরা পাবেন না, এমনটা নয়। আমরা আইন শিথিল করে দিয়েছি। সবাই জব কার্ড করতে পারেন।' এদিন তিনি আরও জানান, বছরে ১২৫ দিন কাজ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরি নিশ্চিত করার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, '১২৫ দিন আমরা কাজ দেব। অদক্ষ শ্রমিক হলেও গ্যারান্টেড ৩০০ টাকা করে পাবেন।'

সিকিমের টানেল দুর্ঘটনার পর রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলায় ফিরে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। নিজেদের কাজের জন্য ভিনরাজ্যে গিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে না পড়ে বাংলাতেই কর্মসংস্থানের সুযোগ নেওয়ার আবেদন করেছেন তিনি।

সোমবার উত্তরকন্যায় উন্নয়ন পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

বর্ধমান রোড ফ্লাইওভারের উদ্বোধন

■ **শিলিগুড়ির বর্ধমান রোড ফ্লাইওভারের উদ্বোধনে এসে সোমবার উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়ার কথা পুনর্ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শিলিগুড়িতে বহু প্রতীক্ষিত বর্ধমান রোড ফ্লাইওভারটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী এদিন। অনুষ্ঠানের ভাষণদানকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, রাজ্যের পূর্ববর্তী সরকার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একপ্রকার 'যুদ্ধ ঘোষণা' করেছিল, যার ফলে ফ্লাইওভারটির উদ্বোধনে বিলম্ব ঘটে। তিনি আরও জানান যে, আগামী বছরগুলিতে রেলওয়ে ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে ৫০০টি নতুন 'রোড ওভার ব্রিজ' নির্মাণ করা হবে। উদ্বোধনের পর, মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত সাংসদ, বিধায়ক এবং ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে নবনির্মিত ফ্লাইওভারটি হেঁটে পার হন।**

গভীর নিম্নচাপ

■ **বঙ্গোপসাগরের উপরে যে নিম্নচাপ ছিল, তা শক্তি বৃদ্ধি করে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। সেই নিম্নচাপ ক্রমে এগিয়ে আসছে স্থলভাগের দিকে। সোমবারই স্থলভাগে আছড়ে পড়ার কথা ছিল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর বলছে, তার জেরে মঙ্গলবারও দক্ষিণবঙ্গের কয়েক জেলায় ভারী (৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার) বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্রে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। সে জন্য মৎস্যজীবীদের মঙ্গলবার পর্যন্ত যেতে বারণ করা হয়েছে।**

সংবর্ধনা

■ **নিট-ইউজি উত্তীর্ণ হওয়া রাজ্যের প্রথম ১০০ পড়ুয়াকে সংবর্ধনা দেবে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার। মঙ্গলবার বিকেলে নবান্ন সভাঘরে তাঁদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে উপস্থিত থেকে কৃতীদের হাতে ল্যাপটপ তুলে দেবেন। এমন এক সময়ে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ, যখন নিট প্রশ্নফাঁস বিতর্কে দেশ জুড়ে আলোড়নের জেরে ইস্তফা দিতে হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে।**

ধর্মতলায় বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল। ছবি: অদিতি সাহা

'আরশোলা মারার ওষুধ' দিয়ে সিজেপিকে কটাক্ষ

তিরঙ্গায় ভাসল শহরের রাজপথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলায় ২৪ জুলাইয়ের অশান্তির ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার কলকাতার রাজপথ তিরঙ্গা যাত্রা করল বঙ্গ-বিজেপি। নিট-প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে বাম ছাত্র সংগঠনগুলির মিছিলকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ, ভাঙচুর এবং সাংবাদিকদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার পরেই বিজেপির এই কর্মসূচি ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

সোমবার দলীয় পতাকার বদলে এ দিনের মিছিলে জাতীয় পতাকা ব্যবহার করা হয়। রাজ্য বিজেপির দাবি, এটি শুধুমাত্র দলের কর্মসূচি নয়, বরং দেশের সম্মান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার বার্তা দিতে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই পদযাত্রা করা হয়েছে।

সোমবার কলকাতায় দুটি পৃথক মিছিল বের হয়। উত্তর কলকাতায় শিয়ালদা থেকে মিছিল শুরু হয়ে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত যায়। দক্ষিণ কলকাতায় গোলপার্ক থেকে যাদবপুরের ৮বি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পদযাত্রা হয়। এই দুই মিছিলেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা। ঢাকের বাদ্যি এবং দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে দিয়ে কর্মসূচিতে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। মহিলা ঢাকির পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও এদিন মিছিলে অংশ নেন।

উত্তর কলকাতার মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, বিজেপি নেতা সজল ঘোষ, শঙ্কুদেব পণ্ডা-সহ দলের একাধিক নেতা। এই মিছিল থেকে ককরোচ জনতা পার্টি-কে নিশানা করে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। এখানে প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে কোথাও কোথাও 'আরশোলা মারার ওষুধ'-ও প্রদর্শন করা হয়।

সোমবারের এই মিছিলে উপস্থিত বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, 'ধর্মতলায় আন্দোলনের নামে যে হিংসার ছবি দেখা গিয়েছে, তা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সাংবাদিকদের উপর হামলা হয়েছে, পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে। যাঁরা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চাইছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ আজ জাতীয় পতাকা হাতে রাস্তায় নেমেছেন। এখানে বিজেপি বা অন্য কোনও দলের প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন দেশের।' সজল ঘোষের অভিযোগ, সিজেপি-র আড়ালে বাম, কংগ্রেস, তৃণমূল এবং জামাতি শক্তি একজোট হয়ে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছে।

মিছিলে উপস্থিত রাজ্যের অপর মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'দেশে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে এই ককরোচরা। পড়ুয়াদের শিখণ্ডী করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চলছে।' নিট-প্রশ্নফাঁসের প্রসঙ্গেও বিরোধীদের আক্রমণ করেন মন্ত্রী তাপস রায়। তাঁর বক্তব্য, 'দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বহুবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গেও অতীতে এমন ঘটনা হয়েছে। অথচ এখন এই বিষয়টি নিয়ে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আন্দোলন করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের স্বার্থ নয়, রাজনৈতিক ফায়দা তোলাই এখানে মূল লক্ষ্য।'

২৪ জুলাই ধর্মতলায় নিট-প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে বাম ছাত্র সংগঠনগুলির ডাকা মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের পাশাপাশি ভাঙচুর, সাংবাদিকদের উপর হামলা এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগ ওঠে। শুক্রবারের ঘটনার পর একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে এবং কলকাতা পুলিশ বেশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করেছে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সোমবার বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রার মাধ্যমে রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাত আরও এক ধাপ তীব্র হল।

কড়া বিল পেশ উত্তাল সংসদেই

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: ঘোষণা আগেই করা হয়েছিল। সেই মতো প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের লক্ষ্যে সংসদে সংশোধনী বিল আনল কেন্দ্র। সোমবার দুপুরে লোকসভায় এই বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জীতেন্দ্র সিং।

প্রশ্নফাঁস বিতর্ক এবং ছাত্র-বিক্ষোভে পুলিশের 'বাড়াবাড়ি' নিয়ে কেন্দ্রের জবাবদিহি চাইছে বিরোধী দলগুলি। সোমবার অধিবেশনের শুরু থেকেই তা নিয়ে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয় সংসদের উভয় কক্ষ। বিরোধীদের এই হইহট্টগোলের মাঝে সংশোধনী বিল পেশ হল লোকসভায়, যার পোশাকি নাম 'পাবলিক এগ্‌জামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬'।

নিট প্রশ্নফাঁস বিতর্কে ছাত্র-যুবকদের বিক্ষোভ সদ্য স্তিমিত হয়েছে। পড়ুয়াদের উদ্দেশে কেন্দ্র আগেই আশ্বাস দিয়েছিল, প্রশ্নফাঁস রুখতে কঠোর আইন আনা হবে। সোমবার লোকসভায় পেশ হওয়া বিলটি আইনে পরিণত হলে প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে দোষীদের ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। সঙ্গে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে প্রস্তাবিত বিলে। সংশোধনী বিলের সমর্থনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আঠওয়ালে বলেন, 'প্রশ্ন ফাঁস করলে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করে একটি বিল আনা হচ্ছে। মোদী সরকার খুব ভাল একটি পদক্ষেপ করছে।' সংসদের অচলাবস্থা নিয়ে বিরোধীজোট 'ইন্ডিয়া'কে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, 'বিরোধীদের কাজই হল হট্টগোল করা।'

সোমবার অধিবেশনের শুরু থেকেই প্রশ্নফাঁস বিতর্কে বিরোধী সাংসদেরা হট্টগোল শুরু করেন। তার জেরে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় উভয় কক্ষ। দুপুর ১২টায় ফের অধিবেশন বসলে বিরোধীদের হট্টগোলের মাঝে সংশোধনী বিলটি লোকসভায় পেশ করেন মন্ত্রী। তার পরেই ফের দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশন।

সংশোধনী বিল নিয়ে ইতিমধ্যে কেন্দ্রকে বিঁধতে শুরু করেছে কংগ্রেস। গোটা বিষয়টি 'লোকদেখানো' পদক্ষেপ বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। তাঁর অভিযোগ, দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যুক্তিযুক্ত সংস্কার করতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপির সরকার। অধিবেশনকক্ষের ভিতরে এবং বাইরে বিক্ষোভ দেখান 'ইন্ডিয়া'র সাংসদেরা। অধিবেশন মুলতুবি থাকাকালীন রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, অখিলেশ যাদবেরা একযোগে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ছিলেন কালীঘাট তৃণমূলের মহুয়া মৈত্রও।

প্রশ্নফাঁস রোখার সংশোধনী বিল নিয়ে সংসদে দীর্ঘ আলোচনার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের। প্রায় ৮-১০ ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলতে পারে বলে সূত্রের খবর। তবে বিরোধীদের হট্টগোলের মাঝে দফায় দফায় অধিবেশন মুলতুবি হওয়ায় সংসদে অচলাবস্থা তৈরি হয়।

ধরপাকড়ে উদ্বিগ্ন 'ককরোচ'রা প্রতিশ্রুতি মনে করাল কেন্দ্রকে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে নিট-আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি ধরপাকড়ে উদ্বিগ্ন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংয়ের দেওয়া প্রতিশ্রুতি সরকারকে মনে করিয়ে দিয়েছে তারা। সোমবার একটি দীর্ঘ বিবৃতিতে সিজেপি জানিয়েছে, যে সমস্ত রাজ্যে নিট-বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার কারণে পুলিশ ধরপাকড় চালিয়েছে, সেখানে ধৃতদের আইনি সহায়তা দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগও শুরু হয়েছে। মঙ্গলবারের মধ্যে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি দিয়ে এফআইআর খারিজ করা হোক, চান অভিজিৎ দীপকেরা।

সিজেপি-র প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস সোমবার সমাজমাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। তাতে লেখা হয়েছে, 'বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষত অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে ছাত্রছাত্রী ও আন্দোলনকারীদের নিশানা করা হচ্ছে বলে আমরা খবর পাচ্ছি। তাঁদের আটক করা হচ্ছে, কোথাও কোথাও গ্রেপ্তারও করা হচ্ছে। কোনও বিজেপি বা এনডিএ শাসিত রাজ্যে কোনও আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে এখন অথবা ভবিষ্যতে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে না; কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা এই মর্মে আশ্বাস পেয়েছিলাম এবং তার পরেই আন্দোলন প্রত্যাহার করেছি। তাই ধরপাকড়ের খবরে

আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।'

সিজেপি-র বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, 'সরকার কথা রাখবে ভেবেই আমরা দেশজোড়া আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলাম। যে কোনও ধরনের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসা সিজেপি, সাধারণ মানুষ এবং লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর বিশ্বাসভঙ্গের সমান। তা মেনে নেওয়া যাবে না। আমরা সরকারকে মনে করিয়ে দিতে চাই, শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশ্বাস অর্জন করা যায় না। তা পূরণ করতে হয়।'

ধৃতদের আইনি সহয়তার বিষয়ে সৌরভ লিখেছেন, 'প্রত্যেক আন্দোলনকারীকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই, আমাদের আইনি সহায়ক দল সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। যথাসম্ভব আইনি সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা। যাঁদের আটক করা হয়েছে, তাঁদের ছাড়ানোর চেষ্টা করব। প্রথম দিন থেকেই আমরা সেটা করে আসছি।' নাড্ডাদের উদ্দেশে এর পর সিজেপি-র বার্তা, 'আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে, বিশেষত জেপি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংকে প্রতিশ্রুতি রক্ষার আহ্বান জানাচ্ছি। অবিলম্বে যাতে বন্দিদের ছেড়ে দেওয়া হয় এবং দেশের কোনও প্রান্তে যাতে কোনও আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ না-করা হয়, সেই নির্দেশ দিতে হবে। এফআইআরগুলিও প্রত্যাহার করতে হবে।' সৌরভ জানিয়েছেন, মঙ্গলবারের মধ্যে এ বিষয়ে তাঁদের লিখিত নিশ্চয়তা দেওয়া হবে বলে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বিবৃতিতে তা-ও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনকারীদের ধৈর্য ধরার অনুরোধ করেছে ককরোচ জনতা পার্টি। তারা পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছে। ভারত সরকার এবং বিজেপি ও এনডিএ শাসিত সমস্ত রাজ্য সরকারের কাছে জরুরি ভিত্তিতে দায়িত্বশীল ভাবে পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয়েছে। অন্যথায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন সৌরভ।

'আন্দোলন হলেই লাঠিচার্জ করা যায় না', মন্তব্য শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় সংবিধান। তাই আন্দোলন হলেই সেখানে লাঠিচার্জ করা যায় না। সোমবার এমন মন্তব্যই করল সুপ্রিম কোর্ট। গত ২০ মে ককরোচ জনতা পার্টির ডাকে সংসদ অভিযানে নেমেছিল লক্ষাধিক পড়ুয়া। সেখানে দিল্লি পুলিশ লাঠি চালায়। গোটা ঘটনায় তদন্তের দাবিতে আবেদন জমা পড়ে সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলার শুনানি চলাকালীনই এই মন্তব্য।

সোমবার শুনানি চলাকালীন শীর্ষ আদালতের তরফে বলা হয়, 'শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিয়ম মেনে প্রতিবাদ সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত। কেবলমাত্র প্রতিবাদ হচ্ছে বলেই কোনও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে লাঠিচার্জ করা যায় না।' ২০মে প্রসঙ্গে আদালতের মত, 'পুলিশের আচরণ নিয়ে তদন্ত হওয়া দরকার। শুধু তাই নয়, যেসব পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত গিয়ারের ব্যবস্থা কেন ছিল না সেটার জবাব দিতে হবে সরকারকে।' শীর্ষ আদালতের মতে, গোটা দেশের পুলিশকর্মীদের ইউনিফর্ম নিয়ে গাইডলাইনের বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। উল্লেখ্য, ককরোচ জনতা পার্টির সংসদ ভবন অভিযানে ব্যাপক লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে পুলিশ। মহিলা আন্দোলনকারীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে। আইনজীবীরা বলেন, আন্দোলনকারী মহিলাদের গোপনাঙ্গ লক্ষ্য করে আঘাত করা হয়েছে। অনেকেরই পুলিশি ব্যাজ ছিল না। এই মন্তব্যের সমর্থনে অন্তত ১১০টি ভিডিও রয়েছে বলেও জানান আইনজীবীরা। গোটা ঘটনায় একাধিক দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের হয়। তদন্ত, সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ, পুলিশের বডি ক্যামেরার রেকর্ডিং সংরক্ষণের পাশাপাশি আহত প্রতিবাদীদের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবিও করা হয়েছে।

অন্যদিকে, বিহারে পড়ুয়াদের প্রতিবাদে একে ৪৭ চালাতে দেখা গিয়েছিল এক পুলিশকর্মীকে।

ওই কনস্টেবলের ভিডিও ভাইরাল হয়। গোটা ঘটনায় সুর চড়ান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি।

নিট-অশান্তিতে গ্রেপ্তারি বেড়ে ১৬

নিজস্ব প্রতিবেদন: সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা 'নিট'-এর প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের প্রতিবাদে গত শুক্রবারে কলকাতায় আয়োজিত মিছিলকে ঘিরে অশান্তি ও ভাঙচুরের ঘটনায় শহর জুড়ে পুলিশের চিরুনি তল্লাশি অব্যাহত। সোমবার সকালে আরও দু'জনকে আটক করায় এই মামলায় মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৬। একই সঙ্গে, সোমবার দুপুরে ধর্মতলার বিতর্কিত ঘটনাস্থলে মূল অভিযুক্তদের নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে কলকাতা পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, নতুন করে ধৃতদের নাম ওয়াকার আজম (৩৫) এবং জাভেদ আখতার (৩২)। ধৃত ওয়াকার পার্ক সার্কাসের কড়েয়া থানা এলাকার বাসিন্দা এবং জাভেদ গার্ডেনরিচের নাদিয়াল এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে শুক্রবারের মিছিলে সক্রিয়ভাবে থেকে তাণ্ডব চালানো, পুলিশ ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ রয়েছে।

সোমবার দুপুরে মধ্য কলকাতার ব্যস্ত ধর্মতলা ক্রসিংয়ে তদন্তের স্বার্থে মূল অভিযুক্তদের মধ্যে মহম্মদ আফরোজ-সহ পাঁচজনকে ডরিনা ক্রসিংয়ে নিয়ে আসে পুলিশ। তাঁদের খালি পায়ে হাঁটিয়ে পুরো ঘটনার পর পর দৃশ্য পুনর্নির্মাণ করা হয়। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যে পাঁচজন মূল অভিযুক্ত ও 'কুখ্যাত দুষ্কৃতী'র নাম প্রকাশ করেছিলেন, আফরোজ তাঁদেরই একজন। তদন্তকারীদের দাবি, ওই দিন মিছিলের ভিড়ে কে কোথায় দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে বোতল ও জুতো ছুড়েছিল এবং পুলিশকে আক্রমণ করেছিল; তা নিখুঁতভাবে যাচাই করতেই এই পদক্ষেপ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Kadbanu Khatun** W/o, Abu Shama R/a, Kamlabari, P.O. - Talgachi, P.S. - Harishchandrapur, Dist. - Malda, W.B. - 732125 do hereby solemnly affirm and declare that my name has been wrongly recorded in my Aadhaar Card as Kadhanu Khatun in place of my correct name Kadbanu Khatun. That I want to be known as **Kadbanu Khatun** in all my documents and for all future purposes vide Affidavit No. 02/26-15 dated 14.07.2026 before the Notary Public at Malda.

CHANGE OF NAME

I, **Emran Ali** F/o, Motior Rahaman R/a, Vill - Baluaghat, P.O. - Malior, P.S. - Harishchandrapur, Dist. - Malda, W.B. - 732125 do hereby solemnly affirm and declare that I am the father and legal guardian of my minor son Motior Rahaman, my son's previous name was Motior Rahaman (DOB - 09.11.2018) That I have changed my son's name to **Motiur Rahaman** and he will be known as **Motiur Rahaman** in all official and personal matters. Motior Rahaman and Motiur Rahaman are the same person vide Affidavit No. 02/26-14 dated 14.07.2026 before the Notary Public at Malda.

নাম-পদবী পরিবর্তন

I, TIPURANA W/O Mallareddi Taraka Rama Rao Residing at Mehendra Babu Bedi, B T Road, PO & PS Titagarh, Kolkata-700119 Dist -North 24 Paragana West Bengal,shall henceforth be known as MALLAREDDI SATYA NAGA KUMARI W/O Mallareddi Taraka Rama Rao as declared before the LD Judicial Magistrate First Class at Barrackpore court North 24 Paragana WB, vide Affidavit no 88 Dated24/07/2026. TIPURANA and MALLAREDDI SATYA NAGA KUMARI is the same and one identical person.

নাম-পদবী পরিবর্তন

CHANGE OF NAME

I, Pradip Banerjee, Son of Late Shankari Bhusan Banerjee, residing at 1.B. Purabi Apartment, Keshob Kanan Housing Complex, Gopalpur, Durgapur-713212, Dist. Paschim Bardhaman, have changed my name from Pradip Banerjee to **Pradip Kumar Banerjee** and henceforth I shall be known as **Pradip Kumar Banerjee** in all purpose, vide affidavit with notary registration F/692/532/17, as declared before the first class judicial magistrate dated 24.07.2026. **Pradip Kumar Banerjee**" and "Pradip Banerjee" both are same and identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮শে জুলাই, ১১ই শ্রাবণ। মঙ্গল বার। চতুর্দশী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশত্তরী শুক্রর মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ, বেলা ২/১১ পরে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভক্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভক্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভক্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভক্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, Soma Deb গত ইংরাজীর 16/03/2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া বিবাহের পর Soma Parvin নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 23/07/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 122 নং এফিডেভিট বলে আমি Soma Parvin ও Soma Deb W/o. Monirul Jaman Mollah, D/o. Asit Deb & Late Pratima Deb, R/o. North Baksara, Faridpur Block, Baksara, Howrah-711110, W.B. এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি, Sharmistha Das গত ইংরাজীর 06/02/2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া বিবাহের পর Sharmistha Rahaman নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 23/07/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 121 নং এফিডেভিট বলে আমি Sharmistha Rahaman ও Sharmistha Das W/o. Sk Rafikul Rahaman alias Rafikul Rahaman, D/o. Late Bibhas Das, R/o. 1/1/106, Kailash Ghosh Road, Thakurpukur, South 24 Parganas-700008, W.B., এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 24/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 03 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Taifur Rahaman S/o. Sekh Fazlur Rahaman ও Taifur Rahaman S/o. F Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 24/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 04 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Samsuddin Ahammed ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mahammad Allarakha ও Mahhamad Allarakha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 24/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 01 নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Kumar Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Prabhat Ghosh ও Lt Prabhat Kumar Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

AFFIDAVIT

I, **Pathkuri Sekh @ Md Saiful Sk,** S/O Siddik Sekh residing at Vill. & P.O. - Sundipur, P.S. - Berhampore, Dist. - Murshidabad, PIN - 742102, W.B. do hereby declare vide affidavit serial no. 1062 dated 30.06.2026 in the Court of Executive 1st Class Magistrate at Berhampore that my name **Pathkuri Sekh** is recorded in my Voter Card being no. WB/09/062/ 612751 and Aadhaar Card being no. 5541 8470 4501 but my name has been recorded as **Md Saiful Sk** in my land deed No. I - 1407/17, dated 10/02/2017. **Pathkuri Sekh** and **Md Saiful Sk** i.e. myself am the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **Chitra Das @ Menoka Bala Dasi** W/O Uttam Das residing at Vill. & P.O. - Nowdapanur, P.S. - Nowda, Dist. - Murshidabad, PIN - 742102, W.B. do hereby declare vide affidavit serial no. 2061 in the Court of Executive Magistrate at Berhampore, Murshidabad dated 20.06.2026 that my name has been recorded as **Chitra Das** in my Voter and Aadhaar Card but my name has been recorded as **Menoka Bala Dasi** in my land record video Khatian No. 2137, Mouja - Nowdapanur, JL No. 76, P.S. - Berhampore, Murshidabad. **Chitra Das** and **Menoka Bala Dasi** i.e. myself am the same and one identical person.

NOTICE

By affidavit No. 13225 dt. 04.11.2025 sworn before Judicial Magistrate, 1st class, Kharagpur, I, **Dipti Roy** W/O Late Keshab Chandra Roy, R/O Hijli Co-op. Society, P.O. - Hijli Co-op. - 721306, P.S. - Kharagpur (L), Dist. - Paschim Medinipur solemnly affirmed that in the Passport No. P4261196 dt. 08.09.2016 the date of my birth has been **incorrectly mentioned as 09/08/1958**. Whereas in the Aadhaar No. 8172 4472 6063 the date of my birth as mentioned is **09/03/1957**. **This is authentic and correct.**

-- **Dipti Roy**

PUBLIC NOTICE

That my client Sujan Das lost/misplaced the Original Deeds vide Being No. 4629/2025 of ADSR Ranaghat & 13374/2022, 9062/2015, 14629/2012 all are registered at DSR Nadia which was in his custody. GDE Lodged at Kotwali PS Vide GDE No. 1127, Dated 25/07/2026. If anyone has any objection contact me with relevant documents within 7 days. Thereafter no claim will be accepted.

Pranayan Chandra, Advocate
(Insta Legal Services)
Mobile : 8777407081

সংশোধনী

গত ১৯/০৭/২০২৬ তাং একদিন পত্রিকায় একটি আমমোক্তারনামা বিজ্ঞাপনে সুতপা বিশ্বাস এর স্থানে সুতপা দাস প্রকাশিত হয়েছিল, ভুল প্রকাশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনীয়।

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

[illegible] ইংরাজী ৩০/১২/২০২৫ তারিখে ।- ৮০৩৮ নং Deed Of Conveyance দলিল মূলে আমার মক্কেল কুলগাছিয়া গ্রাম নিবাসী মহাদেব জানা, পিতা- মৃত গৌর জানা মহাশয়কে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেন ।উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেল উক্ত Deed Of Conveyance দলিল মূলে রেকর্ড করিবার মনস্থ করিয়াছে । এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে B.L.& L.R.O.Uluberia-I অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে অবহিত করিবেন, নতুবা রেকর্ড হইবার পর কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না ।

SURAJIT DAS MAJUMDAR
Advocate, C. M. M. Court, Calcutta

PUBLIC NOTICE

That my client Achintya Ghosh lost/ misplaced the original Deed vide Being No. 978/2010 registered at ADSR Purbasthali dated 11/02/2010 which was in his custody. GDE Lodged at Nabadwip PS Vide GDE No.961, Dated 16/07/2026. If anyone has any objection contact me with relevant documents.

Pranayan Chandra, Advocate
(Insta Legal Services)
Mobile : 8777407081

বিজ্ঞপ্তি

হুগলী জেলা প্রথম ফাস্ট ট্র্যাক আদালত, চুঁচুড়াস্থিত

ম্যাট স্যুট নং ২১৭/২০২৫

শ্রীমতী কাকলি দাস........দরখাস্তকারিনী

বনাম

শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ওরফে লক্ষ্মণ দাস

........প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত [illegible] কুলিহাণ্ডা, পোঃ-রবীন্দ্রনগর, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী। তার স্বামী **শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ওরফে লক্ষ্মণ দাস,** পিতা-কালীপদ দাস, সাং - কান্দারা, বায়েনপাড়া পোঃ-কান্দারা, থানা-কেতুগ্রাম, জেলা-পূর্ব বর্ধমান।, বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। অত্র সংবাদ পত্রের দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং কিংবা আপনার আইনজীবির দ্বারা আদালতে হাজির হইবেন, নতুবা একতরফা আদেশ হইবে। আদেশানুসারে,

শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী, সেরেস্তাদার
Chief Administrative Officer
District Judge's Court Hooghly
21.07.26

পাবলিক নোটিস

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **সুকুমার চৌধুরী** সহ-ঋণগ্রহিতা হিসাবে তাহার খরিদা ও ভোগ দখলি আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং -৬৯ ও ৭৩, খতিয়ান নং- ৫৫৮০ ও ৫৪৫৮ (দলিল মোতাবেক), খতিয়ান নং- ৫৯৬৯ (পর্চ মোতাবেক), মৌজা-কৃষ্ণনগর, জে.এল. নং- ৫৬, থানা-জংগীপাড়া, জংগীপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, জেলা-হুগলী (দলিল মোতাবেক)। জমির শ্রেণীঃ ''ভিটি - দাগ নং ৭৩ এবং বাস্তু-দাগ নং ৬৯'' (রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল অনুযায়ী অন্তর্গত **২.২১ শতক** পরিমাপের জমি আমার মক্কেল **পিরামল ফাইন্যান্স লিমিটেড**-এর কাছে বন্ধক (mortgaged) রেখেছিলেন। উক্ত ঋণের জন্য **রাজনারায়ণ চৌধুরী** ঋণগ্রহীতা হিসাবে ছিলেন এবং উক্ত বন্ধক ঋণের লোন অ্যাপ্লিকেশন আয়.ডি. নম্বর **HLSA0010686E**। উল্লিখিত বন্ধকটির মেয়াদ চলাকালীন **সুকুমার চৌধুরী** গত ১৩.০৪.২০২৬ তারিখে কোনো উইল না করে পরলোকগমন করেন। তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে **স্ত্রী মিনতি চৌধুরীকে** এবং **একমাত্র পুত্র উক্ত রাজনারায়ণ চৌধুরীকে**- রেখে গেছেন। বর্তমানে উক্ত ঋণটি সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয়েছে এবং আমার উক্ত মক্কেল উক্ত বন্ধকের সংক্রান্ত নথিপত্রগুলি **মিনতি চৌধুরী এবং রাজনারায়ণ চৌধুরী**-এর কাছে হস্তান্তর করবেন। কোনো ব্যক্তি/ব্যক্তিদের যদি উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো সদর্থক দাবি/আপত্তি থাকে, তবে তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে **১৪ (চোদ্দ)** দিনের মধ্যে লিখিতভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে পারেন। অন্যথায়, উক্ত বন্ধখের সংক্রান্ত নথিগুলি **মিনতি চৌধুরী এবং রাজনারায়ণ চৌধুরী**-এদের কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং এরপর আর কোনো দাবি/আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

অ্যাডভোকেট প্রণয়ন চন্দ্র
ঠিকানাঃ ১৭৩, বঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক-সি, কলকাতা-৭০০০৫৫,
যোগাযোগ নম্বরঃ 9874412733/ 8777407081;
Email ID: **instalegalservices@gmail.com**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে,১)**শ্রী শিবনাথ কারক** ও ২)**শ্রী গৌর কারক,** উভয়ের পিতা ৺নারায়ন চন্দ্র কারক, ১নং সাকিম ১৩৩, খুঁড়িগাছি নতুনপাড়া রোড, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১ ও ২নং সাকিম পালপাড়া বাই লেন, মানকুন্ডু, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৯, মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ২৩/১২/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00449/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং ৩)**শ্রী গোপাল কারক** ও ৪)**শ্রী নিতাই কারক,** উভয়ের পিতা ৺নারায়ন চন্দ্র কারক, উভয়ের সাকিম ৮১ ও ৮০ নং, খুঁড়িগাছি নতুনপাড়া রোড, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১ মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ১৩/০১/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00014/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং ৫)**শ্রীমতী আরতী ধাড়া,** স্বামী শীতল ধাড়া, সাকিম সিস্টার নিবেদিতা কমপ্লেক্স, মুসলিম কবরস্থান, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪পরগণা-৭০০১২০ ও ৬)**শ্রীমতী মিনতি বেরা** স্বামী ঘনশ্যাম বেরা, উভয়ের পিতা [illegible] IV-00146/2020 [illegible] I-01370/2021 [illegible]

Deo Kumar Prasad (Advocate), Chandernagore Court, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

// জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-২য় আদালত চুঁচুড়া //

২০২৫ সালের- ৭৫ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।

[illegible] (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনাদের বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ হইবে।

বাদীগনের পক্ষে
তন্ময় মুখার্জী, উকিলবাবু

আদালতের আদেশানুসারে –
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-২য় আদালত
হুগলী সদর চুঁচুড়া।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না
মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭,
মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতিতে 'জিরো টলারেন্স', মালিকদের হুঁশিয়ারি খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন ব্যবস্থায় চালের গুণগত মান নিয়ে কোনও আপস নয়। অতীতে যে ধরনের চাল অবলমেন, নিম্নমানের চাল সরবরাহ বা রেশন দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল, সেই পরিস্থিতি আর হতে দেওয়া হবে না। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও উত্তর দিনাজপুরের চালকল মালিক ও সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে খাদ্য ভবনে বৈঠকের পর এমনই কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া।

মন্ত্রী জানান, সরকারি রেশন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কোনও মিলার, ডিস্ট্রিবিউটর বা খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক অনিয়মে জড়িত থাকলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না। তিনি বলেন, রেশন ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করাই সরকারের অগ্রাধিকার। অতীতে যে ধরনের অনিয়ম হয়েছে, বর্তমান সরকার সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না। প্রয়োজনে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রেশনের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্নের জবাবে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, নিম্নমানের চাল বা গম সরবরাহের অভিযোগ পেলেই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি অশোকনগরে এক ডিস্ট্রিবিউটরের বিরুদ্ধে অন্য স্পষ্ট সাসপেনশন এবং গ্রেপ্তারের ঘটনাও উল্লেখ করেন তিনি। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষকে সরাসরি তাঁর কাছে বার্তা পাঠিয়ে অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানান। তাঁর দাবি, অভিযোগ পেলেই দ্রুত তদন্ত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

চালকল মালিকদের উদ্দেশে মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সেন্ট্রাল পুল এবং স্টেট পুলের যে চাল যেখানে বকেয়া রয়েছে, তা অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে। চার দিন ধরে জেলার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে প্রায় পাঁচশো মিলারের সঙ্গে বৈঠক করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। তাঁর দাবি, সরকারের অবস্থান সরাসরি মিলারদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে রেশন ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা বন্ধ করার বার্তাও দেন তিনি। ধান সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় অতীতে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুলে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, প্রকৃত চাষিদের পরিবর্তে মধ্যস্বত্বভোগীরাই বেশি সুবিধা পেয়েছেন। এক চালকল মালিকের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তাঁর দাবি, মাত্র ২০ থেকে ৩০ শতাংশ প্রকৃত চাষি সরকারি ধান সংগ্রহের সুবিধা পেয়েছেন, বাকি সুবিধা গিয়েছে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে। আগামী দিনে সেই পরিস্থিতি বদলে প্রকৃত কৃষকদের কাছে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য বলে জানান তিনি। মন্ত্রী আরও জানান, ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্য ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত ২০০ টাকা বৃদ্ধি করেছে। আগামী ধান সংগ্রহে চাষিরা যাতে সরাসরি সরকারের সঙ্গে যুক্ত হন, সে ব্যাপারেও তিনি আবেদন জানান।

রেশন দোকানগুলির উপর নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে বলেও দাবি করেন খাদ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, রেশন দোকানগুলিকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, খারাপ মানের চাল বা গম কোনওভাবেই গ্রহণ করা যাবে না। কোথাও নিম্নমানের খাদ্যশস্য সরবরাহের অভিযোগ উঠলেই সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিবিউটরের কাছ থেকে তা ফেরত পাঠানো হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বৈঠকে ভবিষ্যতে ভাঙা চালের একটি অংশ ইথানল উৎপাদনে ব্যবহারের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন খাদ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, জ্বালানি ক্ষেত্রে পেট্রোলের উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। রেশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, খাদ্যশস্যের গুণগত মান এবং প্রকৃত উপভোক্তা ও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে বলেই বৈঠকের শেষে পুনরায় দাবি করেন খাদ্যমন্ত্রী।

৪৫ দিন বালি সেতুতে বাস চলাচল বন্ধ, নিবেদিতা সেতু দিয়ে ঘুরপথে চলবে পরিবহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বালি সেতুর অ্যাপ্রোচ রোডের নীচের অংশে ফাটল ধরা পড়ায় জরুরি ভিত্তিতে শুরু হচ্ছে প্রয়োজনীয় সংস্কার। আর এই কাজ চলাকালীন প্রায় দেড় মাস বালি সেতু দিয়ে বাস চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। এর জেরে প্রায় ৩০টি স্থানীয় রুটের কয়েকশো বাসকে বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশে ওই বাসগুলি নিবেদিতা সেতু ব্যবহার করবে। যদিও সাধারণ ছোট গাড়ির চলাচল আপাতত স্বাভাবিক থাকবে। তবে ভারী পণ্যবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

সোমবার যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে বালি হল্ট স্টেশনের কাছে জাতীয় সড়কের একটি অংশকে অস্থায়ী বাস ওঠানামার জায়গা হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের যুক্তি, রুট বদলের ফলে যাত্রীদের যাতে অতিরিক্ত হয়রানির মুখে না পড়তে হয়, তার জন্যই ওই ব্যবস্থা করা জরুরি ছিল। সেতু মেরামতির সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে হাওড়া ট্রাফিক পুলিশ, পূর্ত দপ্তর এবং বাস মালিক সংগঠনগুলির মধ্যে একাধিক বৈঠক ও যৌথ পরিদর্শন করেন। হাওড়া জেলা প্রশাসন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছেও কয়েকটি আবেদন জানিয়েছে। তার মধ্যে যেমন রয়েছে সংস্কার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাসগুলিকে নিবেদিতা সেতু ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া, ঠিক তেমনই ওই সেতুর টোল মকুবের দাবিও জানানো হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের আরও প্রস্তাব, বালি হল্টের কাছে জাতীয় সড়কের নির্দিষ্ট অংশে অস্থায়ী বাসস্টপ তৈরির অনুমতি দেওয়া হোক। কারণ, বিকল্প পথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাত্রীদের বাস ধরার সুবিধা নিশ্চিত না করলে রুট পরিবর্তনের সুফল পাওয়া কঠিন হতে পারে। এই প্রসঙ্গে অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব কুমার পাত্র বলেন, 'সেতুটির মেরামতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

প্রধানমন্ত্রীর 'কুরুচিকর' ছবি প্রদর্শনের অভিযোগে শ্রীলেখা মিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রধানমন্ত্রীর 'কুরুচিকর' কিংবা 'বিকৃত' ছবি প্রদর্শনের অভিযোগ উঠেছে টলিউড অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের একাধিক থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সোমবার বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি মানস দে এবং যুব মোর্চার নেতা কার্তিক দাস টিটাগড় থানায় শ্রীলেখা মিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি মানস দে বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রশাসনের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রসঙ্গত, গত ২৪ জুলাই কলকাতায় নিট ইস্যুতে ছাত্র-যুবদের প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। সেই মিছিলে তাঁর হাতে থাকা একটি পোস্টারে প্রধানমন্ত্রীর একটি কুরুচিকর ছবি প্রদর্শন করার অভিযোগ উঠেছে।

ক্যাগের রিপোর্টে কঙ্কালসার স্বাস্থ্যসাথী 'মডেল' প্রকল্পের আড়ালে কোটি কোটি টাকার হরির লুঠের অভিযোগ

দেবাশিস দে ● কলকাতা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের আদতে দুর্নীতির এক বিশাল চক্রব্যূহ কি না, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা ক্যাগের সাম্প্রতিকতম বিস্ফোরক রিপোর্ট কিন্তু সেই দিকেই জোরালো আঙুল তুলছে। যে প্রকল্পকে শাসকদল নিজেদের অন্যতম সেরা 'উন্নয়নের খতিয়ান' বলে ঢাকঢোল পেটায়, তার অন্দরে যে এত বড় বেনিয়ম আর কোটি কোটি টাকার অপচয় লুকিয়ে ছিল, তা সামনে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র তোলপাড় শুরু হয়েছে। ক্যাগ রিপোর্টে ২০২৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে যে সব চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে রাজ্যে যত রেশন কার্ড রয়েছে, তার তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বেশি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক 'ভুতুড়ে' উপভোক্তার উপস্থিতি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে, সাধারণ মানুষের করের টাকা আসলে কাদের পকেটে গেল? শুধু ভুয়ো সুবিধাভোগীই নয়, নাম নথিভুক্তকরণ এবং স্মার্ট কার্ড বণ্টনের নামেও রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে অতিরিক্ত প্রায় ৪৭ কোটি টাকা নয়ছয় করা হয়েছে বলে রিপোর্টে স্পষ্ট জানানো হয়েছে।

দুর্নীতির এই জাল এখানেই শেষ নয়, তদন্ত করা ৫০টি বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে ৩১টি পরিকাঠামোগত মান বাস্তবে যা, তার থেকে অনেক বাড়িয়ে দেখিয়ে রেটিং জালিয়াতি করা হয়েছে। আর এই রেটিং বাড়ানোর সুবাদে ওই হাসপাতালগুলিকে বাড়তি সুবিধা দিতে গিয়ে সরকারের পকেট থেকে অতিরিক্ত সাড়ে ১৪ কোটি টাকা চলে গিয়েছে, যা এক বড়সড় প্রভাবশালী চক্রের যোগসাজশ ছাড়া অসম্ভব বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সঠিক পরিকল্পনাহীন ও হঠকারীভাবে এই প্রকল্প চালাতে গিয়ে তৎকালীন সরকারকে ৭২১ কোটি টাকা ঋণ নিতে হয়েছিল, যার সুদ বাবদই রাজকোষ থেকে গচ্চা গিয়েছে অতিরিক্ত ১১ কোটি টাকা। অথচ প্রচারের আলোয় কোটি কোটি কার্ড বিলি করা হলেও, সেই অনুযায়ী রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে প্রশাসন। ২ কোটিরও বেশি পরিবারের চিকিৎসার জন্য যেখানে অন্তত ৩ হাজার হাসপাতালের প্রয়োজন ছিল, সেখানে খাতায়-কলমে নথিভুক্ত রয়েছে মাত্র ২ হাজার ৬০৫টি হাসপাতাল। চিকিৎসকের ঘাটতি, নার্সের অভাব, ভেন্টিলেটরের সংকট এবং বিমা সংস্থাগুলির কোটি কোটি টাকার বকেয়া মেটানো নিয়ে সরকারের গড়িমসি পুরো পরিষেবাটিকে খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে। এই সংকটের ছবি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে রাজ্যের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারায়, যেখানে ৩৬ শতাংশ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ৪৯ শতাংশ সাধারণ চিকিৎসকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে রয়েছে। গ্রামীণ এলাকার মানুষের জীবন-মরণের সঙ্গে যুক্ত কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের ৮০ শতাংশেরই বেশি সেন্টারে রক্ত সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থাপনাই নেই, যা চরম প্রশাসনিক উদাসীনতার প্রমাণ। ক্যাগ-এর এই রিপোর্ট সামনে আসতেই বিরোধীরা কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে এটিকে কাটমানি ও দুর্নীতির আখড়া বলে তোপ দেগেছেন এবং উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি তুলেছেন। ভোটের রাজনীতিতে 'স্বাস্থ্যসাথী' হয়তো শাসকদলকে রাজনৈতিক মাইলেজ দিয়েছে, কিন্তু ক্যাগ রিপোর্টের পর এটা জলের মতো পরিষ্কার যে, নিরেট পরিকাঠামো আর সততা ছাড়া শুধুমাত্র চটকদার বিজ্ঞাপনের জোরে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় না।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ২৮ জুলাই ২০২৬, ১১ শ্রাবণ ১৪৩৩, মঙ্গলবার

প্রাপ্তবয়স্কদের পছন্দমতো বিয়েতে ধর্ম বাধা নয়: হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাপ্তবয়স্ক দুই নারী-পুরুষের সম্মতিতে বিয়ে হলে তাতে ধর্ম কোনও বাধা হতে পারে না, এক মামলার শুনানিতে স্পষ্ট জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাওড়ার উলুবেড়িয়ার এক ভিনধর্মী যুগলের আবেদনের প্রেক্ষিতে এমনই তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আগামী ২৯ জুলাই তাঁদের বিবাহ অনুষ্ঠান। ওই দিন যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা বা শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য এলাকা জুড়ে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আদালত ও মামলা সূত্রে জানা গিয়েছে, উলুবেড়িয়ার ওই তরুণ-তরুণীর দীর্ঘ ১৫ বছরের প্রণয়ের সম্পর্ক। সম্প্রতি তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অভিযোগ, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকেই তাঁদের চরম হেনস্তা ও হুমকির মুখে পড়তে হয়। বিয়ে বন্ধ করার জন্য তাঁদের বাড়িতে গিয়ে অহেতুক চাপ দেওয়া হয়। এমনকী, সামাজিক চাপের পাশাপাশি পারিবারিক ব্যবসা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তার তাগিদে ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওই যুগল।

এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলাকারীদের পক্ষে সওয়াল করেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি আদালতে জানান, 'এই বাধা শুধুই পরিবারের তরফে নয়, মূল বাধা আসছে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে। ম্যারেজ রেজিস্টারের কাছে বিয়ের নোটিস জমা পড়ার পরই কনের বাবাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে জোড়জবরদস্তি আপত্তি জানাতে বলা হয় এবং নিয়মিত হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।'

সব পক্ষের বক্তব্য শুনে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অত্যন্ত কড়া ভাষায় বলেন, 'ভারতীয় আইন অনুযায়ী দুই প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যদি নিজেদের সম্মতিতে বিয়ে করতে চান, তবে তাতে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তা সে ভিনধর্মী বিয়েই হোক না কেন।' এর পরেই বিয়ের দিন দম্পতিকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি, গোটা ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আদালতে পুলিশকে রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। অন্যদিকে, রাজ্যের তরফে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার আদালতকে আশ্বস্ত করে জানান, যেহেতু উভয় পক্ষই প্রাপ্তবয়স্ক, তাই পুলিশ আগে থেকেই নিরাপত্তার বিষয়ে সক্রিয় রয়েছে। উলুবেড়িয়া থানা পুরো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে, যাতে বিয়ের দিন অনুষ্ঠানের শান্তিশৃঙ্খলা কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয়।

শমীকের নিশানায় বামেদের মিছিল, 'প্রতিবাদের নামে হিংসা নয়, সন্তানদের দূরে রাখুন'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার বামেদের মিছিল থেকে সাংবাদিক নিগ্রহের অভিযোগ নিয়ে সোমবার ফের সরব হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে। তবে আন্দোলনের নামে হিংসা, রক্তপাত, দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বক্তব্য কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এদিন শমীক বলেন, ছাত্র হোন বা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকুন, প্রত্যেকেরই প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে। এই অধিকার সংবিধান দিয়েছে। কিন্তু সেই অধিকারের নামে যদি হিংসা, রক্তপাত বা বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা বলা হয়, তা হলে প্রশ্ন উঠবেই, এটা কেমন রাজনৈতিক নীতি?

শুক্রবারের ঘটনাকে ছাত্র আন্দোলন বলে মানতে নারাজ বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তাঁর দাবি, এই ধরনের ঘটনার মাধ্যমে বাম নেতৃত্ব নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থানই মানুষের সামনে তুলে ধরছে। তাঁর কথায়, ওই দিনের ঘটনা কোনও ছাত্র আন্দোলন ছিল না। মানুষকে বুঝতে হবে, এই ধরনের রাজনীতি থেকে তাঁদের সন্তানদের দূরে রাখা উচিত।

আন্দোলনের সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘাতের ঘটনাতেও আপত্তি জানান শমীক। তাঁর বক্তব্য, নিজেদের দাবি নিয়ে যে কেউ আন্দোলন করতে পারেন। কিন্তু সেই আন্দোলনের নামে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করা বা পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানো কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে বাম নেতাদের মন্তব্যের প্রসঙ্গেও পাল্টা কটাক্ষ করেন তিনি। বামেদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমছে দাবি করে শমীক সোমবার বলেন, মানুষ তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং বক্তব্য সবই দেখেছেন। যত বেশি তাঁরা এই ধরনের কথা বলবেন, ততই তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা কমবে। আগামী দিনে হয়তো টেলিভিশনের টক শো বা রাজনৈতিক আলোচনাতেই তাঁদের বেশি দেখা যাবে।

এদিন তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়েও সরব হন শমীক। আমফান-সহ বিভিন্ন ঘটনায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে তাঁর দাবি, রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত, বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তাঁর কথায়, শুধু আমফান নয়, বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগেই তৃণমূলের নাম সামনে এসেছে। পাহাড় থেকে সমুদ্র, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, রাজ্যের সর্বত্রই এই অভিযোগ রয়েছে। তৃণমূল আর দুর্নীতি সমার্থক।

নবান্নের চূড়ায় এবার নীলের বদলে গেরুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাব্বিশের নির্বাচনে রাজ্যে সরকার বদলের পর এবার রাজ্যের মুখ্য প্রশাসনিক দপ্তর নবান্নের চেহারাতেও তার ছাপ স্পষ্ট হতে শুরু করল। সোমবার নবান্ন ভবনের মাথায় থাকা নীল রঙের নামফলক সরিয়ে সেখানে বসানো হল গেরুয়া রঙের নতুন নামফলক। প্রায় ১৫ বছর ধরে নবান্নের পরিচিতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল নীল নামফলক। নতুন সরকারের আমলে সেই রং বদল ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন আলোচনা। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছিল। সম্প্রতি নবান্ন ও মহাকরণে গেরুয়া আলোয় সাজানোর দৃশ্যও নজরে এসেছে। তবে ভবনের পরিচিত নামফলকের রং বদলের ঘটনা এই প্রথম ঘটল বলেই বলছে রাজনৈতিক মহল।

এদিন সকালে নবান্ন চত্বরে কর্মীদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। পুরনো নীল ফলক খুলে তার জায়গায় লাগানো হয় নতুন গেরুয়া ফলক। এই পরিবর্তনকে শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণ বা সৌন্দর্যায়নের কাজ হিসেবে দেখছেন না প্রশাসনিক মহলের একাংশ। তাঁদের মতে, এর মধ্যে নতুন সরকারের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভাবনার প্রতিফলন রয়েছে।

অতীতে তৃণমূল সরকারের সময়ে রাজ্যের সরকারি পরিকাঠামোয় নীল-সাদা রঙের ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা গিয়েছিল। সরকারি ভবন থেকে শুরু করে পুলিশ স্টেশন, উড়ালপুল, রাজ্য স্তার রেলিং এবং আলোর খুঁটি, বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এই নীল রঙের ব্যবহার হয়েছিল। রাজ্যে সরকারি লোগোতেও নীল-সাদার প্রভাব ছিল। আর সরকার বদলের পর সেই রঙের ব্যবহারও ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। সোমবারে নবান্নের নামফলকে গেরুয়া রং যুক্ত হওয়ায় এবার প্রশ্ন উঠেছে, ভবিষ্যতে কি মূল ভবনের রংও বদলানো হবে? যদিও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে নবান্ন ভবনের মূল কাঠামোর রং পরিবর্তন নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

যদিও রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে পারে শিক্ষা ক্ষেত্রেও। ২০২২ সালে রাজ্যের সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলগুলির ইউনিফর্মের রং নীল-সাদা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৎকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। নতুন সরকারের আমলে সেই সিদ্ধান্তও বদলানোর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছিলেন, ২০২২ সালের আগে স্কুলগুলিতে ইউনিফর্মের যে রং ছিল, সেটিই ফিরিয়ে আনা হবে।

বাগদত্তাকে মাদকাচ্ছন্ন করে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হবু বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পাত্রীর পড়াশোনা ও চাকরির ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে এগিয়েছিল বিয়ের কথাবার্তা। কিন্তু চাকরির বায়োডেটা নেওয়ার অজুহাতে হবু স্ত্রীকে ফাঁকা বাড়িতে ডেকে মাদক মেশানো পানীয় খাইয়ে ধর্ষণের গুরুতর অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর সংলগ্ন বিজয়গড় এলাকায়। নির্যাতিতা কলেজছাত্রীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত 'হবু বর' সায়েল মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে গল্ফগ্রিন থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা ওই নির্যাতিতা তরুণী বর্তমানে কলেজে পাঠরত। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি কাজের সন্ধান করছিলেন। সম্প্রতি এক ঘটকের মধ্যস্থতায় ওই ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে সায়েল মণ্ডলের পরিবারের যোগাযোগ হয়। দু'পক্ষের সম্মতিতে বিয়ের কথাবার্তাও বেশ খানিকটা এগিয়েছিল। ছাত্রীর পরিবার শুরুতেই সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, মেয়ে পড়াশোনা শেষ করে একটি চাকরি পাওয়ার পরেই বিয়ের সানাই বাজবে। পাত্রপক্ষও সেই শর্তে সানন্দে রাজি হয়। এর পর থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে যাতায়াত বাড়তে থাকে।

অভিযোগ, হবু স্ত্রীর চাকরির সুবিধার্থে তার বায়োডেটা চায় সায়েল। সেই বায়োডেটা জমা দেওয়ার অজুহাতেই গত ২১ জুলাই তরুণীকে যাদবপুরের বিজয়গড়ের একটি ফ্ল্যাটে ডেকে পাঠায় সে। সে দিন ফ্ল্যাটে কেউ ছিলেন না। ফাঁকা ফ্ল্যাটের সুযোগ নিয়ে সায়েল তরুণীর সঙ্গে অশালীন আচরণ ও ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। তরুণী তৎক্ষণাৎ তার ওই আচরণের তীব্র বিরোধিতা করেন।

অভিযোগ, এর পরেই চক্রান্তের পথ ধরে অভিযুক্ত যুবক। তরুণীকে আশ্বস্ত করে ঘুমের ওষুধ বা কড়া মাদক মেশানো ঠান্ডা পানীয় খেতে দেয় সে। 'হবু স্বামী'র উপর সরল বিশ্বাস রেখে সেই পানীয় খেয়েই অচেতন হয়ে পড়েন ওই কলেজছাত্রী। এর পরেই অচৈতন্য অবস্থায় তরুণীকে সায়েল ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বেশ কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরলে তরুণী নিজেকে বিবস্ত্র অবস্থায় আবিষ্কার করেন। আতঙ্কে ও ক্ষোভে তিনি ফ্ল্যাটের মধ্যেই চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলে, অভিযুক্ত সায়েল তাঁকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য ভয় দেখায় ও হুমকি দেয়। তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা এবং মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অবস্থায় কোনোরকমে বাড়িতে ফেরেন ওই তরুণী।

ঘটনার ভয়াবহতায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেও শেষ পর্যন্ত অভিভাবকদের কাছে পুরো বিষয়টি খুলে বলেন তিনি। মেয়ের মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা শোনার পর পরিবার আর সময় নষ্ট না করে গল্ফগ্রিন থানার দ্বারস্থ হয়। তরুণীর দায়ের করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত সায়েল মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার বিশদ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আদালতে স্বস্তি অতীনের, বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন গ্রেপ্তারিতে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জমি দুর্নীতি মামলায় বিরাট স্বস্তিতে তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তথা কলকাতার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় তাঁকে কোনওভাবেই গ্রেপ্তার করা যাবে না, সোমবার এমনই এক স্পষ্ট নির্দেশ দিতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টকে। পাশাপাশি, আদালতকে পাশ কাটিয়ে পুলিশের আচমকা কড়া পদক্ষেপ ও গ্রেপ্তারের প্রবণতা নিয়ে অত্যন্ত উষ্মা প্রকাশ করেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

প্রসঙ্গত, সোমবার হাইকোর্টে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের একক বেঞ্চে অতীনবাবুর আগাম জামিনের আবেদনের শুনানি ছিল। অতীনের পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য এবং রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী কল্লোল মণ্ডল। তবে বিশেষ কিছু কারণে এদিনের শুনানি শেষ করা সম্ভব হয়নি এবং তা পিছিয়ে যায়। শুনানি মুলতুবি হওয়ার পরেই ক্ষোভ প্রকাশ করে রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, মামলাটি যেহেতু আদালতে বিচারাধীন, তাই কোনও অবস্থাতেই আবেদনকারীকে গ্রেপ্তার করা যাবে না।

বিচারপতি ঘোষের তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হতে না হতেই পুলিশ তড়িঘড়ি গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হচ্ছে। পুলিশের এই সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'পুলিশ কেন আদালতের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না?' এই প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্যের আইনজীবী আদালতকে আশ্বস্ত করেন। তিনি জানান, অদ্ভুত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্তর্বর্তী নির্দেশের মেয়াদ বা বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন পুলিশ যে অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ করবে না, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন তথা পুলিশকে পুনরায় স্পষ্ট নির্দেশ পাঠানো হবে।

উল্লেখ্য, জমি সংক্রান্ত একটি অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে অতীন ঘোষ ও তাঁর কন্যা প্রিয়দর্শিনী ঘোষকে তলব করেছিল বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। পুলিশের ওই নোটিস এবং গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা এড়াতেই তড়িঘড়ি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তৃণমূল নেতা। একই সঙ্গে অতীনের তরফে আগাম জামিনের আবেদনও জানানো হয়। আদালতের এদিনের নির্দেশের পর আপাতত গ্রেপ্তারির খাঁড়া থেকে রেহাই পেলেন প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র।

সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে রাজপথে সংবাদকর্মীরা, নিরাপত্তার দাবিতে রাজ্যপাল-মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধর্মতলায় সাংবাদিকদের উপর হামলার প্রতিবাদে সোমবার পথে নামলেন কলকাতার সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা। নিজেদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় ক্ষোভ জানিয়ে কলকাতা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হয় মৌন মিছিল ও মানববন্ধন। একই সঙ্গে সোমবারের মিছিল থেকে সাংবাদিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিও ওঠে। সোমবার দুপুরে কলকাতা প্রেস ক্লাবের সামনে জড়ো হন প্রিন্ট, বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক, আলোকচিত্রী এবং অন্যান্য সংবাদকর্মীরা। সেখান থেকে শুরু হয় নীরব মিছিল। এদিন ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে পৌঁছে, যে জায়গায় সাংবাদিকদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছিল, সেখানেই মানববন্ধনে অংশ নেন তাঁরা। তাদের হাতে ছিল প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড। মুখে ছিল নীরবতা, তবে সেই নীরব প্রতিবাদেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্ষোভ।

গত শুক্রবার নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে একাধিক সাংবাদিক আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জনকে সোমবার ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য ডোরিনা ক্রসিংয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিনের হামলায় আহত সাংবাদিকদের একটি প্রতিনিধি দল এদিন লোকভবনেও যায়। রাজ্যপাল আর এন রবি সেখানে না থাকায় তাঁর দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে ঘটনার কথা জানান এবং প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের আবেদন করেন। পরে অপর আরএকটি প্রতিনিধি দল জলপাইগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে স্মারকলিপি দেয়। রাজনৈতিক মিছিল, সভা ও বিক্ষোভের খবর সংগ্রহের সময় সাংবাদিকদের নিরাপত্তার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

এদিন উত্তরবঙ্গ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাংবাদিকদের উপর হামলা কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর দাবি, আগের সরকারগুলির সময়ে সাংবাদিকদের উপর হামলার অভিযোগ অনেক ক্ষেত্রেই জেনারেল ডায়েরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। তাঁর বক্তব্য, বর্তমান বিজেপি সরকার এই ঘটনায় এফআইআর করেছে এবং জামিন অযোগ্য ধারায় ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অতীতে সাংবাদিকরা আক্রান্ত হলে তিনি নিজে হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেছেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের স্মারকলিপিতে সাংবাদিকদের তরফে বলা হয়েছে, ২৪ জুলাইয়ের হামলার পরে সংবাদকর্মীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মসূচি কভার করতে যাওয়া মহিলা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও বেশি। প্রতিনিধিরা দাবি করেছেন, ঘটনার নিরপেক্ষ ও সময়সীমা মেনে তদন্ত করতে হবে। এই হামলায় জড়িত প্রত্যেককে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে এবং আহত সাংবাদিকদের উন্নত চিকিৎসার খরচ সরকারকে বহন করতে হবে। পরে আইনত দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সেই খরচ আদায়ের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে।

বাগুইআটিতে স্কুলে টিফিনটাইমে অস্বাভাবিক মৃত্যু ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টিফিন চলাকালীন টিফিন বক্স থেকে সবে রুটিটা মুখে তুলেছিল সে। কিন্তু খাবার আর খাওয়া হল না। তার আগেই আচমকা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মেঝের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে চোখেমুখে নেমে এল ঘোর অন্ধকার, নিথর হয়ে গেল পুরো শরীর। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল ১৫ বছরের এক কিশোর। সোমবার সকালে বাগুইআটির এক নামী স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্র মহম্মদ রায়হানের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সহপাঠী থেকে শুরু করে শিক্ষক; সকলেই এই আকস্মিক ঘটনায় বাকরুদ্ধ।

ঘটনার সত্যতা ও মৃত্যুর আসল কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে বাগুইআটি থানার পুলিশ। প্রাথমিক খতিয়ে দেখতে স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে এই মৃত্যুর পেছনে স্রেফ শারীরিক অসুস্থতা নাকি অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, তা নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতোই সোমবার সকালে স্কুলে এসেছিল রায়হান। টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই সহপাঠীদের সঙ্গে ক্লাসরুমেই টিফিন খেতে বসে সে। প্রত্যক্ষদর্শী সহপাঠীদের দাবি, রুটি মুখে দেওয়ার মুহূর্তেই হঠাৎ একটা আওয়াজ হয় এবং রায়হান মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার প্রবল শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী দেশবন্ধু নগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে প্রাথমিক চিকিৎসায় কিশোরের শরীরে কোনো দৃশ্যমান আঘাতের চিহ্ন মেলেনি।

এদিকে ছেলের এই মর্মান্তিক পরিণতিতে দিশেহারা পরিবার। শোকের সাগরে ভাসলেও স্কুলের কয়েকজন পড়ুয়ার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন মৃতের বাবা। তাঁর দাবি, 'স্কুল অত্যন্ত ভালো, প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। কিন্তু ক্লাসের ৪-৫ জন ছেলে আমার ছেলেকে প্রায়ই মারধর করত। গত সপ্তাহেই অভিভাবক সভায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল আমাকে, সেখানেই আমি বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম।' এদিকে মৃতের মা জানান, 'সকালেও প্রজেক্ট জমা দেওয়ার কথা বলে হাসিমুখে স্কুলে গেল ছেলেটা। নমাজ পড়ে উঠে শুনলাম ও নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। গিয়ে দেখি সব শেষ।'

তিরঙ্গা যাত্রায় অংশগ্রহণ করলেন মন্ত্রী তাপস রায়, পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ।

ইটভাটা সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় আগাম জামিন অনুব্রতর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইটভাটা সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে বড়সড় স্বস্তি পেলেন বীরভূমের প্রবীণ নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের একক বেঞ্চ শর্তসাপেক্ষে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে। সিবিআই ও ইডি মামলার জট কাটিয়ে ওঠার পর এই মামলায় কেষ্টর বিরুদ্ধে হেপাজতে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই বলেই মনে করেছে আদালত।

ঘটনার সূত্রপাত ২০২১ সালের ৫ মে। অভিযোগ, পাথরঘাটার একটি ইটভাটা থেকে মামন শেখের নেতৃত্বে একশোটি ট্রাক নিয়ে জোর করে প্রায় ৩ লক্ষ ইট তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় দীর্ঘদিন পর, গত ৩০ মে শান্তিনিকেতন থানায় অনুব্রত মণ্ডল-সহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শুভেন্দু বিকাশ মণ্ডল। বীরভূম জেলা আদালতে আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার পর গত ১ জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কেষ্ট।

এদিন হাইকোর্টে অনুব্রতের পক্ষে আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য সওয়াল করে জানান, ২০২১ সালের ঘটনার প্রেক্ষিতে ২০২৬ সালে এসে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। নেহাতই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে এই পদক্ষেপ। সওয়াল জবাব শেষে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, এত পুরনো অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলতে পারে, তবে অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তবে জামিন মঞ্জুর করলেও কেষ্টর ওপর বেশ কিছু কড়া শর্ত আরোপ করেছে আদালত। নির্দেশ অনুযায়ী তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে আগামী ১০ দিনের মধ্যে দেখা করতে হবে অনুব্রতকে। শুধু তাই নয়, তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী হাজিরা দিতে হবে।

সম্পাদকীয়

মোবাইল পরিষেবায় আরও উন্নতি প্রয়োজন, এবার মানল ট্রাইও

মোবাইল ফোন আজ কার্যত এক অতি প্রয়োজনীয় পরিষেবায় পরিণত হয়েছে। দৈনন্দিন প্রায় সব কাজেই মোবাইল ফোন না হলে হবে না। মোবাইল ডেটা ছাড়াও এই মুহূর্তে অচল অনেক কাজই। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও মোবাইল পরিষেবা নিয়ে হরেক অভিযোগ গ্রাহকদের। কখনও কথার মাঝে ফোন কেটে যাওয়া, তো কখনও ভিডিয়ো ডাউনলোড করতে গিয়ে বারবার থমকে যাওয়া বা বাফারিং। আপলোড করার ক্ষেত্রেও ওই একই রোগ। চড়া দামে কলটাইম এবং ডেটা প্যাকেজ কেনার পরও সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলির পরিষেবা সন্তুষ্ট করতে পারছে না গ্রাহকদের একাংশকে। এবার তাদের অভিযোগ অনেকটাই।মেনে নিল টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া সংক্ষেপে ট্রাই। তারাই বলছে, হ্যাঁ সমস্যা আছে। বিশেষ করে বিএসএনএল-এর মতো সরকারি সংস্থাতেই এই সমস্যা নাকি সবচেয়ে বেশি। ভিআই, এয়ারটেল বা জিওতে তুলনামূলক ভাবে সমস্যা কিছুটা কম। বাস্তবে সংস্থাগুলির গুণমান কতটা উন্নত, তা যাচাই করতে আসরে নেমেছিল ট্রাই। সেখানেও ধরা পড়েছে পরিষেবায় একাধিক খামতির ছবি। বিভিন্ন কোম্পানির পরিষেবার মান যাচাইয়ে ট্রাই-এর তরফে প্রথমে দেখা হয় মোবাইল সিগন্যাল কার কতটা জোরালো। এয়ারটেলের ক্ষেত্রে ১৮ হাজার ১৮৬টি স্যাম্পল নেওয়া হয়। দেখা গিয়েছে ১ হাজার ৫১টি জায়গায় সিগন্যালের অবস্থা ভালো নয়। ভিআইয়ের ক্ষেত্রে ১৮ হাজার ১২২টি স্যাম্পেলে সেই সংখ্যা ১ হাজার ৮১৯। জিওর ক্ষেত্রে ১৮ হাজার ১৪৯টি স্যাম্পল পরীক্ষা করে দেখা যায় ১ হাজার ৪৭৪টি ক্ষেত্রে সিগন্যাল ভালো নয়। বিএসএনএলের স্যাম্পল সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার ৩৩৮। ১০ হাজার ৩২৬টি ক্ষেত্রেই সিগন্যালের করুণ অবস্থা ধরা পড়েছে। বুঝুন অবস্থা। কিছু জায়গায় তো তারা কোনও কভারেজই দিতে পারেনি। মানছে ট্রাইও। কল ড্রপের দৌড়েও সবার শেষে বিএসএনএল। কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক ক্ষেত্রে অনেক যুগান্তকারী কাজ করেছে, অনেক মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত নিতে সিদ্ধহস্ত এই সরকার। ফলো জনগণের এখন দাবি, দাম তো বাড়ছে প্যাকেজের, এবার তাহলে আরও একটু ভালো হোক পরিষেবা।

শব্দছক ২২৭

রবি দাস

১	২	■	৩	৪		■	৫
৬		৭	■		■	৮	
	■		■	৯			■
■	১০		১১	■	■	১২	
১৩		■	১৪		১৫		■
■	১৬			■		■	১৭
১৮		■		■	১৯	২০	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. খুড়ো ৩. নৈপুন্য ৬. কপট ৮. বাগান পরিচর্যাকারী ৯. আগ্রহ ১০. মশা ১২. ঋণ ১৩. ভাই ১৪. সম্বলহীন বাবা ১৬. মহান মনের ব্যক্তি ১৮. পুজার ধর্মকর্ম ১৯. কলসী ২১. ধর্মে যে অন্ধ ২২. উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে এক প্রকার গায়কী

ওপর-নিচ: ১. কচ্ছপ ২. ক্ষীণদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ৪. শক্তি ৫. ঢোল-বাজিয়ে ৭. লঙ্কার রাজা ৮. মদিরতা ১০. মনের সায় থাকা না-থাকা ১১. কাজে পটু ব্যক্তি ১৫. পিঠে ১৭. পরিধেয় বস্ত্র ১৮. সৃষ্টিকর্তা বিধাতা ২০. লতিয়ে চলা গাছ

সমাধান ২২৬ — পাশাপাশি: ১. অনুতাপ ৪. কানুন ৬. ভিন ৭. লাজুক ৮. কাশ ৯. বন ১০. নগর ১২. বাদলা ১৪. গণক ১৫. মকা ১৭. মান ১৮. পাকা ১৯. কায়িক ২০. লোভ ২১. ষড়জ ২২. লবনাক্ত

ওপর-নিচ: ১. অভিমান ২. নুন ৩. পলাশ ৪. কাক ৫. নয়ন ৮. কারণ ৯. বলাকা ১১. গগন ১৩. দমকা ১৬. ইষ্টভক্ত ১৭. মানুষ ১৮. পাকল ১৯. কাজ ২০. লোনা

আজকের দিন

■ **১৯১৪** — ২৮শে জুলাই অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দের হত্যাকাণ্ডের পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এর মাধ্যমেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল।

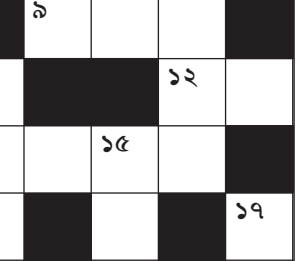

জন্মদিন

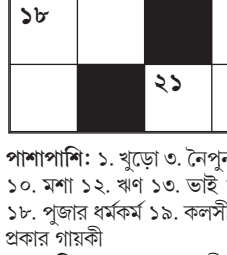

কাসু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি

১৮২৪ *বিশিষ্ট সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯০৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কাসু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুখেন দাসের জন্মদিন।*

ছাত্র রাজনীতি মুক্ত হোক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

একটা সময় এই ছাত্র রাজনীতি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত হতো শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার জন্যে। কিন্তু পরে তা মুনাফার জায়গায় পরিণত হতে লাগলো। একদল অসাধু শিক্ষার্থী নেমে পড়লো এই কাজে। অসহায় ভাবে কিছু কম নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থী পুরো নির্ভর হয়ে পড়ল এই রাজনীতির মধ্যে। অনেকেরই ধারণা হলো পরীক্ষায় পাশ না করলেও পাশ হতে পারে। ক্লাসে উপস্থিতি কম থাকলেও উৎরে যাওয়া যায়। কোনো অন্যায় করলেও পার পাওয়া যায়। কারণ সে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ফলে কলেজ ইউনিয়ন তার হাতের মুঠোয়। কলেজের প্রিন্সিপাল, অধ্যাপক থেকে শুরু করে শিক্ষক অশিক্ষক সমস্ত কর্মী সবাই তাদের হাতে। সুতরাং তাদের অহংকার চরমে পৌঁছে যায়। এরা লেখাপড়া তো দূর পারলে বছর বছর তারা একই ক্লাসেই থেকে যায়। তার পর আছে আর্থিক মজা। কোনো কাজ না করেই টাকা পাওয়া যায়। আবার নেতা হওয়া যায়। আবার বেশিদিন থাকলে নেতার মান মর্যাদা বাড়ে। দশজনে তার কথা শোনে — এই লোভ, ক্ষমতা কি কেউ ছাড়ে? সুতরাং একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকেই যায়।

ছাত্রাবস্থা একটি লম্বা সময়। ছাত্র রাজনীতি কলেজ থেকে সক্রিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যার পরিপূর্ণতা। ততক্ষণে হয়তো পলিটিক্যাল সায়েন্স কারো পছন্দের সাবজেক্ট। হোক। ক্ষতি নেই। না হলেও কোনো না কোনো ভাবে যে কেউ রাজনীতির অলিন্দে পায়চারি করতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ঝোঁক লাগে। সুতরাং তারাই পারে। নইলে নয়। না, দরকারও নেই। ভালোর জন্যে রাজনীতি ঠিকঠাক, আত্মকেন্দ্রিক মুনাফায় নয়। আগে সেবার জন্যেই রাজনীতি ছিল। বর্তমানে যা বিনষ্ট। এখন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির নামে দুর্নীতি চলছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই আসর দৈনন্দিন বাড়ছে। তাই বিশ্বাস করি 'পলিটিক্যাল সায়েন্স' সাবজেক্ট থাক, কিন্তু ছাত্রাবস্থায় পলিটিক্স নিপাত যাক।

কেনো বলছি সে কথা --চলুন তারই সুলুক সন্ধানে পাইকারি করে আসি। আসলে আমরা ছাত্র রাজনীতি থেকে দেখছি একটা চরম অচলাবস্থা।যারা কোন রকম ভাবে ছাত্র রাজনীতির নামে দুর্নীতি চালিয়েছে। নইলে ভাবুন তো সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মত একটি স্বনামধন্য কলেজে কিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়? কলেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি শোয়ার ঘর, দামী আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সুগন্ধি পারফিউম এবং সেইসঙ্গে না বলা অনেক এমন কিছু জিনিস যেগুলি কলেজে থাকার কথাই নয়! সুতরাং আমরা বলতেই পারি এখানে কোন ছাত্র রাজনীতির ক্ষমতায় এই এতটা বাড়াবাড়ি হয়নি। এর পেছনে রয়েছে তথাকথিত সংগঠিত কোনো রাজনৈতিক দলের ছায়া। তা না হলে কোনভাবেই ছাত্রদের কাছ থেকে এই সমস্ত জিনিসপত্র পাওয়া অসম্ভব। তাই ছাত্র রাজনীতি কোন প্রয়োজন নেই। ছাত্র রাজনীতি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় মূলত তারাই করে যারা বিশেষত অল্প মেধার ছাত্র ছাত্রী। তারাই মূলত এই ছাত্র রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় একের পর এক দুর্নীতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ে। এমনটার তো কোনো প্রয়োজন নেই। কলেজ রাজনীতি করে সমগ্র শিক্ষালয় কে একটি অসুস্থ জায়গায় পরিণত করে তুলেছে ওই সব শিক্ষার্থী। আমরা জানি শিক্ষা আমাদের সেই সম্পদ যা মানুষকে একটি সূক্ষ্ম অনুভূতিতে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। শিক্ষা আনে চেতনা। চেতনা আনে বিপ্লব। বিপ্লব আনে স্বাধীনতা। এই কি তবে স্বাধীনতা?

একটা সময় এই ছাত্র রাজনীতি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত হতো শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার জন্যে। কিন্তু পরে তা মুনাফার জায়গায় পরিণত হতে লাগলো। একদল অসাধু শিক্ষার্থী নেমে পড়লো এই কাজে। অসহায় ভাবে কিছু কম নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থী পুরো নির্ভর হয়ে পড়ল এই রাজনীতির মধ্যে। অনেকেরই ধারণা হলো পরীক্ষায় পাশ না করলেও পাশ হতে পারে। ক্লাসে উপস্থিতি কম থাকলেও উৎরে যাওয়া যায়। কোনো অন্যায় করলেও পার পাওয়া যায়। কারণ সে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ফলে কলেজ ইউনিয়ন তার হাতের মুঠোয়। কলেজের প্রিন্সিপাল, অধ্যাপক থেকে শুরু করে শিক্ষক অশিক্ষক সমস্ত কর্মী সবাই তাদের হাতে। সুতরাং তাদের অহংকার চরমে পৌঁছে যায়। এরা লেখাপড়া তো দূর পারলে বছর বছর তারা একই ক্লাসেই থেকে যায়। তার পর আছে আর্থিক মজা। কোনো কাজ না করেই টাকা পাওয়া যায়। আবার নেতা হওয়া যায়। আবার বেশিদিন থাকলে নেতার মান মর্যাদা বাড়ে। দশজনে তার কথা শোনে — এই লোভ, ক্ষমতা কি কেউ ছাড়ে? সুতরাং একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকেই যায়।

শিক্ষা হোক রাজনীতি মুক্ত। কোন প্রয়োজন নেই শিক্ষার মধ্যে রাজনীতির আসরকে ঢোকানো। এখনকার রাজনীতিতে সততা, আদর্শ যতটা তারা থাকে তার থেকে বেশি থাকে বৈষয়িক লাভ। আর এই বৈষয়িক লাভে ক্ষতি হয় সমগ্র ছাত্র সমাজের। ছাত্র সমাজ স্বাভাবিকভাবেই সহজলভ্য বিষয়কে ছুঁতে চায়,পেতে চায়। আবার সে থাকতেও চায়। কিন্তু এমনটা হলে তো শিক্ষার ক্ষতি হয়ে যায়। সঠিক শিক্ষা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়। আর তা হলে পরবর্তীকালে সক্রিয় রাজনীতি করা সম্ভব হয়। তাই শিক্ষায় যা করণীয় তাই করা হোক। সেখানে রাজনীতি কখনোই শিক্ষালয়ে হওয়া উচিত নয়। আমি তো বলব বিশেষত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের রাজনীতি হয় মানে আমরা যাকে ছাত্র রাজনীতি বলি,সেই রাজনীতি তৈরি হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হোক সুষ্ঠু পাঠের আদর্শ আসর। যেখান থেকে মানুষ গড়ার প্রচেষ্টা থাকুক। একটা ভালোবাসা থাকুক। পড়াশুনো যত্নে ভবিষ্যতে পায়ের তলায় মাটি যাতে সমস্ত শিক্ষার্থীরা পায় সেই পরিবেশকে গুরুত্ব দেওয়া হোক। ছাত্র রাজনীতিতে সেটা কখনোই সম্ভব নয়। ছাত্র রাজনীতি আসলে এমন এক জায়গা যেখানে ছাত্ররা প্রবল মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিছু ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন করে তোলে। প্রলোভিত হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে — এক সম্পূর্ণ অসচ্ছল পরিবেশ গড়ে তোলে। এমনটা হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশ স্বাধীন স্বতন্ত্র দেশ। সর্ব ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। সেখানে এই অসহনীয় উগ্র রাজনীতির কোন দরকার নেই। যেখানে অন্যায় প্রশ্রয় পাবে, যেখানে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাবে, যেখানে অর্থ লোলুপোতা বৃদ্ধি পাবে। যেখানে অস্বাভাবিক অসামাজিক কাজে ক্রমশ ছাত্ররা লিপ্ত হয়ে পড়বে সেখানে ছাত্র রাজনীতির কোন প্রয়োজন নেই।

আজ সমাজ পাল্টেছে। সময় পাল্টেছে। সভ্যতা পাল্টেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশিতাই আমাদের সেই দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে যেখানে আমাদের মধ্যে থেকে একটা সহিষ্ণুতা, ভালোবাসা, মৈত্রী গড়ে ওঠে। সেই মৈত্রী গড়ে ওঠার পরিপূর্ণতা দেয় শিক্ষালয়। পরবর্তীকালে কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয়। একটা ছাত্র একটা দেশের ভবিষ্যৎ। শিক্ষা সমাজের অলংকার। এই ভবিষ্যত ও অলংকার কে নিয়েই একটা সুস্থ সবুজ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রতিনিয়ত সামাজিক সুস্থতা গঠিত হয়। শিক্ষা সুস্থতার দিকে গেলে সামগ্রিক সমাজের লাভ। আসলে শিক্ষা হল সমাজের দর্পণ আর সেই দর্পণের মধ্যে থেকে সমাজের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। তাই শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতি করন কোনোভাবেই প্রয়োজন নেই। শিক্ষার সঙ্গে প্রয়োজন নিষ্ঠা,সততা, বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং একটা সুস্থ বাতাবরণ। তাই এই বাতাবরণ কে সুস্থ রাখতে আমাদের সকলকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। সেইসঙ্গে রাজ্য বা দেশের সরকারকে কঠোরভাবে সেই দিক নজর দিতে হবে যেখানে প্রতিটা ছাত্র যাতে সুষ্ঠু বাতাবরণে শিক্ষালয় সম্পূর্ণতাই বেড়ে উঠতে পারে। রাজনীতি করার সময় অনেক আছে। কিন্তু পড়াশুনা পরিবেশের মধ্যে রাজনীতির কোন প্রয়োজন নেই। রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় আর শিক্ষা হোক শিক্ষার জায়গায়। হয়তো আবার সঙ্গে একমত হবেন না অনেকেই। বলবেন যে কলেজ ইউনিভার্সিটি হল ছাত্র রাজনীতির সঠিক জায়গা। যেখান থেকে পরবর্তীকালে দেশের নেতা তৈরি হয়। কথাটা কিছুটা সত্য হলেই এটা তো বলতেই হবে যে আজকের রাজনীতি অনেকটা উগ্র। তথাকথিত রাজনীতি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটা দুর্নীতির জায়গা নিয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ছাত্ররা জড়িয়ে পড়ছে সহজ অসাধু কর্মে। রাজনীতি আজ তেমন জায়গায় চলে গেছে। ছাত্র রাজনীতির মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা অস্বস্তিকর অবস্থা।

এটা যে করেই হোক বন্ধ করতে হবে। তবেই আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ আরো বেশি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো অন্যথায় আমরা সমাজের বা দেশের উন্নতির চরমে কখনোই পৌঁছাতে পারবো না। একমত হলে আপনার রায়ে সঙ্গে রইলাম।

মিড-ডে মিল নিয়ে এক নতুন ভাবনা: কেন্দ্রীভূত রান্নাঘর নাকি স্থানীয় কমিউনিটি কিচেন, পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোন পথ অধিক কল্যাণকর ?

শেখর সাহা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদ্য ঘোষিত বাজেটে প্রধানমন্ত্রী পোষণদ বা মিড-ডে মিল কর্মসূচিকে নতুন রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। । বিশেষ করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপর থেকে খাদ্য সংগ্রহ, রান্না, হিসাবরক্ষণ এবং প্রশাসনিক দায়িত্বের বড় অংশ সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতেই হয়। দীর্ঘদিন ধরে বহু প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিযোগ করে এসেছেন যে, পাঠদান ছেড়ে তাঁদের খাদ্যশস্য সংগ্রহ, রান্নার তদারকি, হিসাব-নিকাশ, বিল, পরিদর্শন এবং প্রশাসনিক কাজে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হচ্ছে।

তবে এই ইতিবাচক পদক্ষেপের মধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন সামনে এসেছে। সরকার ইস্কনের সহায়তায় কেন্দ্রীভূত নিরামিষ খাবারের কথা বলা হয়েছে । ইস্কন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সমাজসেবামূলক ও খাদ্য বিতরণকারী সংস্থা হিসেবে বহু জায়গায় সফলভাবে কাজ করেছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু একটি সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশ্নটি কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে নয়; বরং রাষ্ট্রের নীতিগত অবস্থানকে ঘিরে। ভারতের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে, তার আলোকে সরকারি প্রকল্প এমন একটি কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হওয়াই অধিকতর কাম্য, যা সকল সম্প্রদায়ের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য এবং কোনো ধর্মীয় পরিচয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়।

মিড-ডে মিলের মূল লক্ষ্য কেবল শিশুদের ক্ষুধা নিবারণ নয়, বরং তাদের দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টি ও রক্তাল্পতা দূর করে একটি সুস্থ মানবসম্পদ গড়ে তোলা। জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ (NFHS-৫) অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ, তাই এই কর্মসূচির খ াদ্যতালিকা নির্ধারণের ভিত্তি হওয়া উচিত খাঁটি পুষ্টিবিজ্ঞান এবং স্থানীয় অঞ্চলের চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাস, কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শ নয়। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, ডিম হলো একটি উচ্চমানের 'সম্পূর্ণ প্রোটিন', যাতে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সবকটি অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন বি-১২ এবং ডি থাকে। পশ্চিমবঙ্গের সিংহভাগ শিশু ছোটবেলা থেকেই মাছ-ভাত ও ডিমের খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত; তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাদের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করে খাদ্যতালিকায় সয়াবিনের মতো উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের পাশাপাশি ডিমের মতো প্রাণিজ প্রোটিনের উপস্থিতি বজায় রাখাই শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সুরক্ষিত করবে।

এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীভূত মেগা কিচেনের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর ও বাস্তবসম্মত বিকল্প হতে পারে ব্লক বা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন 'স্থানীয় কমিউনিটি কিচেন' গড়ে তোলা। রাজ্যের হাজার

হাজার গ্রামীণ মহিলা ইতিমধ্যেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। মিড-ডে মিলের রান্না ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যদি বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিতে এই নারী শক্তি ও মায়েদের হাতে তুলে দেওয়া যায়, তবে গ্রামীণ নারীদের একটি বিরাট অংশের নিয়মিত আয়ের স্থায়ী উৎস তৈরি হবে। এটি সরাসরি গ্রামীণ নারী ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করবে এবং প্রান্তিক পরিবারগুলির অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা নিশ্চিত করতে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করবে।

স্থানীয় কমিউনিটি কিচেনর আরেকটি বড় দিক হলো গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ও স্থানীয় বাজারের সক্রিয়তা। কেন্দ্রীভূত বড় রান্নাঘরগুলি সাধারণত দূরবর্তী কোনো কর্পোরেট বা পাইকারি বাজার থেকে একযোগে টন টন কাঁচামাল কেনে, যার সুবিধা স্থানীয় কৃষকরা পান না। পক্ষান্তরে, বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থা চালু হলে চাল, ডাল, মরশুমি টাটকা শাকসবজি, ডিম ও ফল সরাসরি স্থানীয় ক্ষুদ্র চাষি, হাঁস-মুরগি খামারি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এর ফলে গ্রামীণ বাজারে অর্থের জোগান বাড়বে, কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবেন এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপট কমবে, যা সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করে তুলবে।

খাদ্যের গুণগত মান, সতেজতা ও সুরক্ষার দিক থেকেও স্থানীয় স্তরের রান্না মেগা কিচেনের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য ও বৈজ্ঞানিক। মেগা কিচেনে সাধারণত ভোররাতে বা আগের দিন রান্না করা খাবার দূর-দূরান্তের বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য দীর্ঘ পথ পরিবহণ করতে হয়, যা পশ্চিমবঙ্গের মতো চরম আর্দ্র ও গরম আবহাওয়ায় খাবার নষ্ট হওয়া বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। এর বিপরীতে স্থানীয় কমিউনিটি কিচেন থেকে মাত্র আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ গরম, টাটকা এবং পুষ্টিকর খাবার ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। একই সঙ্গে পরিবহণ বাবদ বিপুল পরিমাণ জ্বালানি ও যাতায়াত খরচও সম্পূর্ণ বাঁচানো সম্ভব হবে, যা মিড-ডে মিলের পুষ্টির মান আরও বাড়াতে পুনর্ব্যবহার করা যাবে।

একটি কেন্দ্রীভূত মেগা কিচেন ব্যবস্থা দূরবর্তী কোনো এক বদ্ধ পরিকাঠামোয় পরিচালিত হওয়ায় সেখানে সাধারণ মানুষের সরাসরি প্রবেশাধিকার থাকে না, ফলে রান্নার উপাদানগুলির গুণমান বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর দৈনন্দিন নজরদারি চালানো অভিভাবকদের পক্ষে অসম্ভব। পক্ষান্তরে, বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় কমিউনিটি কিচেন মডেলে প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা ও সামাজিক নজরদারি নিশ্চিত করা অত্যন্ত সহজ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (SMC) এবং স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা যেকোনো সময় সরাসরি রান্নাঘরে গিয়ে খাবারের মান পরীক্ষা করতে পারেন। কোনো ত্রুটি বা অভাব-অভিযোগ থাকলে তা স্থানীয় স্তরেই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সংশোধন করা সম্ভব, যা প্রকল্পের জবাবদিহিতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

এই প্রেক্ষাপটে আরও একটি কার্যকর বিকল্প হতে পারে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীভিত্তিক কমিউনিটি কিচেন। রাজ্যের হাজার হাজার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। যদি ব্লক বা গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক কমিউনিটি কিচেন গড়ে তুলে তাঁদের হাতে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে একদিকে বিপুল সংখ্যক মহিলার স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে চাল, ডাল, শাকসবজি, ডিম, ফল এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী সরাসরি সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এতে স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হবে, পরিবহণ ব্যয় কমবে, খাদ্যের সতেজতা বজায় থাকবে এবং বিদ্যালয়, অভিভাবক ও স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সহজে সামাজিক নজরদারিও নিশ্চিত করা যাবে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অভিজ্ঞতা দেখায়, স্থানীয় অংশগ্রহণভিত্তিক ব্যবস্থাই দীর্ঘমেয়াদে অধিক কার্যকর। তামিলনাড়ু বহু বছর ধরে কমিউনিটি কিচেন সফল মডেল অনুসরণ করছে। কেরল-এ কুডুম্বশ্রী নারী কর্মসংস্থান, পুষ্টি এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে একসূত্রে বেঁধে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি স্থানীয় সম্প্রদায়কে যুক্ত করে "Home-Grown School Feeding" মডেলের পক্ষে মত দিয়েছে, কারণ এতে শিশুদের পুষ্টির পাশাপাশি স্থানীয় উন্নয়নেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীভূত রান্নাঘরের কিছু সুবিধা থাকলেও, পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক কাঠামো বিবেচনা করলে স্থানীয় কমিউনিটি কিচেন মডেল অনেক বেশি কর্মসংস্থানমুখ ী এবং টেকসই বলে মনে হয়। শিশুদের একটি পুষ্টিকর খাবার যদি একই সঙ্গে হাজার হাজার মায়ের হাতে কাজ, কৃষকের উৎপাদনের ন্যায্য বাজার এবং সমাজের সর্বস্তরের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে, তবে সেটিই হবে প্রকৃত অর্থে একটি জনমুখী ও দূরদর্শী নীতি।

কৌট-আলকৌট

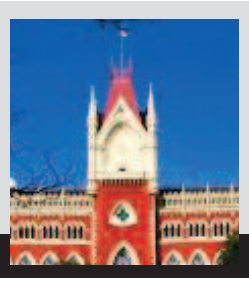

ভারতীয় আইন অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের সম্মতি থাকলে বিয়েত বাধা দেওয়া যায় না, সেটা ভিনধর্মে হলেও। তাই বিয়ের দিন পুলিশকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

সৌগত ভট্টাচার্য, বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সিঙ্গুরে সুফল বাংলা কেন্দ্র ঘুরে দেখলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পালাবদলের পর এবার কৃষকদের ফসল বিক্রিরপদ্ধতি আমূল পরিবর্তন করা হচ্ছে বলে জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। কৃষকদের ফসল বিক্রি নিয়ে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। মাঝে অনেকে ঢুকে পড়ায় সঠিক দাম পান না বলে অভিযোগ তোলেন কৃষকরা। সিঙ্গুরে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ফসল কিনতে এবার নতুন পন্থার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। সোমবার সিঙ্গুরে কৃষক বাজার ও সুফল বাংলা পরিদর্শন করেন, দিলীপ ঘোষ। সিঙ্গুর কৃষক বাজারে হাজির হয়েছিলেন তিনি। এলাকার বিধায়ক অরুণ কুমার দাসকে সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গুর কৃষক বাজারে সুফল বাংলার কাজকর্ম ঘুরে দেখেন ও কথাবার্তা বলেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আমরা চেষ্টা করি, কৃষকদের থেকে সরাসরি ফসল কিনতে। না হলে মাঝে অনেক লোক ঢুকে পড়ে। তাই সুফল বাংলাকে ঢেলে সাজানো হবে। এর বিস্তার হবে। ফড়ে রাজ বন্ধ করা হবে।' মন্ত্রী জানান, 'বর্তমানে কৃষি হাবে ফসল বিক্রি করতে যান কৃষকরা। তাঁদের ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে যেতে হয়। সেই কষ্ট যাতে আর না করতে হয়, সেই কারণে গ্রামে গ্রামে গাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানান তিনি। ঠিক যেভাবে দুধ কেনা হয়, সেভাবেই এবার ফসল কেনা হবে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি মন্ত্রী আরও বলেন, তঅনেক কৃষকমান্ডি পড়ে আছে। সেগুলো নিয়ে অকশন করে নতুন করে শুরু করা হবে, যাতে অনেকে ব্যবসা করতে পারে।'

দুর্গাপুরে এনআইএ অভিযান

ভুয়ো পাসপোর্ট-মানব পাচার যোগের সন্দেহে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সোমবার ভোরেই দুর্গাপুরের নিউ স্টিল পার্ক এলাকায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র অভিযানে চাঞ্চল্য ছড়াল। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা সংলগ্ন ওই এলাকায় গোলাম জামা ওরফে 'গুড্ডু'র ভাড়া বাড়িতে চলে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এনআইএ-র একটি দল। স্থানীয় সূত্রের দাবি, এক মহিলা আধিকারিক-সহ মোট ছয় সদস্যের তদন্তকারী দল অভিযানে অংশ নেয়। নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন ছিল পুলিশও। জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযুক্ত গোলাম জামা ওরফে গুড্ডুকে আটক করে এনআইএ। কী কারণে এই অভিযান, সে বিষয়ে এনআইএ সরকারিভাবে কিছু জানায়নি। তবে তদন্ত-সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের দাবি, ছত্তিশগড়ের একটি নাশকতামূলক ঘটনার তদন্তে গোলাম জামার নাম উঠে এসেছে। পাশাপাশি, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের নামে ভুয়ো নথি ব্যবহার করে মানব পাচার চক্রের সঙ্গেও তাঁর যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা সামিম আলমের দাবি, গোলাম জামার স্ত্রী তাঁদের জানিয়েছিলেন, গুড্ডু কয়েক মাস মালয়েশিয়ায় ছিলেন এবং সেখানে একটি টায়ারের দোকানে কাজ করতেন। তাঁর কথায়, 'লোকটির সঙ্গে এলাকার মানুষের তেমন যোগাযোগ ছিল না। শুনেছি, তিনি বিহারের বাসিন্দা। ছত্তিশগড়েও তাঁর একটি বাড়ি রয়েছে।' জানা গিয়েছে, প্রায় চার বছর আগে নিউ স্টিল পার্কের ওই বাড়িতে ভাড়া ওঠেন গোলাম জামা। অণ্ডাল এলাকায় তাঁর এক আত্মীয়ের টায়ার মেরামতির দোকান রয়েছে বলেও স্থানীয়দের দাবি। আর এক বাসিন্দা সালাউদ্দিন আনসারির বক্তব্য, 'আমরা শুনেছিলাম, ছত্তিশগড় একটি ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরির বিষয়ে তাঁর নাম জড়িয়েছিল। কয়েক মাস আগে তিনি মোবাইল নম্বরও বদলেছিলেন। কিছুদিন এলাকায় ছিলেন না বলেও শুনেছি।' তদন্তকারীদের একাংশের অনুমান, ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরি করে বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর একটি চক্রের সঙ্গে গোলাম জামা যুক্ত ছিলেন কি না, সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁর বিদেশযাত্রার উদ্দেশ্য, যোগাযোগের পরিধি এবং আর্থিক লেনদেনের তথ্যও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ভোরের এই আকস্মিক অভিযানে নিউ স্টিল পার্ক এলাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায়। তবে এনআইএ-র তরফে অভিযান বা তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সরকারি ভাবে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। ফলে তদন্তের প্রকৃত কারণ এবং এই অভিযানের তাৎপর্য নিয়ে জল্পনা অব্যাহত রয়েছে।

সিনেমা হলে তরুণীকে উত্ত্যক্ত, গণপিটুনি ২ যুবককে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সিনেমা হলে একদল তরুণীকে শারীরিকভাবে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে দুই যুবককে গণপিটুনি দিল উত্তেজিত জনতা। যদিও বিহারের পাঁচজন যুবকের দল এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ক্ষিপ্ত জনতার তাড়া খেয়ে তিনজন এলাকা থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরে অবশ্য বিষয়টি জানতে পেরে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেই গণপিটুনির হাত থেকেই বিহারে ২ যুবককে উদ্ধার করে এবং তাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। রবিবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নেতাজি সুভাষ রোড সংলগ্ন ইংরেজবাজার মহিলা থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বের রূপকথা সিনেমা হলে। আর এই ঘটনায় থিয়েটার হলে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও এমন পরিস্থিতির তৈরি হওয়ায় রীতিমতো হতভম্ব হয়ে পড়েছেন ওই সিনেমা হলের সমস্ত কর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, কোনদিন এরকম ঘটনা ঘটেনি। এই প্রথম নেশাগ্রস্থ অবস্থায় বিহারের কয়েকজন যুবক এসে তরুণীদের উত্তপ্ত করার ঘটনায় বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে। সোমবার দুপুরে দুই বিহারে যুবককে মালদাতে পেশ করেছে পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনা সঙ্গে যুক্ত আরো তিন বিহারী যুবকের খোঁজ শুরু করেছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম সিয়াউর রহমান এবং সারতাজ আহমেদ। এদের বাড়ি বিহারের কাটিহারে। ২৪ থেকে ২৫ বছর বয়সি ওই যুবকের পাঁচজনের একটি দল চার চাকার গাড়ি নিয়ে রবিবার বিকেলে মালদায় ঘুরতে আসে। রীতিমত মদ্যপান করে নেতাজি সুভাষ সংলগ্ন রূপকথা সিনেমা হলে নাইট শো দেখতেই বিহারের ওই পাঁচ যুবক ভিড় জমায়। ব্যালকনির শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে টিকিট কেটে সেখানেই সংশ্লিষ্ট পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরাটুলি এলাকার চার থেকে পাঁচ জন সিনেমা দেখার জন্য হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু অভিযোগ, সিনেমা শুরুর প্রথম থেকেই পিছনে বসে থাকা বিহারের পাঁচ জন যুবক উত্যক্ত করতে শুরু করে। যদিও একজন তরুণীর সঙ্গে তাঁর স্বামী ছিলেন। প্রথম থেকেই ওই তরুণীরা প্রতিবাদ করে আসছিলেন। পুরাটুলি এলাকার এক তরুণীর অভিযোগ, 'ওই যুবকদের টনটিটকারি এমনকি একজন বান্ধবীর গায়ে হাত দেওয়াতেই ভয়ে কয়েকজন চলে যায়। ওরা হিন্দিতে কথা বলছিল। সিনেমার ইন্টারভেল হতেই যখন আমি বাথরুমে যাই, তখ নই ওরা হুড়মুড়িয়ে বাথরুমে ঢুকে মোবাইলে ভিডিও করতে শুরু করে। ওই পরিস্থিতিতে আমি চিৎকার করে বেরিয়ে আসি। তখনই আমার স্বামী প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁকে গুলি করে মারার হুমকি পর্যন্ত দেয়। এরপর আমাদের চিৎকারে লোকজন জড়ো হয়ে যায়।' সিনেমা হলের কর্ণধার শুভেন্দু নারায়ণ চৌধুরী জানিয়েছেন, 'শান্তি শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতেই এই সিনেমা হলের প্রতিটি আনাচে-কানাচে সিসি ক্যামেরা বসানো রয়েছে। এখন হঠাৎ করে কেউ যদি এরকম বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করে আমরা কি করে বুঝব। পুলিশ তদন্তের ক্ষেত্রে যদি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ চায় তাহলে অবশ্যই সহযোগিতা করব।' ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ধাত্রীগ্রামে বামেদের স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: সিপিআইএমের ধাত্রীগ্রাম শাখার উদ্যোগে সোমবার ধাত্রীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। তার আগে পঞ্চায়েত দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত ছিলেন বাম নেতা রাখোহরি সেন, বৃন্দাবন বসাক, সুভাষ সরকার, কৃষ্ণচন্দ্র চাল,অসীম চক্রবর্তী, ডালিম বসু, কিতাব আলি শেখ, নকির শেখ, ছাত্তার মিয়া, বিক্রম মুর্মু-সহ প্রমুখ। একটি প্রতিনিধি দল পঞ্চায়েত প্রধানকে বিভিন্ন দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করে। দাবিগুলি হল--প্রকৃত ভোটারদের ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করা ও ট্রাইবুনালে আবেদনকারীদের সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না করা। অচল পঞ্চায়েতে সচল করে নাগরিক পরিষেবা দেওয়া, ১০০ দিনের কাজ চালু করা, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেহাল রাস্তা সংস্কার করা ও রাস্তার পাশের জঙ্গল পরিষ্কার করা, ড্রেন সংস্কার করে নিকাশি ব্যবস্থা ভালো রাখা, এলাকায় পানীয় জলের যোগান অব্যাহত রাখা, ক্ষেতমজুরদের সরকারি নির্ধারিত মজুরি চালু করা, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মত সমস্ত যোগ্য মহিলাদের 'অন্নপূর্ণা যোজনায়' মাসিক ৩ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া, ধাত্রীগ্রাম রেল স্টেশন এলাকায় উচ্ছেদ হওয়া গরীব বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ত্রিপল ও ত্রাণের ব্যবস্থা করা, ধাত্রীগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক আটকে চলা সবজি বাজার স্থানান্তর করা, ধাত্রীগ্রাম পোষ্ট অফিস মোড় থেকে বাধাগাছি রাস্তা সংস্কার করা, ধাত্রীগ্রাম ফুটবল মাঠ সংলগ্ন রাস্তা ও বাজারের ভেতরে রাস্তা সংস্কার করতে হবে। বাম কর্মীরা জানান,রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। ফলে নাগরিক পরিষেবা কার্যত ভেঙে পড়েছে। তাই নাগরিক পরিষেবা কার্যকর করা ও উন্নয়ণমূলক কাজ চালু করার দাবি করছেন তারা।

মেশিনে কয়লা লোডিং, কাজ হারানোর অভিযোগে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: ডিও-র কয়লা লোডিংয়ের কাজে শ্রমিকের বদলে মেশিন ব্যবহারের প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠল অন্ডালের সিদুলি সাইডিং। বহুদিন ধরে কয়লা লোডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের অভিযোগ, হঠাৎ করেই তাঁদের সরিয়ে মেশিনে লোডিং শুরু হওয়ায় কয়েক ডজন পরিবার কার্যত জীবিকা হারিয়েছে। কাজ ফেরানোর দাবিতে সোমবার সাইডিং চত্বরে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার যুবক ও শ্রমিকেরা। পরিস্থিতি যাতে অশান্ত না হয়, সে জন্য ঘটনাস্থলে মোতায়েন হয় অন্ডাল থানার উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, একসময় খনি অঞ্চলের বিভিন্ন সাইডিংয়ে ডিও-র কয়লা শ্রমিকেরাই লোডিং করতেন। কিন্তু ধাপে ধাপে সেই কাজ মেশিনের মাধ্যমে হওয়ায় বহু শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, কর্মসংস্থানের বিকল্প ব্যবস্থা না করেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। শ্রমিক বিকাশ হরিজন জানান, তিনি-সহ প্রায় ৪০ জন শ্রমিক গত ১০ থেকে ১২ বছর ধরে ওই সাইডিংয়ে ডিও-র কয়লা লোডিংয়ের কাজ করতেন। সম্প্রতি হঠাৎ করেই তাঁদের কাজ বন্ধ করে মেশিনে লোডিং শুরু হয়েছে। ফলে পরিবার নিয়ে চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ইসিএল কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসে শ্রমিকদের পুনর্বহালের ব্যবস্থা করুক। যদিও এই ঘটনায় ইসিএল কর্তৃপক্ষ বা ডিও-র কয়লা লোডিংয়ের টেন্ডারধারী সংস্থার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পলাশন মৃণালিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে বিধায়ক সুভাষ পাত্রকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না এক ব্লকের পলাশন মৃণালিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় বিধায়ক সুভাষ পাত্রকে সংবর্ধনা জানানো হয় সোমবার। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ও স্মারক তুলে দিয়ে বিধায়ককে সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়, যা উপস্থিত দর্শকদের প্রশংসা কুড়ায়। সংবর্ধনা গ্রহণ করে বিধায়ক সুভাষ পাত্র বলেন, 'শিক্ষাই সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শক্তি। ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে মানবিক মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার শিক্ষাও গ্রহণ করতে হবে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে এবং বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আজকের ছাত্রছাত্রীরাই আগামী দিনের দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিক্ষক, অভিভাবক ও সমাজের সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।' অনুষ্ঠানের শেষে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিধায়ককে শুভেচ্ছা জানিয়ে ভবিষ্যতেও বিদ্যালয়ের উন্নয়নে তাঁর সহযোগিতা কামনা করা হয়।

রক্তদান শিবির, চারা গাছ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডাক্তার বিসি রায় মেডিসিন ব্যাংক ও বাঘা যতীন ক্লাবের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী অঙ্কন প্রতিযোগিতা স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির বৃক্ষ রোপন ও চারা গাছ বিতরণ অনুষ্ঠান হয় ক্লাব প্রাঙ্গনে। ১২৬ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন প্রায় ১৫০ জন মানুষকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় ও ওষুধ বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, ডাক্তার বিসি রায় মেডিসিন ব্যাংকের সম্পাদক তপন ঘোষ, বাঘাযতীন ক্লাবের সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, ঝাড়গ্রাম মঠ মিশনের সম্পাদিকা ও বাঁকুড়ার মিশনের প্রতিনিধি দু'জনেই সন্ন্যাসীনি উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসকরা ও বেশ কিছু প্রাক্তন কাউন্সিলর ও বিশিষ্ট অতিথিরা। বাঘাযতীন ক্লাবের সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, 'সবার সহযোগিতায় রক্তদান শিবির সম্পন্ন হয়েছে স্বাস্থ্য শিবির হল, ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী এসে রক্ত দাতাদের পায়ে ফুল দিলেন, এটা ভাবা যায় না।'

অশোকনগরে পাচারের আগে বিপুল গোরু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: পাচারের মাঝপথে উদ্ধার ২৯টি গোরু ৪টি, মহিষ উদ্ধার গ্রেপ্তার ১১। অশোকনগর থানার পুলিশের বিশেষ অভিযানে রাতেই বড় সাফল্য। গোরু পাচারের অভিযোগে মোট ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ২৯টি গোরু ৪টি মহিষ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় গোরু পাচারের অভিযোগের ভিত্তিতে গভীর রাতে অভিযান চালানো হয়। প্রথমে মেনা এলাকা থেকে একটি ম্যাক্স গাড়ি আটক করে পুলিশ। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় ৪টি গোরু এবং গ্রেপ্তার করা হয় মোজাম্মেল শেখ আলমগীর সাহাজি ও শেখ শোয়েব আখতারকে। এরপর গাদামারা এলাকা থেকে আসা আরও ৪টি ম্যাক্স গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় অতিরিক্ত ২৯টি গোরু এবং মহিষ। ষএই ঘটনায় আরও ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের বাড়ি শাসন দেগঙ্গা বাদুড়িয়া এবং হরিণঘাটা থানার বিভিন্ন এলাকায় বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশের দাবি গরু পাচার চক্রের বিরুদ্ধে এই অভিযান আগামী দিনেও চলবে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অশোকনগর থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের সাত দিনের পুলিশি হেপাজত চেয়ে পাঠানো হয় বারাসাত আদালতে।

মানত পূরণের আগেই ভক্তির অগ্নিপরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: 'কথায় আছে, ভক্তির শক্তির কাছে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে।' আর সেই অটল বিশ্বাস ও অকৃত্রিম ভক্তিরই এক বিরল নজির দেখা গেল শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবার পশ্চিম বর্ধমানের খনি অঞ্চলে। অন্ডালের খান্দরা বাউড়ি পাড়া এলাকার যুবক হৃদয় বাউড়ি বাবা ভোলেনাথের কাছে একটি মানত করেছিলেন। সেই মানত এখনও পূর্ণ না হলেও, ভগবানের প্রতি অগাধ বিশ্বাস থেকেই তিনি গ্রহণ করেন এক কঠিন ও ব্যতিক্রমী ব্রত। পাণ্ডবেশ্বরের অজয় নদী থেকে জল তুলে প্রায় ১৪ কিলোমিটার পথ বড় বড় সূচালো পেরেকের বিছানায় শয়ন করে দণ্ডি দিতে দিতে তিনি পৌঁছান প্রাচীন বিশ্বেশ্বরী নীলকণ্ঠ মন্দিরে, বাবা ভোলেনাথের মাথায় জল ঢালার উদ্দেশ্যে। রবিবার গভীর রাত প্রায় ১টা নাগাদ অজয় নদী থেকে পবিত্র জল সংগ্রহ করে যাত্রা শুরু করেন হৃদয়। দীর্ঘ ১৪ কিলোমিটার পথজুড়ে পেরেকের শয্যায় দণ্ডি দিতে দিতে এগিয়ে চলার দৃশ্য দেখতে রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমান অসংখ্য মানুষ। এমন বিরল ভক্তির প্রকাশ দেখে বিস্মিত হন পথচারী থেকে শুরু করে খনি অঞ্চলের বাসিন্দারাও। অনেকেই বলেন, অদম্য মানসিক শক্তি আর ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস ছাড়া এমন কঠিন সাধনা সম্ভব নয়। সোমবার দুপুর প্রায় ২টো নাগাদ হৃদয় বাউড়ি পৌঁছান পাণ্ডবেশ্বরের ঐতিহ্যবাহী বিশ্বেশ্বরী নীলকণ্ঠ মন্দিরে। সেখানে বাবা ভোলেনাথের মাথায় জল নিবেদন করে নিজের ব্রত সম্পূর্ণ করেন তিনি। মন্দিরে উপস্থিত ভক্ত ও দর্শনার্থীরাও তাঁর এই অনন্য সাধনা দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন। হৃদয় বাউড়ি জানান, বাবা ভোলেনাথের কাছে একটি মানত করেছিলেন তিনি। সেই মানত পূরণ হবে কি না, তার অপেক্ষায় না থেকে শুধুমাত্র ভক্তির টানেই তিনি এই কঠিন ব্রত পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর বিশ্বাস, আন্তরিক ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা করলে মহাদেব নিশ্চয়ই তাঁর মনের ইচ্ছাপূরণ করবেন। শ্রাবণের পবিত্র সোমবারে হৃদয় বাউড়ির এই ব্যতিক্রমী সাধনা যেন আবারও মনে করিয়ে দিল, ভক্তির কাছে শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ, বিশ্বাসই মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি। বাবা ভোলেনাথের প্রতি এই অকৃত্রিম আত্মসমর্পণ ও অদম্য নিষ্ঠা খনি অঞ্চলের মানুষের মনে গভীর ছাপ ফেলেছে।

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর : L27100WB2010PLC144405
রেজিস্টার্ড অফিস : বিকানের বিল্ডিং ৮/১, লাল বাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
ইমেল : info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com
ফোন +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪

ভৌত আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তর অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তকরণ এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া তাদের ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026-এর মাধ্যমে "ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ বা ভৌত শেয়ার হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা" চালু করেছে। সেই অনুযায়ী, ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে কেনা-বেচা হওয়া সমস্ত ফিজিক্যাল শেয়ার;যার মধ্যে ১ এপ্রিল, ২০১৯ -এর আগে কোম্পানি বা তাদের রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে হস্তান্তরের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নথিপত্রের ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত পাঠানো হয়েছিল এবং যেগুলি ৩১ মার্চ, ২০২১-এর (অর্থাৎ পুনরায় জমা দেওয়ার নির্ধারিত শেষ তারিখ) মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ পুনরায় জমা দেওয়ার কথা ছিল;সেগুলি কোম্পানি বা আরটিএ-এর কাছে ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের বিশেষ সময়সীমার মধ্যে জমা বা পুনরায় জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। তবে, এক্ষেত্রে দাবিদারদের কাছে অবশ্যই মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং উক্ত শেয়ারগুলি কোনো কারণে 'ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি'-র কাছে হস্তান্তরিত হয়ে থাকা চলবে না। এছাড়া, একবার হস্তান্তরিত হওয়ার পর সিকিউরিটিজগুলি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহীতার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য এগুলি 'লক-ইন' বা বিক্রয়-নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত থাকবে; উক্ত লক-ইন সময়কালে এই সিকিউরিটিজগুলি হস্তান্তর, লিয়েন-মার্ক বা বন্ধক রাখা যাবে না।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনি কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারি অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট;অর্থাৎ মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড ঠিকানা ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ; টেলিফোন (০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮); ই-মেইল mdpldc@yahoo.com-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে
অভিষেক চক্রবর্তী
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং- এ৬০১৩৪
তারিখ : ২৮.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
সুপ্রিম অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	সুপ্রিম অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৬ এপ্রিল ১৯৭৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U24116WB1978PTC031466
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং মূল অফিস (যদি থাকে) ঠিকানা	রেজিস্টার্ড অফিস : ৫৩, জাস্টিস চন্দ্র মাধব রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রক্রিয়া বন্ধের তারিখ	২১ জুলাই ২০২৬
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২২ জুলাই ২০২৬ লিকুইডেটর কর্তৃক নির্দেশ গৃহীত ২৭.০৭.২০২৬ তারিখ)
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার	শ্রী প্রতীম বয়াল রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N00213/ 2018-2019/12385
৯.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	রুম নং ৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা ২/৬ শরৎ বোস রোড, মিন্টো পার্ক, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২০ ইমেল : pratimbayal@gmail.com
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ইমেল : supreme.cirp@gmail.com

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, ডিভিশন বেঞ্চ, কোর্ট নং ২, কলকাতা, সুপ্রিম অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড এর দেউলিয়া প্রক্রিয়া ২২ জুলাই ২০২৬ তারিখে শুরুর জন্য নির্দেশ দিয়েছে সংশ্লিষ্ট ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোডের ধারা ৩৩ অধীনে।

স্বা/-
(প্রতীম বয়াল)
লিকুইডেটর
IBBI/IPA-003/IIPN00213/2018-2019/12385
এএফএ নং AA3/12385/02/311226/301395
বৈধ : ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত
তারিখ : ২৭ জুলাই ২০২৬
স্থান : কলকাতা

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর : L27100WB2010PLC144409
রেজি. অফিস : ৮/১ লাল বাজার স্ট্রিট, বিকানের বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন নম্বর : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪
ইমেল : investor.relations@mcmil.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiacoatedmetals.com

ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় নথিভুক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া তাদের ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026-এর মাধ্যমে [illegible]

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
[illegible]
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং- [illegible]
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭.০৭.২০২৬

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
২০১৬ সালের ইলসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সাম্প্রতিক সময়ে আদায়যোগ্য নয় এমন সম্পদের জন্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সেরা প্রস্তাব আহ্বান

বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড
(দেউলিয়াগ্রস্ত) CIN: U45400WB2014PTC200347
রেজিস্টার্ড অফিস : ১, নিউ বাটা রোড, মহেশতলা, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪০

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্করাপসি কোড অধীনে এবং সংশ্লিষ্ট অধীনে রেগুলেশন অনুযায়ী বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কর্পোরেট ডেটর) এর সমুদয় সম্পদ কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ) কর্তৃক দাবিকৃত, মানি স্যুট নং ৮ -২০২০ সালের অনুযায়ী মহামান্য কমার্শিয়াল কোর্ট, আলিপুর অধীনে বিচারাধীন এবং 'নট রেডিলি রিয়েলাইসেবল অ্যাসেট (এনআরআরএ) শ্রেণিভুক্ত, নিয়েগের প্রস্তাব করছে, পুনমূল্যায়ন সহ বা ব্যতীত,২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি রোড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৭এ অনুযায়ী 'যেখানে যেঅবস্থায় আছে', 'যা আছে ভিত্তিতে' সেরা প্রস্তাব আহ্বানের মাধ্যমে। উক্ত নিয়োগের প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই।
নোটিশে স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে যে নিয়োগ প্রস্তাব আহূত হয়ে উক্ত মানি স্যুট সম্পর্কে এবং কোনও ই-নিলাম বা নিলাম বিক্রি প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য হবে না বা গণ্য করা হবে না।
আগ্রহী পক্ষ আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান, বায়না জমা দাখিল এবং অন্যান্য আবশ্যক নথি নিম্নোক্ত সারণিতে বিস্তারিত, লিকুইডেটলের ঠিকানা ঠিকানা/ইমেল নোটিশে উল্লিখিত মতে।

টেন্ডার, ইএমডি, ঘোষণা এবং অঙ্গীকার দাখিল	নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৩ সপ্তাহের মধ্যে
ইএমডি সহ টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়	১৮ আগস্ট ২০২৬ (মঙ্গলবার) সন্ধে ৬ টার মধ্যে।
দাখিলের ধরন	সিল করা খামে লিকুইডেটরের ঠিকানায় হাতে হাতে/ রেজিস্টার্ড ডাকে/ ইমেল মাধ্যমে।

২০১৬ সালের ইলসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৭এ অধীনে নিয়োগ নিম্নোক্ত উপলব্ধ সম্পদের জন্য

নট রেডিলি রিয়ালাইজেবল অ্যাসেট(এনআরআরএ) এর বিস্তারিত এবং টেন্ডার নিময়

সম্পদের বিস্তারিত (এনআরআরএ)	দাবির সমাধান (আইএনআর)	বায়না জমা দাখিল (আইএনআর)	উপযুক্ততা	টেন্ডার জন্য শেষ তারিখ
মানি স্যুট নং ৮- ২০২০ সালের (বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রা লি বনাম কেএমডিএ এবং অন্যান্য) মহামান্য কমার্শিয়াল কোর্ট, আলিপুর সমীপে বিচারাধীন- কর্পোরেট ডেটর এর সমুদয় সম্পদ, শ্রেণিভুক্ত এনআরআরএ হিসেবে।	ক) ৩,১৩,৪৪,০০,০০০ টাকার জন্য ডিক্রি, খ) ৩৮,৮০,০২০ টাকার জন্য ডিক্রি এবং গ) ১৪.১৫ শতাংশ বার্ষিক হারে বিচার অনুযায়ী সুদ এবং অন্তর্বর্তীকালীনল সুদ।	২৫,০০,০০০ টাকা	কোডের ধারা ২৯এ অনযায়ী বাধ্যতামূলক উপযুক্ততা	১৮.০৮.২০২৬ সন্ধে ৬ টার মধ্যে (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৩ সপ্তাহ)

আগ্রহী আবেদনকারীগণ সংশ্লিষ্ট মানি স্যুটের বিস্তারিত উল্লেখ, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি এবং নিয়োগের নিয়ম এবং শর্তাদি যা লিকুইডেটরের কাছ থেকে উপলব্ধ লিখিতভাবে অনুরোধ করে নিম্নোক্ত ইমেল আইডি : bbtelevatedroad@gmail.com এবং pratimbayal@gmail.com মাধ্যমে। সফল ডাকদাতাদের ইএমডি সমন্বিত/ব্যবস্থিত হবে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক, অসফল ডাকদাতাদের ইএমডি সুদ ব্যতীত ফেরত দেওয়া হবে।
নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে কর্পোরেট ডেটরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এনইএফটি/আরটিজিএস/ফান্ড ট্রান্সফার মাধ্যমে ইএমডি দাখিল করতে হবে : ব্যাঙ্ক : ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, শাখা : চৌরঙ্গি, অ্যাকাউন্ট নাম : বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড, অ্যাকাউন্ট নং : ০৭৭০১১০১০০০০১১০, আইএফএসসি কোড : ইউবিআইএন০৮০৭৭০২। ডাকদাতারা টেন্ডারের সঙ্গে ইএমডি স্থানান্তরের [illegible] স্ট্যাটাস এবং প্রসপেক্ট এর নিজ ব্যয়ে প্রস্তাব দাখিলের পূর্বে স্বাধীনভাবে যাচাইয়ের।

প্রতিম বয়াল লিকুইডেটর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে
বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি নং : IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385
এএফএ নং : AA3/12385/02/311226/301395 (বৈধ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত)
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং ৭০৮, ৮মতল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, মিন্টো পার্ক, কলকাতা- ৭০০০২০
যোগাযোগ নং : (+৯১) ৯৯০৩৮৮৬৭৮২ ইমেল আইডি (প্রসেস স্পেসিফিক) : bbtelevatedroad@gmail.com,রেজি ইমেল আইডি : pratimbayal@gmail.com
তারিখ : ২৮ জুলাই ২০২৬

মেগা ফ্লেক্স প্লাস্টিকস লিমিটেড
CIN : L25209WB2003PLC097273
রেজি. অফিস : ৪, হো চি মিন সরণি, স্যুট -২এ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ
ওয়েবসাইট : www.megaflex.co.in **ইমেল আইডি :** info@megaflex.in
ফোন নং : +৯১ ৩৩ ৪০২৯ ৩৪৯৪

২২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যাদির নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে **মেগা ফ্লেক্স প্লাস্টিকস লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") শুক্রবার, ২১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.৩০ টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী, **সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("এলওডিআর রেগুলেশনস")**, এর পাশাপাশি **কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ")** কর্তৃক জারি করা সর্বশেষ সাধারণ পরিপত্র নং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এবং পূর্বে জারি করা পরিপত্রগুলি (মূল পরিপত্র নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০)-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ মেনে কোম্পানির ২২তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। **ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)** কর্তৃক প্রদত্ত ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সদস্যরা তাদের রিমোট ই-ভোটিং লগ ইন শংসাপত্র ব্যবহার করে এবং বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এজিএম-এ উপস্থিত হতে এবং অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারার অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।
উপরোক্ত এমসিএ পরিপত্র এবং সেবি রেগুলেশনস মেনে, কোম্পানি সোমবার, ২৭.০৭.২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার ("এজিএম") বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সেই সকল সদস্যদের পাঠিয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা শুক্রবার, ২৪ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। ২২তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট https://megaflex.co.in/general-meeting এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানিটি তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ www.nseindia.com থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।
অধিকন্তু, সংশোধিত সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস মেনে, যেসব শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে যেখানে ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়ার সঠিক পথ সহ ওয়েব-লিঙ্ক প্রদান করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপি শুধুমাত্র সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের পাঠানো হবে যারা বিশেষভাবে এর জন্য অনুরোধ করবেন। কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের পরিবেশগত স্থায়িত্বকে সমর্থন করতে কোম্পানির সমস্ত ভবিষ্যৎ যোগাযোগ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে গ্রহণ করার বিকল্প বেছে নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করছে।

রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ ই-ভোটিং

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ধারার বিধান এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর ২০ নম্বর নিয়ম, এলওডিআর রেগুলেশনস ২০১৫-এর ৪৪ নম্বর রেগুলেশন এবং সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে, কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের ২২তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত প্রস্তাবের উপর তাদের ভোট দেওয়ার জন্য এজিএম-এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।

ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ যোগদানের অধিকার গণনার জন্য ই-ভোটিং-এর কাট-অফ তারিখ	:	১৪.০৮.২০২৬
রিমোট ই-ভোটিং শুরু	:	১৮.০৮.২০২৬ সকাল ৯টায়
রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্তি	:	২০.০৮.২০২৬ বিকেল ৫টায়

২০.০৮.২০২৬ তারিখে বিকেল ৫টার পর রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৪.০৮.২০২৬ তারিখে ডিপোজিটরিদের দ্বারা পরিচালিত সদস্যদের রেজিস্টারে বা বেনিফিশিয়াল মালিকদের রেজিস্টারে রেকর্ড করা আছে, শুধুমাত্র তিনিই রিমোট ই-ভোটিং-এর পাশাপাশি **এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং** সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। কাট-অফ তারিখে যিনি সদস্য নন, তার এই বিজ্ঞপ্তিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।
যেসব সদস্য কোম্পানির কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা কীভাবে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে বা সভার সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন এবং যেসব ব্যক্তি কোম্পানির কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা কীভাবে তা কোম্পানির কাছে নিবন্ধন করতে পারবেন তার পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তির "নোটস" বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। [illegible]

মেগা ফ্লেক্স প্লাস্টিকস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শ্বেতা সিংঘি
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭.০৭.২০২৬

আরামবাগে বিধায়ক সেবাকেন্দ্রের উদ্বোধন

১৫টি অঞ্চলে অভিযোগ বক্সে মিলবে সমস্যার সমাধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সাধারণ মানুষের সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য আরামবাগ বিধানসভার ১৫টি অঞ্চলে তৈরি হলো বিধায়ক সেবা কেন্দ্র। আর সেই সেবা কেন্দ্রে বিধায়কের অনুপস্থিতিতে ড্রপ বক্সে ফেলা সাধারণ মানুষের আবেদন দ্রুত যাচাই করে সমাধান করবেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ। সোমবার আরামবাগ শহরে প্রধান দপ্তর হিসাবে বিধায়ক সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। রীতিমতো হোমযজ্ঞ ও পুজোপাঠের মাধ্যমে এই সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। নির্বাচনে জয়ের পর থেকেই মানুষের পাশে থেকে তাঁদের নিত্যদিনের সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগকে। কখনও অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, কখনও প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে এলাকার সমস্যা সমাধান, আবার কখনও সরাসরি সাধারণ মানুষের বাড়িতে পৌঁছে তাঁদের অভাব অভিযোগ শোনা এই ধারাবাহিকতার মধ্যেই এবার আরও এক নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করলেন তিনি। এই সেবা কেন্দ্রের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ হল অভিযোগ বক্স। অনেক সময় সাধারণ মানুষ বিভিন্ন কারণে নিজেদের সমস্যা বা অভিযোগ সরাসরি প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করেন। সেই বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই এই অভিযোগ বক্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু আরামবাগ শহরেই নয়, আরামবাগ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও এই অভিযোগ বক্স বসানো হবে। ১ আগস্ট থেকে সক্রিয় হবে সেবা কেন্দ্রগুলি। এই বিষয়ে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, 'অভিযোগ বক্সে জমা পড়া অভিযোগের দ্রুত সমাধান হবে। আজ আরামবাগ শহরে প্রধান সেবা কেন্দ্র খোলা হল। প্রতিটি অঞ্চলে সেবা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই সেবা কেন্দ্রে থাকবে তিনটি টোল-ফ্রি নম্বর, যেখানে সাধারণ মানুষ ২৪ ঘণ্টা যোগাযোগ করতে পারবেন। ফোনের পাশাপাশি থাকবে হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবা এবং ল্যান্ডলাইন সুবিধা, যাতে যে কোনও প্রয়োজনে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে সাধারণ মানুষ।' সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগ শহরে সেবা কেন্দ্রে উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়।

ছাত্রের মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ি: বীরভূমের সিউড়ির আব্দারপুরে এক বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসার গাফিলতি ও ভুল ইনজেকশন দেওয়ার অভিযোগে দশম শ্রেণির এক ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সোমবার তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। মৃত ছাত্র মৈনাক দাস সিউড়ি জেলা স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নার্সিংহোম চত্বরে বিক্ষোভ শুরু হলে পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। পরে সিউড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিবারের অভিযোগ, শ্রাবণ মাস উপলক্ষে দু'দিন আগে শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়েছিল মৈনাক। রবিবার রাতে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট ও পেটে অস্বস্তি অনুভব করলে তাকে রাতে একটা নাগাদ সিউড়ির সুবোধ সাহা নার্সিং হোম-এ ভর্তি করা হয়। রাতে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর কিছুটা সুস্থ বোধ করে মৈনাক। চিকিৎসক তাকে অবজারভেশনে রাখার পরামর্শ দিয়ে ভর্তি রাখেন। রাত কর্তব্যরত নার্স ইনজেকশন দেওয়ার পর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে বলে পরিবারের অভিযোগ। কিছুক্ষণের মধ্যেই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের সদস্যদের দাবি, ভুল ইনজেকশন এবং চিকিৎসার চরম গাফিলতির কারণেই মৈনাকের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগও তোলা হয়েছে। এমনকি একজন চিকিৎসকের নামে প্রেসক্রিপশন করে অন্যজন চিকিৎসক চিকিৎসা করছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার খবর ভোরেই ছড়িয়ে পড়তেই আত্মীয়-পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা নার্সিংহোমে বিক্ষোভ দেখান। ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উপস্থিত হন। সিউড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি উত্তম রজকও। পুলিশের উপস্থিতিতে ছাত্রের দেহ ময়না তদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের দাবি ময়না তদন্তের পুরো প্রক্রিয়া ভিডিওগ্রাফি করতে হবে। পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হবে বলেও পুলিশ জানিয়েছে। এই ঘটনার পর বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার মান, চিকিৎসায় গাফিলতি এবং রোগী-পরিজনের সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আচরণ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও বেসরকারিএই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি নিয়ম মেনে চিকিৎসা করা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষে ডক্টর সব্যসাচী সাহা ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় তারা গভীর দুঃখ প্রকাশ করে এই মৃত্যুর তদন্তের জন্য সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে বলে জানান।

সংগঠন গোছাতে ময়দানে বিদ্রোহী তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের নীরবতার মাঝখানেই সংগঠন গোছাতে শুরু করেছে বিদ্রোহী ঋতব্রতপন্থী বিদ্রোহী তৃণমূলের নেতারা। একুশে জুলাইয়ের পৃথক সমাবেশের পর অন্যান্য জেলার মতো পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলাতেও বিদ্রোহী তৃণমূলের বুথ ভিত্তিক বৈঠক শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস আড়াআড়ি ভাবে ভাগ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই রাজ্য জুড়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে কিম কর্তব্যবিমূঢ় পরিস্থিতি তৈরি হয়। তারই মধ্যে কালীঘাটপন্থী ও ঋতব্রতপন্থী দুই তৃণমূলের ডাকা একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে গণ্যমান্য হলেও ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা থেকে বেশ কিছু নেতাকর্মী যোগ দিয়েছিলেন। তারপর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীদের সেরকম কোনও তৎপরতা না দেখা গেলেও সংগঠন গোছাতে বিদ্রোহী তৃণমূলের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় বুথস্তরে কর্মী বৈঠক করে বিদ্রোহী তৃণমূল নেতারা বলছেন, 'তাঁরাই আসল তৃণমূল এবং ঘাস ফুল প্রতীক তাঁরাই পাচ্ছেন।' ঝাড়গ্রামের জামবনি ব্লক থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মধুসূদন মুর্মু এবং তৃণমূলের এসটি সেলের দীর্ঘদিনের নেতা অর্জুন হাঁসদা শতাধিক কর্মী নিয়ে বিদ্রোহী তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। জামবনির সেই তৃণমূল নেতা অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে কর্মীদের দোদুল্যমান বিভ্রান্তি দূর করে নিজেদের পক্ষে সংগঠন গোছাতে রবিবার থেকে গ্রামে গ্রামে সভা করছেন বলে তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরের রাজ্য কমিটির সদস্য নির্মল ঘোষ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত তৃণমূল সাংসদ কালীপদ সোরেন সম্প্রতি এনসিপিআই দলে যোগ দেওয়ার পর তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি আরও বেড়ে যায়। সেই বিভ্রান্তি কাটিয়ে তাঁদের বিদ্রোহী তৃণমূল শিবিরে টানতে নির্মল- অর্জুনরা গ্রাম বৈঠকে বলছেন, 'তৃণমূল দলটা কর্মীদের নিয়ে তৈরি, কোনও ব্যক্তির একার দল নয়। তাই সমস্ত কর্মী মিলে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিদ্রোহী তৃণমূল দলের রাজ্য কমিটির সদস্য হওয়ার পর থেকেই পালে হাওয়া টানতে তৎপর হয়েছেন খ ড়্গপুরের প্রদীপ সরকার ও মেদিনীপুরের নির্মল ঘোষ-সহ বেশ কয়েকজন নেতা।' নির্মল ঘোষ রবিবার থেকে ঝাড়গ্রাম জেলায় সংগঠন গোছানোর অভিযান শুরু করেছেন। এদিন অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠক করেছেন পড়িহাটিতে। অর্জুন হাসদা জানিয়েছেন, 'তৃণমূল কর্মীদের সংশয় দূর করে সংগঠন গোছানোর এই অভিযান চলবে।' তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরের এই তৎপরতায় রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

এদিকে, ২৩শে জুলাই তৃণমূলের দখলে থাকা ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের নতুন সভাধিপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচনের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। এই জেলা পরিষদে ১৯ জন সদস্যই তৃণমূলের। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর মমতার তৃণমূল কংগ্রেস আড়াআড়ি দু'ভাগ হয়ে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত সভাধিপতি চিন্ময়ী মারাণ্ডির বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন ১৪ জন সদস্য। এর পিছনে বিদ্রোহী তৃণমূলের তৎপরতা এবং বিজেপির অদৃশ্য হাত রয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি। যদিও গেরুয়া শিবির তা মানতে চায়নি। তবে, জেলা পরিষদে অনাস্থা নিয়ে আসা এবং নতুন সভাধিপতি নির্বাচনে বিদ্রোহী তৃণমূল শিবিরের জোরাল ভূমিকার বিষয়টি মানছেন জেলার রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

গো-মাতাকে জাতীয় মাতার সম্মান ও অবিলম্বে গো-হত্যা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে পথে নামল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সোমবার সিউড়িতে এই দাবি জানিয়ে পথ পরিক্রমা করে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

পার্টি অফিস বদলে গেল স্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের পুরন্দরপুরে হাই স্কুলের জায়গা দখল করে তৈরি হয়েছিল তৃণমূলের পার্টি অফিস সোমবার সেই তৃণমূল পার্টি অফিসে নিজেদের জায়গা দখল নিয়ে ক্লাস শুরু করল পুরন্দরপুর হাই স্কুল কর্তৃপক্ষ। ২০১৭ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের আমি অনেক হিন্দু জায়গাটি জোর করে দখল করে পার্টি অফিস বানায় বলে অভিযোগ। রাজ্যে পালাবদল হতেই স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় প্রায় ১০ বছর পর নিজেদের জায়গা বুঝে নিয়ে ক্লাস শুরু করায় খুশি ছাত্র-ছাত্রী থেকে শিক্ষক সকলেই। ২০১৭ সালে তৃণমূল ব্লক সভাপতি শেখ নুরুলের নির্দেশে এবং পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অশ্বিনী মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে কার্যত স্কুলকে না জানিয়ে জায়গার দখল নিয়েছিল তৃণমূল ভবন তৈরীর সময় স্কুল ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকেরা নিজেদের সাধ্যমত চেষ্টা করেও বারবার অনুনয় বিনয় করেও সেই সময় আটকাতে পারিনি তৃণমূল ভবন তৈরির কাজ। বাধ্য হয়েই স্কুলের রেজুলেশন খাতায় তাদের অপারগতার কথা স্বীকার করে জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াই ক্ষমতা, তাদের নেই এবং ভবিষ্যতে সময় এলে তা ফিরিয়ে নেওয়া হবে এই অঙ্গীকার করেই রেজুলেশনের সই করেছিলেন স্কুলের শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটি। দীর্ঘ ১০ বছরের মাথায় রাজ্যের পালাবদলের পর জমির পর্চা বের করে নিজেদের কথা স্থানীয় মানুষদের জানিয়ে সোমবার পুরন্দরপুর তৃণমূল কার্যালয়ে দখল নিল স্কুল। স্কুলের পক্ষ থেকে পুরো ঘটনার কথা উপস্থিত সকলকে জানিয়ে অফিসের তালা ভেঙে শুরু হল ক্লাস। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, এই তৃণমূল ভবন থেকেই এতদিন সমাজ ধ্বংসের কারিগর তৈরি হতো। এবার থেকে সমাজ গড়ার কারিগর তৈরি হবে বলেই স্থানীয় মানুষদের আশা।

সোমবার তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল ঢালায় উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সোমবার সকাল থেকেই শিবের মাথায় জল ঢেলে পুজো করার আশায় মন্দিরে যেতে শুরু করেন পুণ্যার্থীরা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে ভিড়ও। চলছে শ্রাবণ মাস। গোটা মাস জুড়েই হুগলির তারকেশ্বরে উপচে পড়ে ভিড়। প্রসঙ্গত, এবছরই জাতীয় মেলার তকমা পেয়েছে শ্রাবণী মেলা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মেলার উদ্বোধন করে জানিয়েছিলেন, 'আবহাওয়া অনুকূল থাকলে এবছর থেকে প্রতি সোমবার মন্দিরে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করা হবে। কিন্তু গত সপ্তাহে আবহাওয়া অনুকূল থাকায় রবিবারই হেলিকপ্টার থেকে পুষ্প বৃষ্টি করা হয়। এ সপ্তাহেই সেই 'ট্র্যাডিশন'ই বজায় রাখা হয়েছে।' এসপ্তাহেও রবিবার হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করা হয়। গোটা মাস জুড়েই তারকেশ্বরের মন্দির এবং সংলগ্ন মেলায় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটি, নিমাইতীর্থ ঘাট-সহ গঙ্গার আরও কয়েকটি ঘাট থেকে জল নিয়ে বাঁক কাঁধে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরের উদ্দেশে রওনা দেন পুণ্যার্থীরা। মেলায় আগত পুণ্যার্থীদের জল, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা, তিন দিকেই জোর দিয়েছে প্রশাসন। জানা গিয়েছে, গঙ্গার ১৪টি ঘাটে স্নানের জন্য জলের মধ্যে ব্যারিকেড-সহ বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বার থেকে ঘাটে আর ১০ টাকা করে তীর্থকর নেওয়া হবে না। গঙ্গার ঘাটের আধুনিকীকরণে পুণ্যার্থীদের চোখেমুখে খুশির ঝলক। তাঁদের জন্য প্রতি ৫ কিলোমিটার অন্তর স্বাস্থ্য শিবির করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিলোমিটার রাস্তায় রয়েছে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা। সঙ্গে তারকেশ্বরে নির্মাণ করা হয়েছে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট দু'টি মিনি হাসপাতাল, যেখানে জঙ্খড্ড-র সমতুল্য চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাবে।

ঝাড়গ্রামে চালু পুলিশের 'সাইরেন মোবাইল'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাতের শহরে আইনশৃঙ্খলা আরও মজবুত করতে একের পর এক উদ্যোগ নিচ্ছে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। অপরাধ দমনের পাশাপাশি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধে এবার চালু হল বিশেষ টহল ব্যবস্থা 'সাইরেন মোবাইল'। পুলিশের দাবি, এই উদ্যোগের ফলে রাতের শহরে বাড়বে নজরদারি, কমবে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে। রাতের ঝাড়গ্রাম শহরে এখন নতুন সংযোজন সাইরেনের শব্দ। বিশেষ মোটরবাইক ও পুলিশের টহলদারি গাড়ি নিয়ে রবিবার থেকে শুরু হয়েছে 'সাইরেন মোবাইল'-এর নজরদারি। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে টহল শুরু হয়ে চলবে সারা রাত। জেলার পুলিশ প্রশাসনের আশা, এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাতের শহরে পুলিশের দৃশ্যমান উপস্থিতি যেমন বাড়বে, তেমনই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলা বলেন, তশহরের কয়েকটি এলাকায় রাতে অকারণ জমায়েত ও সমাজবিরোধীদের আড্ডার খবর আমাদের কাছে আসছিল। এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই বিশেষ 'সাইরেন মোবাইল' চালু করা হয়েছে। আপাতত ঝাড়গ্রাম শহরেই এই পরিষেবা শুরু হয়েছে।দ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিশেষ টহলদারিতে রয়েছে সাইরেন-যুক্ত দুটি মোটরবাইক এবং দুটি চারচাকা পুলিশের গাড়ি। চারচাকা গাড়িগুলির একটিতেও সাইরেনের ব্যবস্থা রয়েছে। পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী কখনও দুটি মোটরবাইক একসঙ্গে, আবার কখনও আলাদা আলাদাভাবে শহরের বিভিন্ন এলাকায় টহল দেবে। প্রয়োজনে চারচাকা টহলদারি গাড়ির সঙ্গে সমন্বয় রেখেও অভিযান চালানো হবে। ফলে কম সময়ে শহরের বৃহত্তর অংশে নজরদারি চালানো সম্ভব হবে বলে মনে করছে জেলা পুলিশ। পুলিশের মতে, আধুনিক পুলিশিং ব্যবস্থায় দৃশ্যমান টহল অপরাধ প্রতিরোধের অন্যতম কার্যকর উপায়। তাই শুধুমাত্র অপরাধ ঘটার পর ব্যবস্থা নেওয়া নয় বরং অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তা রুখে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সাইরেন বাজিয়ে টহল দেওয়ার ফলে অনেক দূর থেকেই পুলিশের উপস্থিতি টের পাওয়া যাবে, যা সম্ভাব্য অপরাধীদের নিরুৎসাহিত করবে বলে আশা প্রশাসনের। বিশেষ নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, বাজার এলাকা, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন চত্বর, পার্ক সংলগ্ন এলাকা, নির্জন রাস্তা এবং যেসব জায়গায় রাতের বেলা অকারণ আড্ডা বা জমায়েতের অভিযোগ বেশি, সেই সমস্ত এলাকাকে। পাশাপাশি প্রয়োজনে নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষ অভিযানও চালানো হবে। আগামী দিনে জেলার অন্যান্য থানাতেও ধাপে ধাপে 'সাইরেন মোবাইল' পরিষেবা চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। জেলা পুলিশের আশা, রাতের শহরে এই নতুন উদ্যোগ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং আরও নিরাপদ হয়ে উঠবে ঝাড়গ্রাম শহর।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু কংগ্রেস কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক কংগ্রেস কর্মীর। ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার কুলডিহা মোড়ের কাছে, মুচিপাড়া শিবপুর রোডে। মৃতের নাম শেখ আজাহার। তাঁর বয়স ২১বছর। তার বাড়ি কাঁকসার জাটগড়িয়া গ্রামে। পরিবার সূত্রে খবর, আজাহার কাঁকসার মুচিপাড়া এলাকায় একটি বেসরকারি কারখানায় কাজ করতো। রবিবার রাতে কাজ শেষ করে বাইকে চেপে বাড়ি যাচ্ছিল মুচিপাড়া শিবপুর রোড ধরে। সেখানেই একটি ট্রেলারের সাথে বাইকের ধাক্কা হয়। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দিলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় কাঁকসা থানার পুলিশ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। সম্প্রতি কলকাতায় কংগ্রেসের শহীদ দিবস অনুষ্ঠানেও সে যোগ দিয়েছিল। সক্রিয় একজন কংগ্রেস কর্মীকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ কাঁকসা ব্লকের গোটা কংগ্রেস পরিবার।

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৭; টেলিফোন: (+৯১৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৪
ওয়েবসাইট:- www.idbibank.in CIN-L65190MH2004GO1148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, জোনাল অফিস বিল্ডিং (২য় তলা), শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা ৭০০০১৭**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়াসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন যাতে ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত তারিখগুলিতে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তি নিয়ে যে কোনো লেনদেন নীচে উল্লিখিত পরিমাণের সাথে প্রযোজ্য সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ/চার্জ সহ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, জোনাল অফিস বিল্ডিং (২য় ফ্লোর), শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা ৭০০০১৭-এর চার্জ সাপেক্ষে হবে। সিকিওরড সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টার-এর নাম অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী দাবিকৃত অর্থ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	**গিয়াসউদ্দিন খান (ঋণগ্রহীতা) এবং হারিনা বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা)** লোন অ্যাকাউন্ট নং 1138675100001991, 1138675100002295 এবং 1138675100002325	**১) ২২.০৪.২০২৬** **২) ২৪-০৭-২০২৬** ৩) ১০.০৩.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া **২৯,১৪,৪০১.৩২/- টাকা** (ঊনত্রিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার চারশো এক টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র) (০৯.০৩.২০২৬ পর্যন্ত সুদ ধরা হয়েছে) এবং ১০.০৩.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর পরবর্তী সুদ, খরচ ও চার্জ সহ।	ব্যাঙ্কের অনুকূলে তৈরি করা ২২.০৫.২০১৫ তারিখের দলিল নং I-060901589/2015-এর মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, সম্পত্তির বিবরণ নিম্নরূপ: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাপ ১০ ডেসিমেল এবং তার উপর একটি বাড়ি, যা গ্রাম ও মৌজা: আন্দুয়া, জেএল নং ১৩৮, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৭৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৬৯, শ্যামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- গোঘাট, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। যার সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: শান্তিপুর বাদনগঞ্জ পিএমজিএসওয়াই রোড, দক্ষিণে: কিঙ্কর চন্দ্র মোদকের সম্পত্তি, পূর্বে: এসকে গিয়াসউদ্দিন খান এবং হারিনা বেগমের জমি, পশ্চিমে: সফিক মল্লিকের কৃষি জমি।

তারিখ: ২৮-০৭-২০২৬ স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংস্কৃত ভাষার প্রসারে বাঁকুড়ায় 'সংস্কৃত ভারতী'র 'সংস্কৃত সম্মেলন'

প্রীতিলতা বন্দোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে রবিবার বাঁকুড়া জেলা 'সংস্কৃত ভারতী'র উদ্যোগে বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল সংস্থার বার্ষিক জেলা 'সংস্কৃত সম্মেলন'। সারাদিন ব্যাপি এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সকাল ১০টায়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনায় বেদমন্ত্রে মঙ্গলাচরণ, সরস্বতী বন্দনা, ধ্যেয়মন্ত্র এবং জেলা সংযোজক কৃষ্ণেন্দু মহাপাত্রের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক পর্ব শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংস্কৃতপ্রেমী, শিক্ষাবিদ, ছাত্রছাত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার ভি.জি. সতীশ পাশুমার্থী, মহকুমাশাসক প্রলয় মণ্ডল, কিংবদন্তি সংস্কৃত পণ্ডিত তুলসীদাস মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত ভারতীর ক্ষেত্র সংগঠন প্রণব কুমার নন্দ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. তন্ময় ভট্টাচার্য, তিন বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি, লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার, ও সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডা. সুভাষ সরকার। অনুষ্ঠানে সুভাষিত পাঠ, প্রীতি রায়ের নৃত্য পরিবেশন, অতিথি ও সংগঠনের কার্যকর্তাদের বক্তব্য এবং বিষ্ণুপুরের মড়ার সম্মিলনী উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সমবেত সংগীত দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে বাঁকুড়া সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা কবিতা তা'র বৈদিক গীত ও শান্তি মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্য, বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব এবং বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে এই ভাষার চর্চা

বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠান সম্পর্কে জেলা সংযোজক কৃষ্ণেন্দু মহাপাত্র জানান, 'সংস্কৃত কেবল একটি প্রাচীন ভাষা নয়, ভারতের জ্ঞান-ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। সমাজের সর্বস্তরে সংস্কৃত ভাষার চর্চা ও প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।' সংস্কৃত ভারতী, বাঁকুড়া জেলার অন্যতম কার্যকর্তা অজয় তন্তুবায় বলেন, 'নতুন প্রজন্মের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতেই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতেও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সংস্কৃত ভাষাকে কেন্দ্র করে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।'

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বজবজ শাখা
১১/৫এ, হালদারপাড়া রোড, কলকাতা, পিন-৭০০১৩৭
ইমেইল: Budgeb@bankofbaroda.com

পরিশিষ্ট IV রুল [৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বজবজ শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০.০৫.২০২৬** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি মৌমিতা নস্কর** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **৩২,০২,৬৯৮.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ দুই হাজার ছয়শো আটানব্বই টাকা মাত্র) ২০.০৫.২০২৬ অনুযায়ী** তৎসহ আজ পর্যন্ত অবপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত অ্যাক্টের রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের ২৭শে জুলাই** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৩২,০২,৬৯৮.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ দুই হাজার ছয়শো আটানব্বই টাকা মাত্র) ২০.০৫.২০২৬ অনুযায়ী** তৎসহ আজ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়সমূহ **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বজবজ শাখা** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮)-এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা - জয়চণ্ডীপুর চড়িয়ালে অবস্থিত ২ তলা আরসিসি কাঠামোর সাথে **২.৫১৬ ডেসিমেল বা ১ কাঠা ৮ ছটাক ১৭ বর্গফুট** পরিমাপের বাস্তু জমির উপর আবাসিক বাড়ির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
বিক্রয় দলিল নং ১৩০৬৫/১৩ অনুযায়ী: জে.এল. নং ১০, তৌজি নং ৩৫৩, রে.সা. নং ২০, আর.এস. দাগ নং ৫৮২, এল.আর. দাগ নং - ৭৭১, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৭২ (বর্তমানে ১৮৮৮), **এলাকা ৪৩০ বর্গফুট,** প্রাঙ্গণ নং ৪২/এ স্বামী বিবেকানন্দ রোড, থানা - বজবজ, কলকাতা-৭০০১৩৭, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বজবজ পৌরসভার অধীনে।
জমিটির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: মিউনিসিপ্যাল ড্রেন দ্বারা; **দক্ষিণে:** ৬ ফুট মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা; **পূর্বে:** মৌমিতা নস্করের সম্পত্তি দ্বারা; **পশ্চিমে:** হাজারি মোহন ঘোষের সম্পত্তি দ্বারা।
বিক্রয় দলিল নং ১৩০৬৭/১৩ অনুযায়ী:
জে.এল. নং ১০, তৌজি নং ৩৫৩, রে.সা. নং ২০, আর.এস. দাগ নং ৫৮১, এল.আর. দাগ নং ৭৭০, এল.আর. খতিয়ান নং ২৫ (বর্তমানে ১৮৮৮), **এলাকা ৬৬৭ বর্গফুট,** প্রাঙ্গণ নং ৪২/এ স্বামী বিবেকানন্দ রোড, থানা বজবজ, কলকাতা ৭০০১৩৭, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বজবজ পৌরসভার অধীনে।
জমিটির সীমানা নিম্নরূপ:
উত্তরে: মিউনিসিপ্যাল ড্রেন দ্বারা; **দক্ষিণে:** ৬ ফুট মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা; **পূর্বে:** অভিজিৎ দে এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি দ্বারা; **পশ্চিমে:** শ্রীমতি মৌমিতা নস্করের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ২৭.০৭.২০২৬
স্থান: বজবজ
অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, বাঁকুড়া ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২ ১০১
ইমেল আইডি : recvbankro@centralbank.co.in

ভেহিকেল বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক নিচে উল্লিখিত যানবাহনগুলি বিক্রয়ের জন্য সিল-করা দরপত্র আহ্বান করছেন। এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি ২৪.০৮.২০২৬ তারিখে দুপুর ১টায় সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র বাঁকুড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ে সম্পন্ন হবে। ঋণগ্রহীতার বকেয়া অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক এই যানবাহনগুলির যেগুলি ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ ছিল বাস্তব দখল গ্রহণ করেছেন।

ক্রম নং	ভেহিকেলের বিবরণ	ঋণগ্রহীতার নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি	দায়বদ্ধতা এবং অন্য কোনও তথ্য
১.	১) রেজিস্ট্রেশন নং WB-67C-2073 ২) নির্মাতা অশোক লেল্যান্ড। ৩) মডেল এবং ভ্যারিয়েন্ট NR4825/66 T TIP White ৪) নির্মাণ বর্ষ ২৬.০৭.২০২৩।	শ্রী মানিক রায় লোন অ্যাকাউন্ট নং ৫৪২৮২২৭৯৮৬	৪৬,৯২,২১২.৬৪ (ছেচল্লিশ লাখ বিরানব্বই হাজার দুশো বারো টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা)	৩৩,৭৮,০০০.০০ টাকা (তেত্রিশ লাখ আটাত্তর হাজার টাকা)। ৩,৩৭,৮০০.০০ টাকা (তিন লাখ সাইত্রিশ হাজার আটশো টাকা)	ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়

বিক্রি **'যেখানে যেমন আছে," 'যা আছে', এবং যেমন আছে '** ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে। সংশ্লিষ্ট ভেহিকেলের উল্লিখিত মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে। পরিশিষ্ট মোতাবেক নির্দিষ্ট বয়ানে মূল্য উল্লেখ করতে হবে। কোনও কোটেশন নির্দিষ্ট বয়ানে দাখিল না করলে বা অসম্পূর্ণ হলে বাতিল হবে। দর/দরপত্র সংখ্যায় এবং কথায় উল্লেখ করতে হবে। দরপত্র পরিমাণ কোনও ক্ষেত্রে সংশয়বাচক হলে কথায় লেখা দরপত্র পরিমাণ গৃহীত হবে।নির্দিষ্ট ভেহিকেল রেজিস্ট্রেশন নং সহ সিলকরা দরপত্র শীর্ষাঙ্কিত খাম রেজিস্টার ডাকে/স্পিড পোস্টে পাঠাতে হবে। হাতে হাতে, ক্যুরিয়ার বা অন্যভাবে প্রেরিত দাখিলকৃত দরপত্র গৃহীত হবে না। সিল করা দরপত্র অনুমোদিত অফিসারের নিকট ১২.০৮.২০২৬ তারিখ বেলা ১২ টার মধ্যে পৌঁছানো চাই। দরপত্র বিবেচনা/বৈধ হিসেবে গণ্য হবে ভেহিকেলের প্রতিটির জন্য ইএমডি দাখিল সাপেক্ষে। ডিমান্ড ড্রাফট/এনইএফটি আকারে ইএমডি দাখিল/জমা করা যাবে। ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে ইএমডি দাখিল করতে হলে তা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এর অনুকূলে প্রদেয় হতে হবে। এন্ইএফটি আকারে ইএমডি দাখিলের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মথে দাখিল করতে হবে :
ক) অ্যাকাউন্ট নাম : বাঁকুড়া আরও অফিস,
খ) অ্যাকাউন্ট নং : ৩৮৬২২০৭৪০৩,
গ) আইএফএসসি : CBIN0280115
ডিডি এর আকারে ইএমডি দাখিল করলে , যে ভেহিকেলের জন্য ইএমডি দাখিল করা হচ্ছে তার বিবরণ ডিডি এর উল্টো দিকে উল্লেখ করতে হবে। প্রতিটি পৃথক দরপত্রের জন্য ইএমডি পৃথকভাবে দাখিল করতে হবে। কোনও ব্যক্তি একাধিক ভেহিকেলের বিক্রিতে অংশ নিতে চাইলে এবং দরপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে প্রতিটি দরপত্রের জন্য পৃথক ইএমডি দাখিল করতে হবে। একত্রে ইএমডি উল্লেখ গ্রহণযোগ্য নয়। গৃহীত দরপত্র ২৪.০৮.২০২৬ তারিখ বেলা ১ টায় খোলা হবে, রিজিওনাল অফিস বাঁকুড়ার অনুমোদিত অফিসারের অফিসে। দরপত্র গ্রহণের অধিকার কেবল অনুমোদিত অফিসারের, তিনি যেকোনও বা সকল দরপত্র কোনও কারণ ছাড়াই গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন। কোনও ব্যক্তি দরপত্র দাখিল করতে চাইলে নিজের সন্তুষ্টির জন্য ভেহিকেল পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা করতে পারেন দরপত্র দাখিলের পূর্বে। কোনও ব্যক্তি দরপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে ভেহিকেলের অবস্থান এবং মেকানিক্যাল বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, পর্যবেক্ষণ করা বা না করার ক্ষেত্রেও। সফল ক্রেতা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে সফল দরপত্রদাতা হিসেবে নির্বাচনের তারিখ থেকে পরবর্তী কাজের দিনে দরপত্রে উল্লিখিত অন্তত ২৫ শতাংশ পরিমাণ দাখিল করতে হবে। অবশিষ্ট পরিমাণ ঘোষণার তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে। নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় দিতে ব্যর্থ হলে দরপত্র বাতিল এবং ইতিমধ্যে দাখিল করা সমুদয় পরিমাণ বাজেয়াপ্ত হবে। ক্রেতাকে দায়বদ্ধতার যদি কিছু থাকে জামিন অধীনে ঋণদাতার জ্ঞাত বহন বা আদায় দিতে হবে। নির্বাচিত ক্রেতাকে সমুদয় বিক্রয় মূল্য (জিএসটি সহ) আদায় দানের পর বিক্রয় সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। ভেহিকেলের হস্তান্তর সংক্রান্ত সমুদয় নথি ক্রেতাকে দেওয়া হবে। বিক্রি হওয়া ভেহিকেল নিজ নামে নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে ক্রেতাকেই দায় বহন করতে হবে। হস্তান্তরেব, দায়বদ্ধতার অপসারণ এবং স্বত্ব হস্তান্তর পূর্ব মালিকের নাম অপসারণ অন্যান্য শর্তপূরণ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সমুদয় ব্যয় ক্রেতাকে বহন করতে হবে। ক্রেতাকে ভেহিকেলের বাস্তবিক হস্তান্তর করা হবে কেবল আরটিও এর নিকট তার নামে পরিবর্তনের যাবতীয় প্রামাণ্য নথি আবেদন দাখিল সাপেক্ষে। ক্রেতাকে পার্কিং এব জামিন চার্জ (যদি কিছু থাকে) বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যুর তারিখ পর্যন্ত বাস্তবিক হস্তান্তর তারিখ পর্যন্ত দিতে হবে। সমুদয় তথ্যাদি দরপত্র তৈরিকারক/ক্রেতাকে প্রাথমিকভাবে ই-মেল মারফত দেওয়া হবে। কোনও তথ্য সময়ে না পৌঁছলে দরপত্র তৈরিকারক অনুমোদিত অফিসারের অফিস থেকে অবস্থান সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। তথ্য না পাওয়া দরপত্রের মূল্য পরিমাণ খেলাপি/নন পেমেন্ট এর ক্ষেত্রে কোনও অজুহাত হতে পারবে না নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। ভেহিকেল পর্যবেক্ষণের জন্য সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩.৩০ টা পর্যন্ত ১৮.০৮.২০২৬ তারিখ অবাধ থাকবে। যে সকল ব্যক্তি দরপত্র দাখিল করবেন তাদের সকলেই বিক্রয়ের শর্ত সম্পর্কে পড়ে সম্যক অবধারণ করেছেন এবং শর্ত মানা বাধ্যতা মূলক হিসেবে গণ্য হবেন। সাধারণের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বায়ক নোটিশের সকল বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা মারফত ভেহিকেলের মালিকগণ এর উদ্দেশেও যাদের নাম এবং ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ভেহিকেলের ক্ষেত্রে প্রকাশিত তাদের উদ্দেশে অবগতির জন্য গণ্য করা হবে।

তারিখ : ২৩.০৭.২০২৬
স্থান : বাঁকুড়া
মোবাইল নং : ৭৭৮৭৯৬৪৭৪৬/৮৬৯৫৬২৪২০৭
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

'আমি পথে নেমে লড়াই করি, এসি ঘরে বসে থাকা কর্মী নই'

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: দেশের শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরে প্রথম বার সংসদে গিয়ে পেয়েছেন 'বীরের অভ্যর্থনা'। তাঁকে ঘিরে উঠেছে 'জিন্দাবাদ' স্লোগান। সেই আবহে ধর্মেন্দ্র প্রধান বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, কিছুই হয়নি। বিরোধী কংগ্রেস সাংসদের মন্তব্য শুনে পাল্টা খোঁচা দিলেন, তিনি পথে নেমে লড়াই করেন। এসি ঘরে বসে থাকা সমাজকর্মী নন।

নিট কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে যন্তর মন্তরে আন্দোলন করছিল কংগ্রেসের জনতা পার্টি (সিজেপি)। তাঁদের দাবি ছিল ধর্মেন্দ্রের ইস্তফা। গত শনিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। তার পরে সোমবারই প্রথম সংসদে যান বিজেপি সাংসদ। সেখানে তিনি গাড়ি থেকে নামতেই তাঁকে ঘিরে ধরেন বিজেপি তথা এনডিএ-র সাংসদেরা। স্লোগান দিতে থাকেন, 'ধর্মেন্দ্র প্রধান জিন্দাবাদ'। এক সহ-সাংসদ তাঁর মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেন। এক সাংসদ তার গায়ে শাল জড়িয়ে দেন। এক সাংসদ আবার বলেন, এই প্রথম বার কোনও মন্ত্রী অভিযোগ ছাড়াই ইস্তফা দিয়েছেন।

কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ ধর্মেন্দ্রের উদ্দেশে বলেন, 'এ রকম হয়েই থাকে!' প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পাল্টা বলেন, 'কিছুই হয়নি।' তাঁর কথায়, 'আমি পথে নেমে লড়াই করি। এসি ঘরে বসে থাকা সমাজকর্মী নই।' এ ভাবে তিনি যে কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদকেই নিশানা করেছেন, তা নিয়ে দ্বিমত নেই। মনে করা হচ্ছে, সেই সঙ্গে বিরোধীদের মুখও বন্ধ করতে চেয়েছেন ধর্মেন্দ্র। বোঝাতে চেয়েছেন, দলে তাঁর গুরুত্ব আগের মতোই রয়েছে।

বিক্ষোভ এবং দমনপীড়নের মাঝে ভোট শুরু পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে

ইসলামাবাদ, ২৭ জুলাই: এক বছরেরও বেশি সময় ধরে উত্তপ্ত পাক-অধিকৃত কাশ্মীর। গত কয়েক সপ্তাহে ইসলামাবাদ-বিরোধী বিক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। চলেছে সরকারি দমনপীড়নও। এই উত্তেজনার মাঝেই সোমবার শুরু হল পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের প্রাদেশিক আইনসভার ভোট। তিন দফার এই ভোট চলবে আগামী ১০ অগস্ট পর্যন্ত।

অর্থনৈতিক সঙ্কট, সাধারণ নাগরিকদের প্রতি বঞ্চনা, একের পর এক বিধিনিষেধ চাপানোর জেরে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে দীর্ঘ দিন ধরেই ক্ষোভ জমছিল। তার উপরে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যর্থতা এই বিক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সাম্প্রতিক দমনপীড়ন এবং বিধিনিষেধের জেরে অধিকৃত কাশ্মীরে নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধ এবং খাদ্যশস্যের, বিশেষ করে ভর্তুকিযুক্ত গমের ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষও হয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন প্রতিবাদী নিহত হয়েছেন। জখম হয়েছেন আরও অনেকে। বিক্ষোভের মাঝেই পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের নাগরিক মঞ্চ 'জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি'-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পাকিস্তান সরকার। এই সংগঠনের নেতৃত্বেই সাম্প্রতিক বিক্ষোভ কর্মসূচিগুলি চলছিল অধিকৃত কাশ্মীরে। সংগঠনটি নিষিদ্ধ হওয়ার পরে সেখানে সাধারণ জনতার ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়।

বছরের পর বছর অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দাদের আর্থিক ভাবে শোষণ করা হয়, এমন অভিযোগও রয়েছে। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় ৪০০ মেগাওয়াট। সেখানে যে বাঁধগুলি রয়েছে, তাতে অনেক বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। অথচ সাধারণ নাগরিকদের প্রায়শই ১৫-২০ ঘণ্টা করে লোডশেডিংয়ের শিকার হতে হয়। বিদ্যুতের মাসুলও বেশি নেওয়া হয় বলে ক্ষোভ অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দাদের।

অধিকৃত কাশ্মীরের শাসন ক্ষমতা বর্তমানে রয়েছে জেলবন্দি ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের হাতে। ২০২১ সালে সেখানে শেষ ভোট হয়েছিল। ওই সময়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইমরান। অধিকৃত কাশ্মীরের আইনসভা যে ভাবে গঠিত, তাতে ইসলামাবাদ যার দখলে থাকবে সাধারণত ভোটে জয়ের সম্ভাবনাও তার-ই বেশি। কারণ, ৫৩ আসনের এই আইনসভায় ১২টি আসন সংরক্ষিত থাকে অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দা নন, এমন প্রতিনিধিদের জন্য। ইসলামাবাদ সাধারণত সেখানে নিজের অনুগতদেরই বসায়।

বিশ্লেষকদের দাবি, ইসলামাবাদে ক্ষমতাসীন দলই যে সাধারণত পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের নির্বাচনে জয়ী হয়, তার অন্যতম প্রধান কারণ এই অবাসিন্দাদের সংরক্ষণ।

১০ দিন পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ওয়াংচুক

লাদাখ, ২৭ জুলাই: ১০ দিন পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন শিক্ষাবিদ তথা সমাজসৈনিক সোনম ওয়াংচুক। সোমবার বেলায় হরিয়ানার গুরুগ্রামের ওই হাসপাতাল থেকেই একটি ভিডিয়োবার্তা দেন তিনি। সেখানেই তিনি জানান, দিল্লির রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লাদাখে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। সেই মতোই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই রাজঘাটে যান। তারপরই রওনা দেন লাদাখের উদ্দেশ্যে।

ওয়াংচুক নিজের শারীরিক পরিস্থিতির কথা জানিয়ে বলেন, 'অবশেষে আজ হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাচ্ছি। এখন অনেকটা ভাল আছি। অল্প অল্প করে খাওয়ার পরিমাণ বাড়াচ্ছি। শরীরে বলও ফিরে পাচ্ছি।' শিক্ষায় দুর্নীতি, ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এর প্রশ্নফাঁস প্রতিবাদ এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে গত ২৮ জুন থেকে দিল্লির যন্তর মন্তরে অনশন শুরু করেছিলেন ওয়াংচুক। গত ১৮ জুলাই তাঁকে জোর করে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ। তার পরেও অবশ্য অনশন চালিয়ে যান ওয়াংচুক। পরে আদালতের অনুমতিতে গুরুগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল ওয়াংচুককে। কিন্তু তার পরেও অনশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। অবশেষে গত বৃহস্পতিবার দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে ওই হাসপাতালেই দীর্ঘ বৈঠকের পরে অনশন প্রত্যাহার করেন সোনম। শুক্রবার সকালে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করে ওয়াংচুক জানান, কেন্দ্রের তরফে মূলত তিনটি আশ্বাস পাওয়ার পরেই ২৬ দিনের অনশন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। সেই প্রতিশ্রুতিগুলি হল ২০ জুলাই সংসদ অভিযানে শামিল হওয়া আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করবে না সরকার। দেশে পরীক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলি নিয়ে সংসদে আলোচনা করবে সরকার এবং দেশের বিরোধী দলগুলি।

দু'সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: অযোধ্যার রাম মন্দিরে অনুদান চুরির তদন্ত করতে সিট (এসআইটি) গঠন করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। এবার ওই তদন্ত কমিটিকে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। এইসঙ্গে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত মন্তব্য করেন, 'তদন্তের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সব

রাম মন্দির অনুদান মামলা

পদক্ষেপ করা হবে। আমরা ঘটনাটির গুণগত তদন্ত করছি।' তিনি আরও জানান, সঠিক, নিরপেক্ষ, দ্রুত তদন্ত শেষ করার বিষয়ে জোর দিচ্ছে সর্বোচ্চ আদালত। উল্লেখ্য, অযোধ্যার রাম মন্দিরে তিন হাজার কোটি টাকার চুরিতে প্রশ্নের মুখে শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সদস্যরা। এই পরিস্থিতিতে বিতর্ক সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। দ্রুত গঠিত হয়েছে সিট। তবে তারা এখনও চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়নি। শুনানিতে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, আইজিপি কিরান এসের নেতৃত্বে চার সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠিত হয়েছে।

ই২০ পেট্রোল বিতর্কে জড়িয়ে ডিপফেক নীতিন গড়কড়িকে মামলার অনুমতি

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল প্রকল্পের লাভ তাঁর ঘরে যাচ্ছে দাবি করে তৈরি হচ্ছে ডিপফেক ভিডিয়ো, এআই নির্মিত কনটেন্ট। এই নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে এ বার বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন নীতিন গড়কড়ি। পরিবহণমন্ত্রীকে এই অভিযোগ সংক্রান্ত পিটিশন দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট। হাইকোর্ট জানিয়েছে, তাঁকে জড়িয়ে অবমাননাকর ভিডিয়ো, এআই দিয়ে তৈরি কনটেন্ট প্রকাশের অভিযোগে মেটা, গুগল এলএলসি, বিভিন্ন সমাজমাধ্যমের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আগে নাগপুরে চার নেটপ্রভাবীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। সাইবার পুলিশ থানায় স্থানীয় বিজেপি নেতা শিশির ত্রিপাঠী অভিযোগ করে জানান, ওই চার জন কেন্দ্রীয় সরকারের ই২০ প্রকল্পের সঙ্গে নীতিনের নাম জড়িয়ে ভুয়ো তথ্য প্রচার করছেন।

ময়দান

এশিয়ান গেমস সুযোগে গুজরাতের নজির

ভারতের দলে সুযোগ পেলেন ৯ ক্রীড়াবিদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রীড়ার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় লিখল গুজরাট। জাপানের আইচি-নাগোয়ায় ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে চলা ২০তম এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য গুজরাট থেকে রেকর্ড ৯ জন ক্রীড়াবিদ এবং ১ জন রিজার্ভ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১৪ সালের এশিয়ান গেমসে যেখানে গুজরাটের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল মাত্র ৩, সেখানে ১২ বছরের ব্যবধানে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯-এ।

গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সঙ্ঘভি এই সাফল্যকে রাজ্যের জন্য গর্বের মুহূর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে শুরু হওয়া খেল মহাকুম্ভ ও শক্তিদূত যোজনার মতো প্রকল্পই এই সাফল্যের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। সেই প্রচেষ্টার ফল এখন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে এবং গুজরাট ধীরে ধীরে বিশ্বমানের ক্রীড়াশক্তি হিসেবে উঠে আসছে।

গত এক দশকে তৃণমূল স্তরে ক্রীড়া বিকাশ, প্রতিভা চিহ্নিতকরণ এবং খেলোয়াড়দের সহায়তায় ধারাবাহিক বিনিয়োগের ফলেই এই সাফল্য এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারও উন্নত পরিকাঠামো, ক্রীড়াবিদ সহায়তা কর্মসূচি এবং উচ্চমানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

হর্ষ সঙ্ঘভি জানিয়েছেন, তাঁদের লক্ষ্য শুধু খেলোয়াড় তৈরি করা নয়, এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া পরিবেশ গড়ে তোলা, যা আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য এনে দেশকে গৌরবান্বিত করবে। তিনি আরও জানান, ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের লক্ষ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিশ্বমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো তৈরি করছে গুজরাট।

এবারের এশিয়ান গেমসে গুজরাট থেকে নির্বাচিত ক্রীড়াবিদরা হলেন এলাভেনিল ভালারিভান (শুটিং), হারমিত দেশাই (টেবল টেনিস), মানব ঠাক্কর (টেবল টেনিস), মানুষ শাহ (টেবল টেনিস), অনিকেত পটেল (সফট টেনিস), আর্যন নেহরা (সাঁতার), অঙ্কিতা রায়না (টেনিস), বৈদেহী চৌধারি (টেনিস) এবং দেবযানী ঝালা (স্প্রিন্ট)। এছাড়া টেনিসে রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে জায়গা পেয়েছেন জিল দেশাই।

অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক তারকা ও উদীয়মান প্রতিভার সমন্বয়ে গড়া এই দলকে ঘিরে এখন গুজরাটের ক্রীড়ামহলে প্রবল উৎসাহ। এশিয়ার অন্যতম বড় ক্রীড়ামঞ্চে তাঁদের পারফরম্যান্সের দিকেই নজর থাকবে দেশের ক্রীড়াপ্রেমীদের।

হাওড়া জেলা ক্যারম লিগ

নিজস্ব সংবাদদাতা: নতুন নতুন খেলোয়ার অন্বেষণ এবং জুনিয়র খেলোয়াড়দের উৎসাহ প্রদানের জন্য হাওড়া জেলা ক্যারাম সংস্থা বিভিন্ন রকমের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে, সেই রকমই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম লীগ পর্যায়ের ক্যারাম প্রতিযোগিতা (হাওড়া ক্যারাম প্রিমিয়ার লিগ বা এইচ সি পি এল) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল যেটা শুরু হয়েছিল ১১ ই জুলাই এবং ২৬ শে জুলাই তার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হলো। দীর্ঘ ১৬ দিন ধরে এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ৪০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে, হাওড়া জেলার তিনটি একাডেমী থেকে, প্রথমে লিগ পর্যায়ের খেলা হয় তারপরে সুপার লিগে ১৬ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে এবং তারপর নকআউট পর্যায়ে আটজন অংশগ্রহণ করে এবং শেষ দিনে তার সেমিফাইনাল, ফাইনাল এবং তৃতীয় স্থানের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় আদিত্য পাল রানার আপ দিব্যেন্দু শিমলাই এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে রাতুল চ্যাটার্জী এবং চতুর্থ স্থান নীলাদ্রি রায়। এই প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের মধ্যে চূড়ান্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা যায় এবং হাওড়া জেলার ক্যারাম সংস্থার সাধারণ সম্পাদক পীযূষ চাউলে জানান, 'আগামী দিনে ডাবলস্ এবং টিম চ্যাম্পিয়নশিপের লিগ প্রতিযোগিতা আমরা অনুষ্ঠিত করব।' এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন হাওড়া জেলা ক্যারাম সংস্থার সভাপতি মদন মোহন মুখার্জি ও সহ-সভাপতি অসীম পাল। ২৯ ইঞ্চি ক্যারাম অ্যাকাডেমির সম্পাদক তন্ময় ব্যানার্জি ভোট অফ থ্যাংকস দিয়ে সমগ্র প্রতিযোগিতা সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. EE(E/M)/FAWS-I/T-05 of 2026-27
Online **percentage rated** e-tender is invited by the Executive Engineer (E&M)/FAWS-I, E&M Sector, KMDA, 19, G. T. Rd, HIT Building (3rd Floor), Howrah-711101, from reliable, resourceful, bonafide and experienced agency, for the work, **Description of Work, Estimated Amount, Earnest Money deposit, Time of completion,** Supply, delivery & installation of Two (02) no Auto-manual control panel with time switch rating up to 20KW Submersible P/M set at Nibra-2 P/H and Kona Bus stand P/H along with allied E-M works under FAWS-1 scheme., Rs.4,48,639.38, Rs.9,250/-, 15 days, **Last date & time of Online Tender submission:** 11.08.2026, 12PM., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-311)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T13493(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 16/EE/DIV-IV/Housing (BSUP)/KMDA of 2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-IV, Housing (BSUP), Housing Sector, KMDA, 6th floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Strengthening of Public Health measures in the Housing Scheme No. BRS-I, BRS-II, LIGH-I, XII-M, XV M(S), SIH-II, BRS-LXXXI and Ladies Hostel Bagbazar under Housing Sector, KMDA for a period of 6 (six) months., Rs.2,69,615/- (including GST & LWC), Rs.5,400/-, 06 months, **Last date & time of Online Bid submission:** 07.08.2026, Time: 17.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-312)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T13494(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum Notice
eNIT No:- WBHD/EE/ED-1/eNIT-01/2026-27, Tender id-2026_HSD_5015221_1, Name of work :-"SITC of 6 Passenger Lift including allied El work at Community Hall of Akankha Housing Complex under South Kolkata Electrical Section - I, HD- SITC of Passenger Lift". "**Bid Submission end date as Published: 24.07.2026 up to 12 P.M, Bid Submission end date to be read as: 10.08.2026 up to 12 P.M**"& "**Tender opening date as Published: 27.07.2026 up to 12 P.M, Tender opening date to be read as: 12.08.2026 up to 12 P.M**", Website-tenders.wb.gov.in, Tender Location- Newtown, Kolkata-700157. Tender details may be obtained from Office of the Executive Engineer, Electrical Division No. I, Housing Directorate, New Secretariat Building, "B", Block Room No.1 Ground Floor 1,K.S Roy Road, Kolkata–700001 on all office days during office hours.
ICA- T13507(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D., South Kolkata Health Sub Division-II invites Quotation vide eNIQ No-WBPWD/SKHSD-II/AE/eNIQ-05 OF 2026-2027 for 1(one) number civil work Vide Tender ID-2026_WBPWD_5017439_1, which may be seen at the office of the undersigned and Departmental website i.e www.pwdwb.in and download from tenders.wb.gov.in Last Date of submission Tender paper is 07.08.2026. Sd/- Assistant Engineer, South Kolkata Health Sub Division-II, P.W.D.
ICA- T13565(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 03.08.2026 up to 14.00 P.M. for the following job "Annual comprehensive maintenance of walk in cooler cold room located at Central Medical Stores." vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-26/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5016629_1. Detail information/download/upload will be available from the website: http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division
ICA- T13517(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Office of the Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate invites quotations for the supply of AC Motor/Maxi Cab with Engine capacity less than or equal to 2000 C.C on hire basis. Ref : NIQ No. 23/2026-2027 & Tender Id: 2026_WBPWD_5017383_1, Date: 24.07.2026 of AE, Kolkata MSD, PWR. Bid submission start date: 30.07.2026 at 11:00 A.M. Bid submission Last date up to 08.08.2026 at 11:00 A.M. Bid opening date: 10.08.2026 at 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA- T13518(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Name of work: "SITC of Wall Fan at Baghajatin S.G. Hospital, South 24 Parganas." Vide Tender ref. no. WBPWD/AE/SKHESD-I/NIQ-07/26-27 and Tender ID.: 2026_WBPWD_5016720_1. All terms and conditions of NIQ and BOQ are remain unchanged except following dates: Last date of submission will be on 03/08/2026 up to 12:00 P.M. Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte.
ICA- T13519(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum for Time Extension
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "Replacement of old split type Air Conditioning Machines by new split type Air Conditioning Machines including SITC of the same for 4 officers Rooms on 2nd, 5th and 6th Floor of Vidyasagar Bhawan." Tender No: WBPWD/AE/NEESD/e-NIQ-06/26-27 & e-Tender ID No.2026_WBPWD_501937_1. Bid proposal submission end Date (Online) : EXISTING : 22.07.2026 up to 12:00 Hrs. Extended up-to : 04.08.2026 up to 12:00 Hrs. Opening Date for Technical Bid (Online) : EXISTING : 24.07.2026 at 13:00 Hrs. Extended up-to : 06.08.2026 at 13:00 Hrs. Details may be downloaded from **tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD North East Electrical Sub-Division.
ICA- T13522(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
1st Corrigendum published for Sl No.- 2, 6 & 8 of NIeT No. 04/2026-2027/EE/SWD-I/WBPHED of the Executive Engineer, South 24-Pgs. W/S Division-I, P.H.E. Dte. for date extension. Details will be available in the website **http://wbtenders.gov.in** The last date for submission of tender is extended upto 07/08/2026 upto 3:00 P.M. Sd/- For Executive Engineer, South 24-Pgs. W/S Division-I, P.H.E. Dte.
ICA- T13512(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below :
NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-26/2026-27; Tender ID: 2026_WBPWD_5017442_1. Name of Work : Day to Day Operation of 14 nos. Ductable-split type Air-Conditioning units for 7 nos. Court Rooms (Court No. 36, 37, 38, 39, 40, 41 & 42) installed at Centenary Building, High Court Calcutta. (For 12 Months). Bid Submission End Date: 05/08/2026 up to 15-00 hrs. Website : https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub-Divn.
ICA- T13564(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 10/08/26 upto 12.00 Noon instead of 27/07/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 12/08/26 at 12.00 Noon instead of 29/07/26 at 12.00 Noon for "SITC of 20 Bed-cum passenger lift 3rd lift in the vacant lift shaft from ground floor to 3rd floor, at Baghajatin SGH, South 24 Parganas-SITC of 20 Bed-cum-passenger lift." vide Tender ID - 2026_WBPWD_5016036_1 invited by the E.E.-II, KSHED, PWDte. All documents can be seen / obtained from the websites - tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte.
ICA- T13563(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 10/08/26 upto 12.00 Noon instead of 27/07/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 12/08/26 at 12.00 Noon instead of 29/07/26 at 12.00 Noon for "Urgent renovation work of Electrical Installations, Air-conditioning system, FDA systems at DSA cathlab at BIN old building, BIN, annex I, IPGME and R SSKMH. (Electrical Work) - Renovation of Air-Conditioning System at DSA Cathlab." vide Tender ID - 2026_WBPWD_5016027_1 invited by the E.E.-I, KSHED, PWDte. All documents can be seen / obtained from the websites - tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte.
ICA- T13562(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum required number bidders, the last date of submission of Bid for this office e-Tender No:WBPWD/EE/16/IR/ T/ KCED/II of 2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5016639_1) Is hereby extended up to 02.00 P.M on 10.08.2026. NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the Website: http://www.pwdwb.in and e-Tender portal https://tenders.wb.gov.in/in Sd/- B. Mandal. Executive Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Division.
ICA- T13556(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details : NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-25/2026-27 ; Tender ID: 2026_WBPWD_5017395_1. Name of Work: Annual Comprehensive Maintenance and Servicing of (i) 9 nos. 7.5 Tr water- cooled package type AC plant installed at Gr. and 1st floor of Main Building and (ii) 3 nos. 2x5 Tr. Water- cooled AC Plant for entire enclosure of Lawzima Court and Office of Ld. Registrar (IT) at 2nd floor of Main Building of Hon'ble High Court, Calcutta. (For One year). Bid Submission End Date: 05/08/2026 up to 14-00 hrs.; Website : https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte. High Court Elecl Sub- Divn.
ICA- T13526(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to no bidder, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- **WBPWD/EE-WKED/NIT-19/2026-27 (2nd Call);** Tender ID- 2026_WBPWD_5016143_1 is hereby extended up to 05/08/2026 upto 1:00 P.M. Website: - **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T13532(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Amta Hwy Sub-Div, P.W. (R). D invites online tenders for three nos work for different roads as per work schedule vide-WB/PWRD/AE/AHSD/NIT07/2026-27.Tender ID : **2026_WBPWD_5017410_1/2/3.** Bid Submission Start Date (Online) : 28.07.2026 from 11:15 Hrs. Bid Submission Last Date (Online) : 04.08.2026 up to 13:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in **www.wbpwd.gov.in** Sd/- AE/AMTAHSD/PWRD.
ICA- T13529(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
A.E., PWD, Kolkata Lok Bhavan Electrical Sub Division invites e-Tender vide N.I.T. No. WBPWD/AE-KRESD/NIQ-05/2026-27 with TenderID-2026_WBPWD_5017405_1 for "Supply & delivery of electrical maintenance materials-wall lamp fittings, ceiling fan and batten tube for Lok Bhavan Kolkata and other sites under Kolkata Lok Bhavan Electrical Subdivision, PWDte."Last date of bid submission is 07.08.2026 upto 1.00 p.m. Other details may be seen at Website : http://www.tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD Kolkata Lok Bhavan Electrical Sub Division.
ICA- T13528(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BHATPARA MUNICIPALITY
Ref.: e-NIT No.-MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/270. Date-27/07/26 (2nd call)
e-NIT is invited by the Administrator & Executive officer, Bhatpara Municipality for **04** nos. works in different wards under AHP Project Bhatpara Municipality. Last Date of Submission of Tender is on 14/08/2026 at 16-00PM. Details may be seen in **wbtenders.gov.in**
S/d
Administrator & Executive Officer, Bhatpara Municipality

AUROMA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED
Registration No.
21/RTAH/MIG of 2020 [Dated 25-09-2020]
Regd. Add: C/o. Dipak Ranjan Ghosh, Mondal Par, Uttar Maheshtala, P.O. & P.S.- Maheshtala, Dist – South 24 Parganas, Pin- 700 141
PUBLIC NOTICE
Sealed quotations/bids are invited from reputed and experienced contractors for the appointment of a building contractor to build one G+ 4 storied building at **Plot No. AA-IIIB-208, Category - MIG, Action Area-IIIB, New Town, Kolkata,** of **AUROMA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.,** interested Contractors are requested to contact the undersigned within 7 days from the date of publication.
C/O-
Subhasis Ghosh
Address: AB-102, Salt Lake City, Sector-1, Kolkata - 700064, Ph. No.7980405980
E-mail ID: **ghose_associates1972@rediffmail.com**

GOLCONDA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED
Registration No.
29/RTAH/HIG of 2021 Dated 12/11/2021
Regd. Add: C/o, Amarendra Nath Das, Vaibhav Laxmi Residency, Flat No. 202, P.O. – Saidabad, P.S. – 17-1-390/A, Laxmi Nagar Colony, Hyderabad, PIN – 500 059
PUBLIC NOTICE
GOLCONDA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD., intends to build one G+ 4 storied building **Plot No. IID/2551, Category - HIG, Action Area-IID, New Town, Kolkata**, for which the said society desires to appoint one reputed **HIDCO enlisted Architect and reputed Contractor** respectively as per Co-operative law for preparation of building plan, interested Contractors are requested to contact the undersigned within 7 days from the date of publication.
C/O-
Subhasis Ghosh
Address: AB-102, Salt Lake City, Sector-1, Kolkata - 700064, Ph. No.7980405980
E-mail ID: **ghose_associates1972@rediffmail.com**

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২২.০৭.২০২৬। ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/৩, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৩২-২৬-২৭। কাজের নামঃ** (i) শিয়ালদহ - বি.সি. রায় ইনস্টিটিউশনে ক্যাপসুল লিফটের ব্যবস্থা করা। (ii) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ডব্লু/১/এসডিএএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে রেলওয়ে অফিসার'স কলোনির কোয়ার্টারগুলির উন্নয়ন ও সংস্কারের ব্যবস্থা করা। (iii) বি.আর. সিং হাসপাতালে মেরামতি ও সংস্কারে কাজ। (iv) শিয়ালদহে - শিয়ালদহ স্টেশনে ভিডিও সার্ভেলেন্স সিস্টেম সহ এআই ভিত্তিক ফেসিয়াল রেকগনিশন সিস্টেমের (এফআরএস) ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্য:** ৯৮,৭০,৭১৮.২৩ টাকা। **ইএমডি:** ১,৯৭,৪০০ টাকা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৩৬-২৬-২৭। কাজের নামঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার /কাঁচরাপাড়ার অধিকারক্ষেত্রে অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট কাজ সহ (ক) সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে), নৈহাটি ও কাঁচরাপাড়া কার্যালয় ও স্টোর গোডাউন, (খ) সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (সিগন্যাল), কাঁচরাপাড়া কার্যালয় ও স্টোর গোডাউনের উন্নয়ন ও সংস্কার। **টেন্ডার মূল্য:** ৭৯,১২,৩৭৬.২১ টাকা। **ইএমডি:** ১,৫৮,৩০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৩৮-২৬-২৭। কাজের নামঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/কাঁচরাপাড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সকল সংশ্লিষ্ট কাজ সহ এসকেভি ওয়েল্ডিং কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য:** ১,০২,৮৩,৭২১.২৯ টাকা। **ইএমডি:** ২,০৫,৭০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১২ মাস (ক্র.নং ১ ও ৩-এর জন্য) এবং ৯ মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৮.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ১৮.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে।
(SDAH-149/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Digha Sankarpur Development Authority
New Digha : Purba Medinipur :: Phone : (03220) 299-901
EOI/RFP
EOI /RFP Nos. 005(2nd call) & 007/DSDA/2026-2027 Dt. : 27.07.2026
Online EOIs are invited from experienced Agencies for engagement of consultancy services and collection, segregation & transportation of Solid Waste under DSDA.
Last date of online submission 04.08.2026 upto 3.00 P.M(EOI - 005)
Last date of online submission 10.08.2026 upto 3.00 P.M (RFP - 007)
For details : www.dsda.org.in or www.wbtenders.gov.in or www.udma.wb.gov.in

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Re-Construction of Damaged Ring Well at Hazra Para, Sovapur Ward- 02.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-24/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017441_1 • Estimated Amount : 79,415/-
Last Date : 04th August 2026, up to 05:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Annual Maintenance (Two Years) of CI/DI Water Supply Rising Main Pipeline under Zone IV (under Service OHR : Sepco, B1 More, Kamalpur), Zone V (under Service OHR : Bidhannagar, Sagarbhanga) & Zone VI (under Service OHR : Suryasenpally, Sramik Nagar, Angadpur) within DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-21/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017451_1 • Estimated Amount : 94,58,265/-
2) Name of the Work: Annual Maintenance (Two Years) of CI/DI Water Supply Rising Main Pipeline under Zone VII (under Service OHR : South Zone GT Road, Sparklin, Link Park, Gopalmath), Zone III (under Service OHR : Gandhi More, Sal Bagan, Ambagan, Dhunura Plot, Amrai) within DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-22/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017465_1 • Estimated Amount : 93,75,786/-
Last Date : 11th August 2026, up to 05:00 pm
3) Name of the Work: Augmentation of Existing Water Distribution System at Nabin Pally, Ward No.- 23, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-23/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017433_1 • Estimated Amount : 8,60,302/-
Last Date : 04th August 2026, up to 05:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

টার্গেট
মঙ্গলবার • ২৮ জুলাই ২০২৬ • পেজ ৮

কলকাতার প্রথম ছাপাখানা ডেকার্স লেন

দেশের সংবাদপত্র ইতিহাসে কর্মরত বাঙালির সরণি

বেবি চক্রবর্তী

বর্তমান প্রজন্ম ফুডকোর্টে খেতে ভালোবাসে — কিন্তু কলকাতার আসল স্বাদ খুঁজে পেতে হলে অন্তত ডেকার্স লেনে যেতেই হবে। যত ছোট দোকান- বড় দোকান আর রাস্তার ধুলোয় মিশে থাকা শহরের আসল স্বাদ - সবই । শুধু তাই নয় পুরানো ছবির শুটিং হয়েছিল।

ধর্মতলা মোড় থেকে ট্রামের আওয়াজ কে সঙ্গী করে রাজভবনের দিকে কিছুটা এগোলেই তারে মোড়া লেখা জেমস হিকি সরণী বা ডেকাস লেন নামটা শুনে অনেকর কাছেই নতুন লাগতে পারে। আসল খাতায় কলমে জেমস হিকি সরণী হলেও এটার নাম হয়ে গিয়েছে ডেকার্স লেন।

একসময় কর্মরত বাঙালির সেরা ঠিকানা। ধর্মতলা - দু' কামড়ার পুরানো ট্রামের ঠনঠন আওয়াজ ডেকার্স লেন এবং কলকাতার এক ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কলকাতা শহরের এমন কিছু রাস্তা আছে যেগুলি কেবল চলাচলের জন্য নয়। এই শহরের প্রাণ- গল্প - শহরের স্বাদ বহন করে। যা অফিসপাড়ার মধ্যেই এক বিস্ময়কর স্ট্রিট ফুড স্বর্গ। একে অনেকে 'কলকাতার ফুড লেন' বললেও এর পিছনে আছে উপনিবেশিক কলকাতার ইতিহাস, সমাজ আর সংবাদপত্র সংস্কৃতির অজানা অধ্যায়।

এক সহৃদয় ইংরেজ উকিলের সহায়তায় দেনার মামলা থেকে নিস্তার মিলল। সেনার এক বড়কর্তা একটা মস্ত বরাত দিলেন। সেনার সব সংশোধিত নিয়মকানুন ছাপার কাজ। ১৭৮০ সালের জানুয়ারিতে, কলকাতা পত্তনের নব্বই বছর পরে, ৬৭ নম্বর রাধাবাজারে হিকির ছাপাখানা থেকে বেরোল 'হিকিজ বেঙ্গল গেজেট।' চার পাতার কাগজ, দাম এক টাকা। এই পত্রিকা জন্মলগ্ন থেকেই শুরু করে ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্মলগ্নে জনমত তৈরিতে বেঙ্গল গেজেটের ভূমিকা ইতিহাস কখনওই অস্বীকার করেনি। তথ্য বলছে, এই সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার পরে প্রথম দিকে সরকার বিরোধী খবরের পাশাপাশি স্থান পেত ইংরেজ কোম্পানির শাসন সংক্রান্ত তথ্য, পণ্য পরিবহন, জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত খবরা খবর। পরবর্তীকালে এই পত্রিকায় তৎকালীন গভর্নর জেনেরাল ওয়ারেন হেস্টিংস, তাঁর স্ত্রী অ্যানা মারিয়া এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ভাবে লিখতে শুরু করেন হিকি। এই কলমকে ভয় পায় ইংরেজ কোম্পানি। আসলে বরাবরই বোধহয় শাসকের ভয়ের কারণ কলম। হিকির বেঙ্গল গেজেট প্রতিষ্ঠার আগে উইলিয়ামস বোল্টস নামে এক শিক্ষাবিদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন একটি সংবাদপত্র। সেই ভয় থেকেই বোল্টসকে কোম্পানি জোর করে একটি ইংল্যান্ডগামী জাহাজে তুলে দেয়। পরে দু'জনে ফেরত যাওয়ার পর কোম্পানির শাসন নিয়ে রীতিমতো সোচ্চার হয়েছিলেন বোল্টস। কিন্তু হিকির পত্রিকা আটকাতে পারেনি ব্রিটিশ। কারণ ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিল সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন বেঙ্গল গেজেটের সঙ্গে। তিনি ১৭৮১ সালে ফিরে যান ব্রিটেনে। তখন থেকেই হিকির উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন ওয়ারেন হেস্টিংস। সুপ্রিম কোর্টের প্রথম বিচারপতি এলিজা ইম্পের সহযোগিতায় হিকির বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা শুরু করে ব্রিটিশ সরকার। রীতিমতো ষড়যন্ত্রের মুখে পড়ে বেঙ্গল গেজেটের দপ্তরে ৪০০ সশস্ত্র ব্রিটিশ পুলিশ হানা দেয়। পরে ভারতের সাংবাদিকতায় প্রতিষ্ঠা পুরুষকে যেতে হয় জেলে। তারপরও কলম থামেনি। এতে আরও ভয় পেয়ে যায় ব্রিটিশরা। ১৭৮২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস বন্ধ করে দেন এই পত্রিকা।

শব্দের স্বাধীনতার প্রথম দীপশিখা আঠারো শতকের শেষ ভাগ। তখন ইংরেজ আমলের রাজপথে ঘোরার গাড়ির শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে চায়ের দোকানে ব্যবসার খবর, নীলকরদের চাপ, সাহেবদের রাজনীতি, ইউরোপীয় পোশাকের ঝলকানি আর শহরের বুক জুড়ে ছাপাখানার ধাতব গন্ধ- এই সময় অর্থাৎ ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারি ইতিহাসের ক্যানভাসে আঁকা হল এক নতুন রেখা। যেন কলকাতার বাতাসে হঠাৎই জেগে উঠেছিল শব্দের স্বাধীনতা, কলমের বিপ্লব। জন্ম নিল ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট'। ১২/৮ ইঞ্চি আকারের দু পাতার পত্রিকা ছোট হলেও এর ভূমিকা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ছিল অনেক বড়। এটি শুধু একখানি পত্রিকা নয় বরং ভারতীয় সাংবাদিকতার সূচনা পর্বের প্রতীক।

এই পত্রিকার জনক ছিলেন জেমস অগাস্টাস হিকি। তিনি ছিলেন একজন আইরিস বংশোদ্ভুত। টুপি খুলে অশ্রুসিক্ত নয়নে জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো তাঁর জন্মভূমি বারকিংহামকে বিদায় জানিয়ে ভারতের হিজলি নামক স্থানে এসে নিজের নতুন নিবাস খুঁজে পেলেন এই বিদেশী। জীবিকার তাগিদে নতুন দেশে এসে নতুন জীবন সূচনা করলেন তিনি। তিনি শুরু করলেন জাহাজ ব্যবসা। এই ব্যবসাতেও তেমন সুবিধা করতে পারলে না। উপায় না দেখে পরের বছর ব্যবসা বন্ধ করে দিলেন। তিনি ভারতবর্ষের সার্বিক পরিস্থিতির সাথে ইংল্যান্ডের পরিস্থিতির তুলনা করতে চাইলেন। বেশ চিন্তা-ভাবনা করে তিনি বেশ কিছু সম্ভাবনাময় নতুন ব্যবসার নাম বার করতে সক্ষম হন। শেষ পর্যন্ত তিনি পত্রিকা বের করা সিদ্ধান্ত নেন। হিকি সাহেব যখন পত্রিকা বের করার চিন্তা করছিলেন তখন ভারতবর্ষে আর কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। তাই ভারতের জনগণ পত্রিকাটিকে কিভাবে গ্রহণ করবে সেটা নিয়ে সন্ধিহান ছিলেন তিনি। অবশেষে তিনি প্রকাশ করলেন ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র। এই পত্রিকার একমাত্র সাংবাদিক সম্পাদক এবং কবির দায়িত্বে ছিলেন হিকি নিজেই। প্রথম সংখ্যায় সংবাদের পাশাপাশি হিকি সাহেব কিছু কবিতা এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলেন। ভারতের বুকে প্রথম যখন সংবাদপত্র প্রকাশিত হলো সেই পত্রিকা আপন করে নিল ভারতে বসবাসকারী বিদেশীরাও।

১৭৮০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বেঙ্গল গেজেট পত্রিকা। জেমস অগাস্টাস হিকি ছিলেন ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র। হিকি সাহেব এর ছাপাখানা এই অঞ্চলে ছিল বলে রাস্তার নামাঙ্কিত করা হয়েছিল জেমস হিকি সরণী (James Hickey Sarani)। এবার নামটা ডেকার্স লেন হলো কী করে... ? এটা নিয়ে ইতিহাসবিদদের একাংশের মতে একসময় জলপথ মাধ্যম ছিল খুব উন্নত। কাছেই গঙ্গা তাই সেখানে জাহাজ আসত। সেই জাহাজের খালাসিরা এই রাস্তায় এসে খাবার খেতেন। যেহেতু জাহাজ ডেক করার পর খালাসিরা আসতে পারতেন তাই সেখান থেকে ডেকার্স নাম হয়। পাশাপাশি অপর অংশের মতে এই নামের পিছনে আছে Dó Acres নামের এক ব্রিটিশ বণিক অফিসার, যিনি আঠারোশো শতকে এই অঞ্চলে ব্যবসা করতেন এবং এই অঞ্চলে থাকতেন। ধীরে ধীরে স্থানীয়রা রাস্তাটিকে Dó Acres Lane নামে ডাকতে শুরু করে যা পরবর্তীতে ঙ্গথত্বন্ত্রন্জ্খ:ত্র নামে প্রচলিত হয়। ডেকার্স লেন শুধু খাবারের গলি নয় — এটি কলকাতার ব্রিটিশ শাসনের সময়কাল থেকে শহরের 'শাসনকেন্দ্র' - এর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অঞ্চলের চারপাশেই ছড়িয়ে ছিল কলকাতার সরকারি দপ্তর, হাইকোর্ট, পোস্ট অফিস, রাজভবন, ব্যাঙ্কিং সেক্টর। কলকাতার প্রথম ছাপাখানার ঠিকানা কাছেই ছিল। এখান থেকে দেশের সংবাদপত্র ইতিহাস শুরু। পুরানো কলকাতার অফিস - সংস্কৃতি অর্থাৎ নটা থেকে পাঁচ টা'র অফিসপাড়ার খাবার খাওয়ার ট্র্যাডিশন শুরু হয় এই লেনকে ঘিরেই। ডেকার্স লেন শহরের স্ট্রিট ফুড কালচারের অফিসিয়াল হাব। একে বলা যায় কলকাতার ফুড হেরিটেজ স্পট। যখন অন্য শহরের মানুষ বলেন, কলকাতা স্ট্রিট ফুডের রাজধানী --- তার নেপথ্যে ডেকার্স লেনের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

শব্দের স্বাধীনতার প্রথম দীপশিখা আঠারো শতকের শেষ ভাগ। তখন ইংরেজ আমলের রাজপথে ঘোরার গাড়ির শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে চায়ের দোকানে ব্যবসার খবর, নীলকরদের চাপ, সাহেবদের রাজনীতি, ইউরোপীয় পোশাকের ঝলকানি আর শহরের বুক জুড়ে ছাপাখানার ধাতব গন্ধ- এই সময় অর্থাৎ ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারি ইতিহাসের ক্যানভাসে আঁকা হল এক নতুন রেখা। যেন কলকাতার বাতাসে হঠাৎই জেগে উঠেছিল শব্দের স্বাধীনতা, কলমের বিপ্লব। জন্ম নিল ভারতের প্রথম সংবাদপত্র ক্ষ্ম বেঙ্গল গেজেটক্ষ্ম। ১২/৮ ইঞ্চি আকারের দু পাতার পত্রিকা ছোট হলেও এর ভূমিকা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ছিল অনেক বড়। এটি শুধু একখানি পত্রিকা নয় বরং ভারতীয় সাংবাদিকতার সূচনা পর্বের প্রতীক।

হিকি সাহেবের লেখার হাত ছিল চমৎকার। তাঁর গল্প বলার ধরন ছিল কিছুটা হাস্যরসাত্মক। তাঁর পত্রিকার মাঝে এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছিলো। একজন জাহাজের ব্যাপারী থেকে কীভাবে খুব সহজে পুরোদস্তর সাংবাদিক বনে যাওয়া যায়, সেটা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন শুধু পত্রিকা বের করার মাধ্যমে। হিকির প্রকাশিত ভারতের প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পূর্ণ নাম "Hickyós Bengal Gazette or The Original Calcutta General Advertiser" এটি ছিল ভারতের প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র, যাকে ইতিহাসে "Hickyós Gazette" নামেও ডাকা হয়।

তবেঙ্গল গেজেটদ ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। এতে মূলত রাজনৈতিক খবর, বাণিজ্য সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন, সমাজের নানা ঘটনা, রম্যরচনা, এবং শাসকদের সমালোচনামূলক মন্তব্য প্রকাশিত হতো।

হিকি ছিলেন সাহসী ও স্বাধীনচেতা। তিনি সরকারি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরতেন। এমনকি তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরও কটাক্ষ করতে পিছপা হননি। তিনি বলতেন - সংবাদপত্রের কাজ শাসকের মুখপাত্র হওয়া নয় , জনগণের বিবেক জাগিয়ে তোলা। এই তীক্ষ্ণ ভাষা, এই অকুতোভয় মনোভাবই তাকে একদিকে জনপ্রিয় আর অন্যদিকে প্রশাসনের চোখে অপরাধী গড়ে তোলে। এই কারণেই তবেঙ্গল গেজেটদ অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় ও বিতর্কিত হয়ে ওঠে। হিকির স্বাধীন মনোভাব ও সরকারের সমালোচনামূলক লেখনী ব্রিটিশ প্রশাসনের রোষের কারণ হয়। ১৭৮০ সাল থেকে ১৭৮২ সালের মধ্যে একাধিকবার তাঁর মুদ্রণযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়, মামলা দায়ের হয়, এমনকি তাঁকে কারারুদ্ধও করা হয়। কিন্তু কারাগারের অন্ধকারও তাঁর কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারেনি। সেখানেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন "Freedom of the press is the birthright of mankind." — সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। সরকার তাঁর পত্রিকা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু তাঁর লেখা- সেই কলমের অক্ষর- ইতিহাসের পাতায় রয়ে যায় অম্লান।

হিকির বেঙ্গল গেজেট ছিল এক আগুনের শিখা,, যার আলো পরবর্তী প্রজন্মের সাংবাদিকদের পথ দেখিয়েছে। । এই পত্রিকার অনুপ্রেরণার ফলে পরবর্তীকালে ইংরেজি ও দেশীয় ভাষায় নানা সংবাদপত্রের উত্থান ঘটে - যেমন Calcutta Gazette (1784), India Gazette (1780), Bengal Journal (1785) ইত্যাদি।

হিকি সংবাদপত্রকে শাসকের মুখপত্র নয়, জনমতের আয়না হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিই পরবর্তীকালে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সংবাদপত্রকে জাতির চেতনার বাহক করে তোলে।

আজকের এই ডিজিটাল যুগে যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ে তখন হিকির নাম উচ্চারণ করা মানে এক প্রাচীন শপথের পুনরুচ্চারণ - ''সত্যের পক্ষে দাঁড়াও, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লিখো''। জেমস অগাস্টাস হিকি হয়তো আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তার বেঙ্গল গেজেট প্রতিটি নির্ভীক সাংবাদিকের কলমে এখনো বেঁচে আছে।

জেমস অগাস্টাস হিকি হয়তো নিঃস্ব অবস্থায় পৃথিবী ছেড়েছিলেন কিন্তু তার কলমের অক্ষরে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীনতার প্রথম সূর্য রশ্মি - যে আলো আজও প্রতিটি সত্যনিষ্ঠ প্রতিবেদনে নির্ভীক সাংবাদিকের অন্তরের জ্বালা থাকে অবিরাম। এছাড়াও সাংবাদিকতার ইতিহাসে বাংলা বরাবরই ভারতকে পথ দেখিয়েছে। ভারতের প্রথম সংবাদপত্র এই বাংলা থেকেই প্রকাশিত হয়। সেই ইতিহাসেরও পাতায় পাতায় লেখা আছে শাসকের অত্যাচারের কাহিনি। ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা একটা দিন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেরও বটে। ইতিহাসবিদরা কেউই অস্বীকার করেন না, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের শাণিত কলমের অবদান ছিল অনেকটাই। জনমত তৈরি, স্বদেশিদের কথা সমাজের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে দেওয়া কিংবা বিভিন্ন বিপ্লবীর বিচারের নামে আদালতের একপেশে কাণ্ডকারখানার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লেখা হত সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়। যার ভিত্তিটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৮০ সালে । 'বেঙ্গল গেজেট'-এর আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে। নস্টালজিক কলকাতার এসপ্ল্যানেড এবং ওয়াটারলু স্ট্রিটের মাঝে অবস্থিত একটি অত্যন্ত সুপরিচিত ও ঐতিহাসিক সরু খাবারের গলি। ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'হিকি'স বেঙ্গল গেজেট'-এর প্রতিষ্ঠাতা আইরিশ ব্যক্তি জেমস অগাস্টাস হিকি-র নামে এই রাস্তার নামকরণ করা হয়।পরবর্তীতে জাহাজের ডেক কাছেই ভিড়ত বলেই ডেকার্স লেন নামে পরিচিতি পায়।

HICKY's
BENGAL GAZETTE;
OR THE ORIGINAL
Calcutta General Advertiser.
A Weekly Political and Commercial Paper, Open to all Parties, but influenced by None.
From Saturday December 9th to Saturday December, 16th 1780.
No.
PHAETON LOUNGER
AN IMITATION.

শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে 'সুশিক্ষা'র পথে

শুভম সিংহ

কোনও দেশের ভবিষ্যৎ কেবল এই বিষয়ের উপর নির্ভর করে না যে, সেই দেশের যুবসমাজের হাতে কতগুলি ডিগ্রি রয়েছে; বরং তা নির্ভর করে সেই শিক্ষা তাদের মধ্যে কতটা বিবেক, চরিত্র, কর্তব্যবোধ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তুলতে পেরেছে তার উপর। শিক্ষা যদি জ্ঞান দেয়, কিন্তু সেই জ্ঞানকে সঠিক পথে ব্যবহারের চেতনা তৈরি করতে না পারে, তবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশ একটি বৃহৎ ছাত্র আন্দোলনের সাক্ষী হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কথিত অনিয়ম, প্রশ্নপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হওয়া নানা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই যুবসমাজের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই ছাত্রছাত্রীদের এই উদ্বেগকে হালকাভাবে নেওয়া যায় না। একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পিছনে শুধু কয়েক ঘণ্টার পরিশ্রম থাকে না; তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একজন পরীক্ষার্থীর জীবনের বহু বছরের প্রস্তুতি, তাঁর পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থিক সামর্থ্য এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তাই পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে আপস করা মানে একজন ছাত্রের পরিশ্রম এবং ব্যবস্থার প্রতি তাঁর বিশ্বাস, দুইয়ের প্রতিই অবিচার করা। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার, ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করার এবং ন্যায্য দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। একটি প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের পরিচয়ই হল, সেখানে প্রশ্নে শাসক অস্বস্তিতে পড়ে না এবং মতপার্থক্যকে শত্রুতা হিসেবে দেখা হয় না। কিন্তু গণতন্ত্র যতটা অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত, ততটাই দায়িত্ববোধ ও বিবেকের উপরও নির্ভরশীল।

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ এই প্রেক্ষাপটে আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছে। ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব সমস্যা থেকে শুরু হওয়া কোনও আন্দোলন যদি ধীরে ধীরে এমন সব রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিষয়ের মঞ্চ হয়ে ওঠে, যার সঙ্গে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই, তবে সবার আগে ছাত্রছাত্রীদেরই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

পরীক্ষা সংস্কার এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার দাবির মধ্যে যদি ৩৭০ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল, বিতর্কিত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অতীতে শোনা বিতর্কিত 'আজাদি'র মতো বক্তব্য প্রবেশ করতে শুরু করে, তবে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, আন্দোলনের দিশা আসলে কে নির্ধারণ করছে? ছাত্রছাত্রীরা কি তাঁদের বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য পথে নেমেছেন, নাকি তাঁদের যন্ত্রণা ও ক্ষোভকে অন্য কোনও রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত উদ্দেশ্যে পরিচালিত করার চেষ্টা চলছে?

এর থেকেও উদ্বেগজনক হল এমন কিছু দৃশ্য ও বক্তব্য, যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে অশালীন ও অমর্যাদাকর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। গণতন্ত্র অবশ্যই মতবিরোধ ও সমালোচনার অধিকার দেয়। কিন্তু সাংবিধানিক পদে আসীন কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অশালীনতাকে না মতাদর্শগত বিরোধ বলা যায়, না তা সুস্থ ছাত্র-চেতনার পরিচয় বহন করে। ঠিক এখানেই শিক্ষার প্রকৃত পরীক্ষা।

একজন শিক্ষিত যুবক একটি স্লোগান পড়তে পারেন; কিন্তু একজন সুশিক্ষিত যুবক সেই স্লোগানের অর্থ ও উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করেন। একজন শিক্ষিত যুবক ভিড়ের অংশ হয়ে যেতে পারেন; একজন সুশিক্ষিত যুবক ভিড়ের মধ্যেও নিজের বিবেক ও বিচারবুদ্ধিকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাই আমাদের সামনে প্রশ্নটি শুধু পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতার নয়, শিক্ষার চরিত্রেরও।

আমরা সাধারণত 'শিক্ষিত' এবং 'সুশিক্ষিত' শব্দ দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করি। অথচ এই দুইয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে জ্ঞান, ডিগ্রি এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকতে পারে। একজন সুশিক্ষিত মানুষের কাছে এগুলির পাশাপাশি থাকে বিবেক, সংবেদনশীলতা, নৈতিকতা এবং নিজের অর্জিত জ্ঞানের প্রতি দায়বদ্ধতা।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি যে অশিক্ষিত হবেন, এমন কোনও কথা নেই। কোনও Digital Examination System-এর প্রযুক্তিগত দুর্বলতার অপব্যবহারকারী ব্যক্তি Technology সম্পর্কে যথেষ্ট দক্ষ হতে পারেন। Cyber Crime-এ যুক্ত কোনও ব্যক্তি Computer Science-এ পারদর্শী হতে পারেন। অর্থনৈতিক অপরাধের জটিল পথ খ ুঁজে বার করা ব্যক্তিও উচ্চশিক্ষিত হতে পারেন।

অর্থাৎ, জ্ঞান থাকা মানেই সদাচরণের নিশ্চয়তা নয়।

এই কারণেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল মানুষের বৌদ্ধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হতে পারে না। জ্ঞানের সঙ্গে যদি চরিত্র না থাকে, তবে সেই জ্ঞানই সমাজের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষা আমাদের শেখায়, আমরা কী করতে পারি; আর সুশিক্ষা আমাদের সেই বিবেক দেয়, যা বলে, আমাদের কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়।

আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সাফল্যের মাপকাঠি অত্যন্ত স্পষ্ট, ভালো নম্বর, নামী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, বড় Degree, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য, ভালো চাকরি এবং উন্নত বেতন। বাবা-মায়েরাও স্বাভাবিকভাবেই চান তাঁদের সন্তান এই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাক। এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। সমস্যা তখনই শুরু হয়, যখন শিক্ষার সম্পূর্ণ সংজ্ঞা কেবল এই অর্জনগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

আমরা নিয়মিত সন্তানদের জিজ্ঞাসা করি, পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছ? কিন্তু আমরা হয়তো খুব কমই জিজ্ঞাসা করি, শিক্ষা তার ব্যক্তিত্বে কী পরিবর্তন এনেছে? শিক্ষা কি তাকে আরও সৎ করেছে? অন্যের প্রতি তার সংবেদনশীলতা কি বেড়েছে? নিজের অধিকারের পাশাপাশি সে কি নিজের কর্তব্যও বোঝে? সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার নৈতিক সাহস কি তার মধ্যে তৈরি হয়েছে?

কোনও ছাত্র যদি দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের Degree অর্জন করেন, কিন্তু সাফল্য পাওয়ার জন্য প্রতারণা, দুর্নীতি বা অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা না করেন, তবে তাঁর শিক্ষার সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরায় শিক্ষাকে কখনও কেবল কর্মসংস্থান লাভের মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়নি। শিক্ষা বরাবরই ব্যক্তি-নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-দর্শনও মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষা বাইরে থেকে তথ্যের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া নয়; বরং মানুষের ভিতরে আত্মবিশ্বাস, বিবেক, চরিত্র এবং শ্রেষ্ঠত্বকে জাগ্রত করার মাধ্যম।

একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের Science– Technology– Artificial Intelligence– Engineering এবং Professional Skills-এ দক্ষ যুবসমাজের প্রয়োজন। ভারত যদি বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী শক্তি হয়ে উঠতে চায়, তবে এই ক্ষেত্রগুলিতে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতেই হবে। কিন্তু Technology যত শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তাকে পরিচালনা করা মানুষের চরিত্রও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। Artificial Intelligence-এর যুগে Human Values-এর প্রয়োজনীয়তা কমবে না; বরং আরও বৃদ্ধি পাবে।

পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা বজায় রাখতে কঠোর আইন প্রয়োজন। প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী এবং সংগঠিত নকলচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পরীক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক Technology– স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়ানো জরুরি। দোষীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণও প্রয়োজন।

কিন্তু আইনেরও একটি সীমা রয়েছে।

আইন কোনও ব্যক্তিকে অপরাধ করার পরে শাস্তি দিতে পারে; কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কার তাকে অপরাধ করার আগেই থামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

আমরা Encryption-এর মাধ্যমে প্রশ্নপত্র সুরক্ষিত করতে পারি, পরীক্ষা কেন্দ্রে নজরদারি বাড়াতে পারি এবং অপরাধের জন্য কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারি। এগুলি সবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু কোনও সভ্য সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত তার নাগরিকদের চরিত্র।

এমন একটি সমাজের কথা কল্পনা করুন, যেখানে কোনও ব্যক্তির সামনে দুর্নীতি করার সুযোগ রয়েছে এবং ধরা পড়ার ভয়ও নেই, তবুও তিনি শুধু এই কারণে অন্যায় কাজ করছেন না যে তাঁর বিবেক তাঁকে সেই অনুমতি দিচ্ছে না। আইনের ভয়ে জন্ম নেওয়া সততার তুলনায় চরিত্র থেকে জন্ম নেওয়া সততা অনেক বেশি স্থায়ী।

তাই শিক্ষা সংস্কার নিয়ে আলোচনা কেবল Syllabus– Examination Pattern– Digital Classroom– Infrastructure– Skill Development এবং Employment-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। শিক্ষায় Value Education– Ethics– Civic Sense– Constitutional Duties– Social Responsibility এবং Character Building-কেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

এই দায়িত্ব শুধু সরকার কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়ে দেওয়াও যথার্থ হবে না। পরিবার হল শিশুর প্রথম বিদ্যালয়, আর সমাজ তার সবচেয়ে বড় উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গন। শিক্ষক, বাবা-মা, সংবাদমাধ্যম, জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সকলেই একজন তরুণের ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আমরা যদি চাই আমাদের আগামী প্রজন্ম সৎ হোক, তবে সমাজে তাদের সততার সম্মান দেখতে হবে। আমরা যদি চাই যুবসমাজ গণতান্ত্রিক শালীনতা ও মর্যাদা বুঝুক, তবে জনজীবনেও তাদের সংলাপ ও শালীনতার উদাহরণ দেখতে হবে। আমরা যদি যুবসমাজের মধ্যে কর্তব্যবোধ গড়ে তুলতে চাই, তবে সমাজকেও নিজের আচরণের মাধ্যমে কর্তব্যের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ভারতের কাছে আজ বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুবশক্তি রয়েছে। আগামী বছরগুলিতে এই তরুণ প্রজন্মই দেশের প্রশাসন, রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, বিচারব্যবস্থা এবং সামাজিক জীবনের নেতৃত্ব দেবে। তাই আজ আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্তগুলি নিচ্ছি, তা শুধু বর্তমানের পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ করবে না; আগামী ভারতেরচরিত্রও গড়ে দেবে।

আমাদের এমন যুবসমাজ প্রয়োজন, যারা আধুনিক হবে, কিন্তু নিজের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না; যাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে, কিন্তু তারা সংবেদনহীন হবে না; যারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকবে, কিন্তু কর্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না; যারা ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার সাহস রাখবে, কিন্তু ভিড়ের শোরগোলে নিজের বিবেক হারাবে না; যারা সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা রাখবে, কিন্তু সেই সাফল্যের জন্য নিজের চরিত্রের সঙ্গে আপস করবে না।

Degree একজন ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে, কিন্তু তাঁর আচরণই প্রমাণ করে তিনি সত্যিকার অর্থে কতটা সুশিক্ষিত। তাই আজ শিক্ষা নিয়ে আলোচনার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন শুধু এই হওয়া উচিত নয় যে, আমরা কতগুলি বিদ্যালয় খুলেছি, কতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছি, কতজন ছাত্রছাত্রীকে ঙ্গত্রন্থত্র দিয়েছি অথবা কতজন যুবক-যুবতীকে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তুলেছি। এগুলি সবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর পাশাপাশি আরও একটি প্রশ্ন আমাদের করতে হবে, আমরা কতজন চরিত্রবান, সংবেদনশীল, বিবেকবান এবং দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করতে পেরেছি? ভারতের শিক্ষিত যুবসমাজ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষিত যুবসমাজই যথেষ্ট নয়। আমাদের এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে, যাদের হাতে থাকবে Degree, মস্তিষ্কে থাকবে জ্ঞান, হৃদয়ে থাকবে সংবেদনশীলতা, আচরণে থাকবে নৈতিকতা এবং মনে থাকবে দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ। কারণ একজন শিক্ষিত যুবক নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে পারেন, কিন্তু একজন সুশিক্ষিত যুবক সমাজের ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারেন। আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি তাই এই নয়, 'আমরা আমাদের যুবসমাজকে কতটা পড়াচ্ছি?' বরং প্রশ্নটি হওয়া উচিত-'আমরা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে কেমন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছি?' তাই আজ শুধু শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন নেই; শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েও নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। ভারতের শুধু শিক্ষিত যুবসমাজ প্রয়োজন নয়। ভারতের প্রয়োজন সুশিক্ষিত যুবসমাজ, যারা নিজেদের অধিকার জানবে, আবার নিজেদের কর্তব্যও বুঝবে; যারা প্রশ্ন করার সাহস রাখবে, আবার উত্তর শোনার ধৈর্যও রাখবে; যারা আধুনিক হবে, কিন্তু নিজের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকবে; যারা সাফল্যের স্বপ্ন দেখবে, কিন্তু সেই সাফল্যের জন্য নৈতিকতার সঙ্গে আপস করবে না। কারণ শেষ পর্যন্ত, শিক্ষিত যুবক নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে পারেন, কিন্তু সুশিক্ষিত যুবক একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণ করেন।